পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1700, Saturday, October 03, 2026 FREE www.parichoy.com

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার আর কোনো চান্স নাই বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

বিস্তারিত ১৪ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ সস্ত্রীক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবি নিয়ে প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যা - ৫ম পাতায়

■ চীন মংলায় ১০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশকে - ৫ম পাতায়

■ মেডিকেয়ারভুক্ত প্রবীণদের ৯০ ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের - ৬ পাতায়

■ যন্ত্রাংশ ও দক্ষ কর্মীর সংকটে ঝুঁকি নিয়ে উড়ছে বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ -১৪তম পাতায়

■ বিডিনিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী আর নেই -১৪ পাতায়

■ ফ্লাইদুবাইয়ের সহ-পাইলট ‘সন্ত্রাসী হামলার’ চেষ্টা করেছিলেন ১৮তম পাতায়

■ জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রেবেকা গ্রিনস্প্যান -১৮ পাতায়

■ ইউরোপের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে কানাডা -২২ পাতায়

আমি চেয়েছিলাম বলেই ইরান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ১৫ পৃষ্ঠায়

কী আছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সই হওয়া পারমাণবিক সমঝোতা স্মারকে?

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন

● "ইরানকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বে শান্তি এনেছি। আমার মনে হয় না, ইরানের সঙ্গে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে" - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● পারমাণবিক অস্ত্র পেলে ইরান বিশ্বকে জিম্মি করবে - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী **মার্কো রুবিও**

● যুক্তরাষ্ট্রে বছরের পর বছর ধরে বসবাস করলেই অভিবাসন-সংক্রান্ত কোনো আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি মুছে যায় না - ডিএইচএস (DHS) সেক্রেটারি **মার্কওয়েন মুলিন**

● সমাজতন্ত্রের অর্থ হলো-একটি 'মর্যাদাপূর্ণ জীবন' যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো (যেমন-বাসস্থান, শিশুযত্ন ও গণপরিবহন) মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। - নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র **জোহরান মামদানী**

● বাংলাদেশ সহযোগিতা চায়, অন্যের খেলার দাবার বোর্ড হতে চায় না: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **শামা ওবায়েদ ইসলাম**

● 'কতটা ভয় পেলে এতটা উন্মাদ হতে পারে' - কুষ্টিয়ায় পাটওয়ারীর ওপর হামলায় বিএনপিকে দায়ী করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) র আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় **চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম**

● আমি বড় হয়েছি তাঁকে দেখে। তিনিই আমাকে বলের প্রেমে ফেলেছেন, জাতীয় দলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, এই জার্সির অর্থ বুঝিয়েছেন।'- আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির শেষ ম্যাচ খেলার প্রাক্কালে ২২ বছর বয়সী আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের খেলোয়াড় **সান্তিয়াগো কাস্ত্রো**

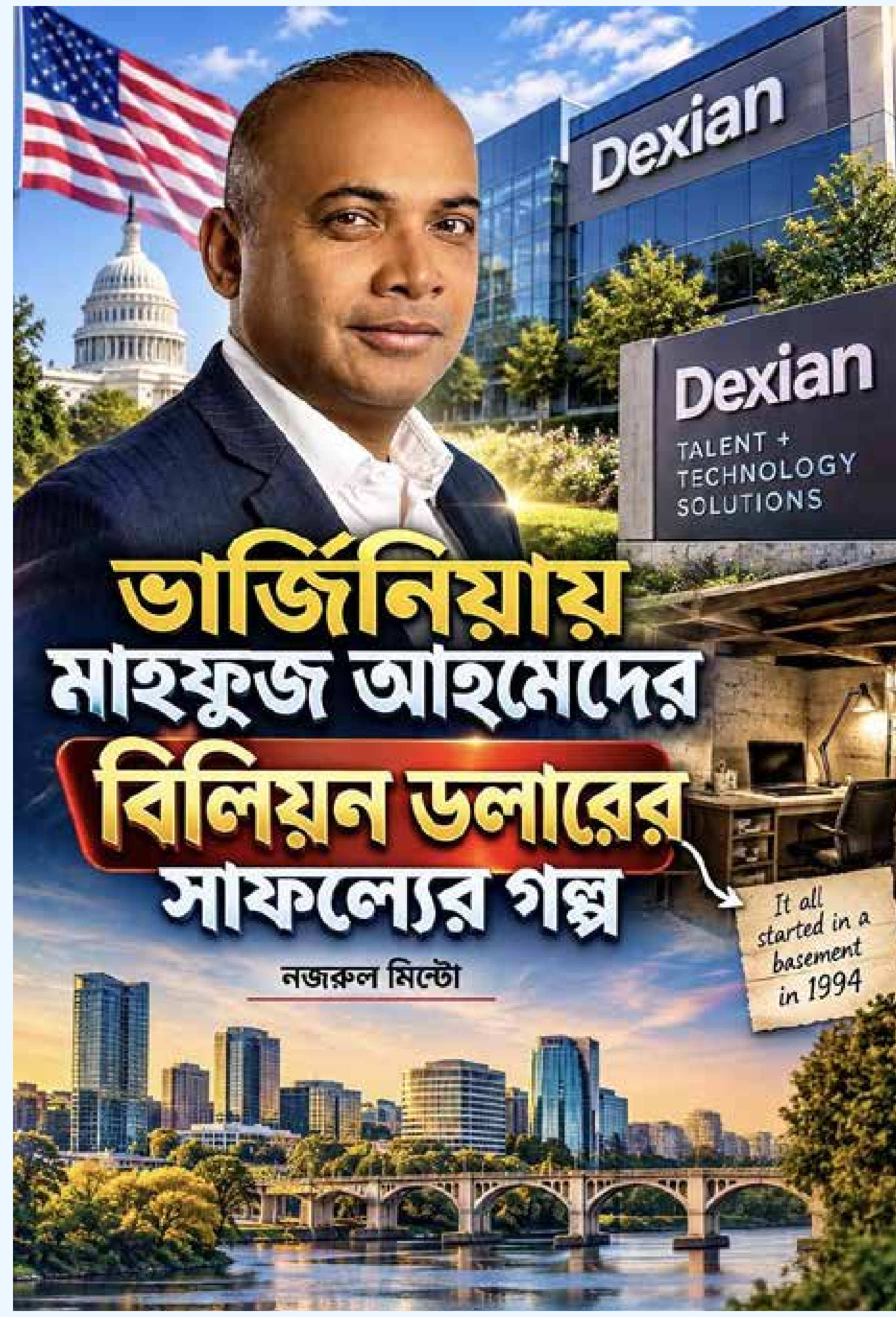

সময়টা ১৯৮৯ সাল। ১৮ বছরের এক তরুণ পড়াশোনার উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ছেড়ে পাড়ি জমালেন যুক্তরাষ্ট্রে। পেছনে পড়ে রইল পরিচিত শহর, পরিবার, বন্ধুবান্ধব আর বেড়ে ওঠার চেনা জগৎ। সামনে নতুন দেশ, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন সংস্কৃতি এবং নিজের জায়গা করে নেওয়ার কঠিন পরীক্ষা। ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ছিল স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলার সাহস। শুরু হলো পড়াশোনা, পাশাপাশি কাজ। কখনো অর্থের টানাপোড়েন, কখনো নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম। এভাবেই একের পর এক ধাপ পেরিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে স্বপ্নও বড় হয়েছে। তিন দশকের বেশি সময় পর ফিরে তাকালে তাঁর সেই যাত্রাকে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। যে তরুণ একদিন পড়াশোনার স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন, তিনিই একসময় গড়ে তুলেছেন বিলিয়ন ডলারের এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। তাঁর সেই পথচলা অধ্যবসায়, সংগ্রাম আর সাফল্যের এক অনুপ্রেরণামূলক গল্প।

সেই তরুণের নাম মাহফুজ আহমেদ। জন্ম বাংলাদেশে। শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে ভর্তি হন ভার্জিনিয়ার জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটিতে। নতুন দেশে বিদেশি শিক্ষার্থীর জীবন খুব সহজ ছিল না। থাকার খরচ বাঁচাতে গ্রেট ফলসে মামার বাড়িতে থাকতেন। পড়াশোনার খরচের একটি অংশ দিতেন তাঁর মা, বাকি অর্থের জন্য আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও ধার করতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি কাজ করেছেন ডাইনিং হল, মনোবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে। শ্রেণিকক্ষ আর বইয়ের বাইরেও তখন চলছিল নিজের খরচ সামলানো এবং নতুন পরিবেশে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই।

জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার পর মাহফুজ আহমেদ প্রযুক্তি খাতে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলেও পড়াশোনা করেছেন। নর্থরপ গ্রুম্যানে পরামর্শক এবং মবিল অয়েলে জ্যেষ্ঠ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি বড় প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত প্রয়োজন এবং দক্ষ কর্মীর চাহিদা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। সেখানেই তাঁর চোখে পড়ে নতুন এক ব্যবসার সম্ভাবনা।

১৯৯৪ সালে সেই ভাবনা থেকেই প্রতিষ্ঠা করেন Digital Intelligence Szstems, সংক্ষেপে উওঝণঝ। কোনো ঝকঝকে অফিসে নয়, উত্তর ভার্জিনিয়ার একটি বাড়ির বেসমেন্টে শুরু হয় প্রতিষ্ঠানের কাজ। মাহফুজের বয়স তখন মাত্র ২৩ বছরের কাছাকাছি। দিনের চাকরি শেষ করে রাতে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করতেন। সপ্তাহান্তও কাটত ব্যবসার পরিকল্পনা, গ্রাহক খোঁজা আর কাজের পেছনে। প্রথম দুই বছর ব্যবসা থেকে নিজেদের জন্য কোনো অর্থ নেননি। যা আয় হতো, আবার ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করতেন। কখনো দিনে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেছেন। আজকের উবীরধহ-এর বিশাল পরিসরের পাশে সেই বেসমেন্টের শুরুর ছবিটি রাখলে বোঝা যায়, বড় প্রতিষ্ঠানের যাত্রা সব সময় বড় জায়গা থেকে শুরু হয় না।

পরে মাহফুজের ভাই মারুফ আহমেদও এই যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী হয়ে ওঠেন। মারুফ নিজেও প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর সহপ্রতিষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী সরবরাহ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৯ সালে DISYS-এর সঙ্গে একীভূত হলে তিনি অংশীদার ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। এরপর দুই ভাই একসঙ্গেই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করার কাজে এগিয়ে যান।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বিশ্বজুড়ে শুরু হয় ণ২ক নিয়ে উদ্বেগ। আশঙ্কা ছিল, ২০০০ সাল শুরু হলে পুরোনো কম্পিউটার ব্যবস্থায় তারিখসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাই তাদের কম্পিউটার ব্যবস্থা

বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন
৪৭০টি আসন, ব্যয় ১২ বিলিয়ন ডলার ও অনুপস্থিত প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই বছরের গতিপথ নির্ধারণে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যদিও এবার কোনো ব্যালটেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নাম থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের চার বছরের মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই 'মিডটার্ম' বা মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্টেটগুলোর গভর্নর এবং স্থানীয় আইনসভার (স্টেট-লেভেল) কয়েক হাজার পদে কে দায়িত্ব নেবেন, তা নির্ধারিত হয়।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের যেকোনো একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা তৈরি হবে। আবার ট্রাম্পের প্রশাসনের ওপর কংগ্রেসের নজরদারি বাড়বে।

অন্যদিকে রিপাবলিকানরা জয়ী হলে ওয়াশিংটনে দলটির নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

"সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স" কী, কেন গঠন করলেন ট্রাম্প?

পরিচয় ডেস্কে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার তদারকিতে নতুন একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর নাম দিয়েছেন 'সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স' (এসআইএফ)। জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জে ক্লেটনকে এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিবিসি জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন এ প্রযুক্তির উন্নয়নে নেতৃত্ব *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সস্ত্রীক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবি নিয়ে প্রেস উইংয়ের ব্যাখ্যা

পরিচয় ডেস্ক: ছবিতে দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান। গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আয়োজনে নৈশভোজে অংশ নেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের অংশগ্রহণের ছবিটি শনিবার (৩ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশের পর ছবিটি এআই জেনারেটেড/ ম্যানিপুলেটেড হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

তবে সেটিকে নাকচ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানিয়েছে, 'ছবিকেই ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের রিসেপশনে অংশগ্রহণের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

চীন মংলায় ১০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশকে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাগেরহাটের মোংলায় প্রস্তাবিত 'চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল'-এর কাছে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি ছোট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে চীন; এটি বাস্তবায়িত হলে 'স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর' (ঝসধষষ গড়ফঁষধৎ জবধপঃড়ৎ) প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বাংলাদেশের প্রথম প্রকল্প হিসেবে এটি গণ্য হবে।

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মূলত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে; তবে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের বিক্রি করা হবে এবং বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হবে।

রাশিয়ার সহায়তায় নির্মাণাধীন ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাইরেও নিজেদের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশসহ ১৯ দেশের বিশেষ ওষুধে ১০০% শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯টি দেশ থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট বিশেষ ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯টি দেশ বাদে অন্য দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে এ ওষুধ বা এগুলোর উপকরণ রপ্তানি করলে মূল্যের অনুপাতে শুল্ক দিতে হবে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই ১৯ দেশের তালিকা ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করেছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকেই এই দেশগুলো বাদে বাকি দেশগুলোর নির্দিষ্ট বিশেষ ওষুধ বা উপকরণের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ কার্যকর হবে।

গত ২রা এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি আদেশ জারি করেন। এতে বলা হয় পেটেন্টকৃত *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

কানাডার মহান জনগণের সুরক্ষায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে বেশি অবদান কেউ রাখেননি - হোয়াইট হাউস

কানাডা কেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন একটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন, যা একসময় ছিল অকল্পনীয়-কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ। তবে তিনি বলেন, এই ঝুঁকি কম এবং এমনটি ঘটার আশঙ্কাও অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সম্পর্ক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। তাই সব ধরনের আশঙ্কা বিবেচনা করা তার দায়িত্ব বলে নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন তিনি।

কার্নি বলেন, 'এটি মূলত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক এবং বারবার কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম স্টেটে বানানোর ইচ্ছা প্রকাশের কারণে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের হামলার সম্ভাবনা নিয়ে সামরিক মহড়া ও পরিকল্পনা করছে। ২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনো কানাডার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে-এমন সম্ভাবনা 'খুবই কম'। এর পরিবর্তে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে তিনি অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার কথা জানান। এই সপ্তাহে বিবিসিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, 'কানাডার মহান জনগণের সুরক্ষায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে বেশি অবদান কেউ রাখেননি।' বিবিসির সঙ্গে কথা বলা সামরিক বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কানাডায় হামলার আশঙ্কা খুবই কম। এর কারণ হিসেবে তারা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে বিষয়টি যে কানাডীয়দের চিন্তায় প্রভাব ফেলছে, তা স্পষ্ট। গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর লেজার পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৩০ শতাংশের বেশি কানাডীয় মনে করেন, কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আশঙ্কা রয়েছে।

কেন এমনটা ঘটার আশঙ্কা কম?

রয়্যাল কানাডিয়ান এয়ার ফোর্সের সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ক্রিস্টোফার কোটস এ বিষয়ে বলেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হলে তা হবে অত্যন্ত জটিল এবং বিষয়টি কল্পনা করাও কঠিন।

তিনি ৩৪ বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, 'আমি পুরো কর্মজীবন সামরিক অভিযানে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে কোনো সামরিক হামলা হতে পারে-এমন আশঙ্কা আমরা কখনো বিবেচনা করিনি।'

ন্যাটোর বিভিন্ন মিশনে দায়িত্ব পালন করা কোটস বলেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক প্রতিরক্ষার অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে। দুই দেশই উত্তর আটলান্টিক প্রতিরক্ষা জোট ন্যাটোর সদস্য। এই জোটের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো সদস্যদেশ আক্রান্ত হলে অন্য বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

দুবার বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়েও ক্রিস্টা পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ব্যর্থতা: পদত্যাগ করছেন টেনেসির কারাপ্রধান

পরিচয় ডেস্ক: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি ক্রিস্টা পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ার পর পদত্যাগ করছেন টেনেসি স্টেটের কারাপ্রধান। শনিবার (০৩ অক্টোবর) টেনেসি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনের কমিশনার ফ্রাঙ্ক স্ট্রাডার সাথে এক যৌথ বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান গভর্নর বিল লি।

স্ট্রাডা বলেন, তার পদত্যাগ স্টেটের "সর্বোত্তম স্বার্থে" এবং এই ঘটনার ওপর চলমান তদন্ত "পুরোপুরি উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয়"। ১৯৯৫ সালে কলিন স্লেমায়ারের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে ১৯৯৬ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া পাইক গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুটি প্রাণঘাতী ইনজেকশনের পরও বেঁচে যান। বর্তমানে তিনি টেনেসির একটি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন এবং তার আইনজীবীরা তার সাজা কমানোর চেষ্টা করছেন।

গভর্নর লি বলেন, 'কমিশনার স্ট্রাডা নিষ্ঠার বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

মেডিকেয়ারভুক্ত প্রবীণদের ৯০ ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেয়ার স্বাস্থ্যবিমায় থাকা ২ কোটির বেশি প্রবীণ নাগরিককে এককালীন ৯০ ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাসিক চিকিৎসা বিমার প্রিমিয়ামের খরচ কিছুটা কমাতেই এই অর্থ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। শুক্রবার (২ অক্টোবর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, মেডিকেয়ার ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড থেকে এই অর্থ দেওয়া হবে। কংগ্রেস মেডিকেয়ারের 'ফি-ফর-সার্ভিস' কর্মসূচির উন্নয়নে ওই তহবিলে ২০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে বলেও জানান তিনি। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যোগ্য অধিকাংশ প্রবীণ অক্টোবরের শুরুতেই সরাসরি ব্যাংক হিসাবে ৯০ ডলার পাবেন। যাদের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় চেক পাঠানো হবে। নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে একের পর এক আর্থিক সুবিধার ঘোষণা আসছে। নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করছে তার রিপাবলিকান পার্টি। বর্তমানে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ, দুই কক্ষেই দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

এর আগে গত মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৫ হাজার ডলার করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ওই প্রস্তাব নিয়ে অর্থনীতিবিদ, বিশ্লেষক এবং রিপাবলিকান দলের কয়েকজন আইনপ্রণেতার মধ্যেও সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন প্রায় ১০ লাখ আমেরিকানকে ৫০০ ডলার করে দেওয়ার আরেকটি কর্মসূচি চালু করেছে।

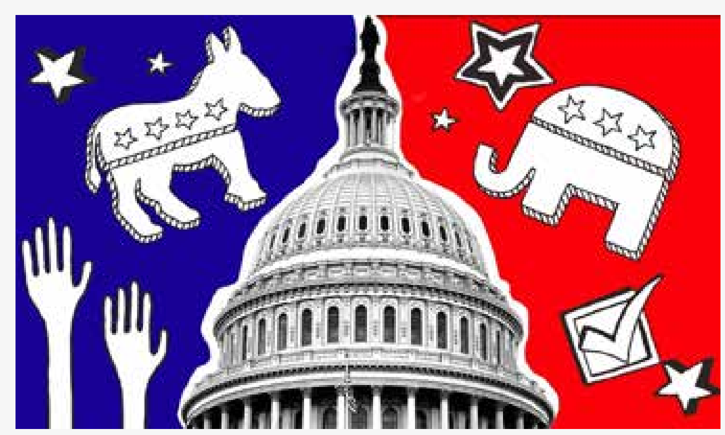

যুক্তরাষ্ট্রে "জাতীয় জনমত" ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে, তবু সিনেট দখলে কঠিন সমীকরণ সামনে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় সুবিধা বাড়লেও সিনেট নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোতেই নির্ধারিত হবে চূড়ান্ত ফল।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই ততই তীব্র হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের জনমত ডেমোক্র্যাটদের জন্য অনুকূল হয়ে উঠলেও সিনেটের আসন বিন্যাসের কারণে প্রতিনিধি পরিষদে জয় এবং সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এক বিষয় নয়।

সাম্প্রতিক নির্বাচনী বিশ্লেষণ বলছে, ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ পুনর্দখলের পথে এগিয়ে থাকলেও সিনেটের লড়াই এখনো অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

প্রথমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রয়োজন। ৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বরের ভোট পর্যন্ত ৩২ দিন নয়, ৩১ দিন বাকি। একই সঙ্গে, ডেমোক্র্যাটদের জাতীয়ভাবে ঠিক ৯ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার যে দাবি প্রচারিত হয়েছে, তার নির্ভরযোগ্য মূল উৎস ও পদ্ধতি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনী বিশ্লেষণ জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে ডেমোক্র্যাটদের স্পষ্ট অগ্রগতির কথা বলছে।

অন্যদিকে, সিনেটের সমীকরণ সম্পর্কে প্রচারিত দাবিটির বড় অংশ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডেমোক্র্যাটদের সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে অন্তত চারটি আসন বাড়াতে হবে। বর্তমানে রিপাবলিকানদের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কুক রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ২৩ সেপ্টেম্বরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সিনেটের নিয়ন্ত্রণকে এখন প্রায় সমান সম্ভাবনার লড়াই হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য আসন লাভ এক থেকে পাঁচটির মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ চারটি আসন লাভ করলেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছাতে পারে।

উত্তর ক্যারোলাইনা ডেমোক্র্যাটদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

আমি চেয়েছিলাম বলেই ইরান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তার সিদ্ধান্তের কারণেই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে।

টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পরই যুদ্ধ থামানোর সুযোগ ছিল। তবে তিনি অভিযান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

শুরুতে তিনি জানিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধ ছয় থেকে আট সপ্তাহ স্থায়ী হবে। কিন্তু সেই যুদ্ধ এখন সপ্তম মাসে কেন গড়িয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "কারণ আমি আরও এগোতে চেয়েছিলাম"।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বি-টু বোমারু বিমান দিয়ে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার পরই অভিযান থামানো যেত। তবে তার দাবি, ইরানি কর্মকর্তারা আবারও তাদের কার্যক্রম শুরু করতে "উদগ্রীব" ছিলেন। একই জায়গায় শুরু করা সম্ভব না হলেও অন্য কোথাও তারা সেই কার্যক্রম শুরু করতে পারতেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "আমি সেখানেই থামতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সেটা ঠিক হবে না"।

তিনি আরও বলেন, ইরান যেন "অন্য কোনো রূপে ফিরে আসতে" না পারে, তিনি সেটিই চেয়েছিলেন।

এরপর, ইরানকে "ধ্বংস করে দেওয়ার" বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগের হুমকি নিয়ে প্রশ্ন করে টাইম ম্যাগাজিন।

জবাবে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমি সেটা করতে পারি"।

ওইসময় এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, নিজেকে "প্রেসিডেন্ট অব পিস" দাবি করা একজন মানুষ কীভাবে "একটি দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার" কথা বলতে পারেন?

জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "ইরানকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বে শান্তি এনেছি। আমার মনে হয় না, ইরানের সঙ্গে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে"।

ইরান যুদ্ধের নেপথ্যে 'চীন সমীকরণ': ভূ-রাজনীতির গোপন দ্বৈরথে বেইজিং-ওয়াশিংটন

আলতাফ মোতি : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মাঝে চলমান যুদ্ধ আর কোনোভাবেই স্রেফ ওয়াশিংটন-তেহরানের দ্বৈরথে সীমাবদ্ধ নেই। এর নেপথ্যে আরও একটি সূক্ষ্ম লড়াই রূপ নিতে শুরু করেছে। আর সেখানে ওয়াশিংটনের প্রতিপক্ষ হচ্ছে চীন।

চীন এখানে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না; তবে ইরানের সঙ্গে বেইজিংয়ের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং কূটনৈতিক সম্পর্কই-ওয়াশিংটনের ইরানবিরোধী কৌশলকে জটিল করে তুলছে। এমনকি তা এই যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। এর ফলে একটি বড় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে চলে আসছে: ইরান যুদ্ধ কি তবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বৈশ্বিক দ্বৈরথের আরও একটি পরোক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে (ইনডাইরেক্ট ফ্রন্ট) পরিণত হতে যাচ্ছে? সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য-প্রমাণ নির্দেশ করে না যে ওয়াশিংটন সরাসরি বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। বরং, প্রকাশ্য কূটনীতিতে দেখা যায় সমঝোতার প্রচেষ্টা। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফর। ট্রাম্প ও শ্বির এই শীর্ষ সম্মেলনে এই দুই পরাশক্তি একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বের কথাও পুনর্ব্যক্ত করে। কিন্তু ইরান সংঘাত এই দুই পরাশক্তিকে জ্বালানি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, প্রযুক্তি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নে মুখোমুখি প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইরানের অর্থনীতির মূল জীবনরেখা চীন যুদ্ধকালীন ইরানি অর্থনীতিতে চীন এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। চীন হলো ইরানের সবচেয়ে বড় জ্বালানি তেলের ক্রেতা; যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে চীনের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির ১৩ থেকে ১৪ শতাংশই যেত ইরান থেকে। পুরো সংঘাত জুড়েই তেহরানের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বেইজিং নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও- চীনের এই তেল ক্রয় ইরানের জন্য আয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস জোগাচ্ছে। *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

কানাডীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ বর্জন পুনর্বিবেচনার আহ্বান আমেরিকার মেয়রদের

পরিচয় ডেস্ক: কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্যিক বিরোধের প্রভাব পড়েছে দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পর্যটন খাতে। বাণিজ্যযুদ্ধের জেরে কানাডীয়দের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তবর্তী স্টেটগুলোতে পর্যটন ব্যবসায় চাপ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কানাডার ম্যানিটোবা প্রদেশের বাসিন্দাদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বর্জনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন মেয়র। মিনেসোটা স্টেটের মিনিয়াপোলিস শহরের মেয়র জ্যাকব ফ্রে সম্প্রতি কানাডীয়দের উদ্দেশে এক বার্তায় বলেন, ম্যানিটোবাসহ পুরো কানাডার মানুষকে তারা স্বাগত জানাতে চান। দুই দেশের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি কানাডীয়দের আবার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে আসার আহ্বান জানান।

একই আহ্বান জানিয়েছেন নর্থ ডাকোটা স্টেটের ফার্গো শহরের মেয়র জশ বোর্শি। তিনি বলেন, নর্থ ডাকোটার মানুষ সবসময় কানাডীয়দের প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের মতো মনে করেন। তাদের আবার সেখানে দেখতে চান। কানাডীয় পর্যটকদের অনুপস্থিতি স্থানীয় ব্যাবসা ও পর্যটন খাতে সরাসরি প্রভাব ফেলছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে কানাডীয়দের যাতায়াত উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কানাডায় ফিরে আসা কানাডীয় ভ্রমণকারীর সংখ্যা ছিল ৩০ লাখের বেশি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সেই সংখ্যা কমে প্রায় ২৩ লাখে দাঁড়ায়। এখনও তা বাণিজ্যযুদ্ধ শুরুর আগের পর্যায়ে ফিরে আসেনি।

ম্যানিটোবা ও নর্থ ডাকোটার মধ্যকার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

এবারও নোবেল 'পাবেন না' ট্রাম্প, তবে...

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন এবং এ কারণে তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জোর প্রচারণা চালিয়েও আরাধ্য নোবেলের দেখা পাননি এই বিশ্বনেতা।

২০২৬ সালে এসে বাস্তবতা এখন ভিন্ন। 'অশান্তির' পথে হেঁটে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছেন ট্রাম্প।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ কারণে এবার ট্রাম্পের শান্তিতে নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

যদিও বিজয়ী নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সংস্থাটির সিদ্ধান্তে ট্রাম্পের প্রভাব থাকবে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

নজিরবিহীন ২০২৫

ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার ঘটনাটি এই পুরস্কারের ১২৫ বছরের ইতিহাসে ছিল নজিরবিহীন।

এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য ট্রাম্প সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ বেশি কয়েকজন নেতা ট্রাম্পের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান।

কিন্তু, দিন শেষে মাচাদোর হাতে নোবেল তুলে দেয় কমিটি।

এর কয়েক সপ্তাহ পর 'গণতান্ত্রিক ভেনেজুয়েলা প্রতিষ্ঠার' প্রচেষ্টায় ট্রাম্পের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মাচাদো তার নোবেল পদকটি ট্রাম্পকে উপহার দেন। পুরস্কার না পেয়ে এর জন্য নরওয়েকে দায়ী করেছিলেন ট্রাম্প। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নির্বাচনের দায়িত্ব নরওয়ের নোবেল কমিটির।

এবার কী হবে?

অসলোভিত্তিক পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হাকন গেরলোভের মতে, এ বছর পাঁচ সদস্যের নোবেল কমিটি পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে। তারা এমন ব্যক্তি বা সংগঠনকে নোবেল দেবে, যারা 'ট্রাম্পের চাপ' সামাল দিতে পারবে।

তিনি রয়টার্সকে বলেন, 'গত বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার নিয়ে যা ঘটেছে, তা এবারের কমিটির বিবেচনায় প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, পুরস্কার জয়ের পর ট্রাম্পের হাতে মাচাদোর পদক তুলে দেওয়ার বিষয়টি।'

তিনি আরও বলেন, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা ৭ লাখ ৪২ হাজার ১৩৮টি এন-৪০০ (Form N-400) নিষ্পত্তির অপেক্ষায়, গড় সময় বর্তমানে ১২.৭ মাস

পরিচয় ডেস্ক: ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS)-এর ২০২৬ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক পযর্ন্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা ৭ লাখ ৪২ হাজার ১৩৮টি এন-৪০০ (Form N-400) আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় বা ব্যাকলগে আটকে রয়েছে। এরমধ্যে (এপ্রিল-জুন ২০২৬) - এই তিন মাসে নতুন করে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮৭২টি আবেদন জমা পড়লেও, বিপরীতে মাত্র ৭০,৫৩৯টি আবেদন নিষ্পত্তি (অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান) করতে পেরেছে ইউএসসিআইএস। অর্থাৎ, প্রতি ১০০টি নতুন আবেদনের বিপরীতে মাত্র ৪৮টি আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

(এপ্রিল-জুন ২০২৬): নতুন আবেদন জমা পড়েছে ১,৪৫,৮টি, যার মধ্যে ৫৭,৬৯৭টি অনুমোদিত এবং ১২,৮৪২টি

প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। টেক্সাসের হিউস্টন (৩১,০৫৭টি) ও ডালাস (২৮,৬৬২টি) এবং শিকাগোর (২৩,৬২৩টি) মতো ফিল্ড অফিসগুলোর পাশাপাশি নিউইয়র্কের অফিসগুলোতেও অনিষ্পন্ন আবেদনের কারণে ব্যাপক কাজের চাপ তৈরি হয়েছে। নিয়মিত ক্যাটাগরির আবেদনের ক্ষেত্রে গড় নিষ্পত্তির সময় দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৯.৫ মাস। তবে পরবর্তী মাসগুলোতে (আগস্ট ২০২৬ নাগাদ) এই জট আরও বেড়ে ৮ লাখ ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে এবং নিষ্পত্তির গড় সময় ১২.৭ মাসে গিয়ে ঠেকেছে।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ু প্রসেসিংয়ের গতি ধীর হয়ে যাওয়া এবং আবেদন প্রত্যাখানের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারা (খচজ) নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিলম্বের সম্মুখীন হচ্ছেন।

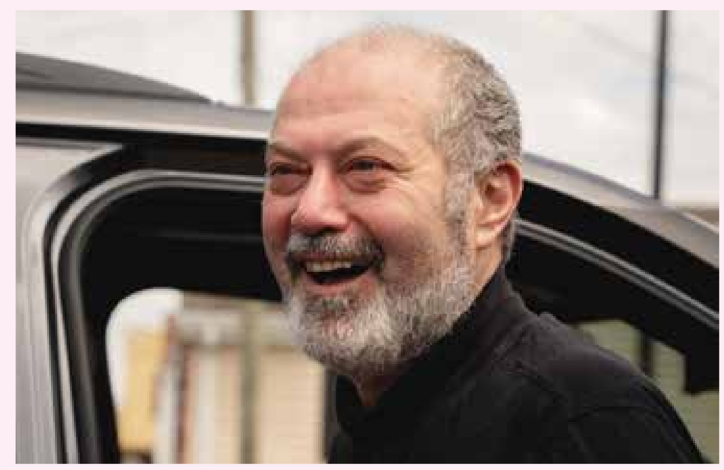

উইসকনসিনের এক মসজিদ নেতাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের পক্ষে বিচারকের রায়

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন বিষয়ক বিচারক রায় দিয়েছেন যে, উইসকনসিনের বৃহত্তম মসজিদের নেতা-যিনি ফিলিস্তিনিদের অধিকারের একজন সোচ্চার প্রবক্তা- তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে গণ্য করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে।

গত মার্চ মাসে মিলওয়াকিতে যুক্তরাষ্ট্রের 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট'-এর কর্মকর্তারা সালাহ সারসুরকে আটক করেছিলেন। তবে জুন মাসে একজন ফেডারেল বিচারক তাঁকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন; বিচারক তাঁর এই যুক্তিকে 'জোরালো' বলে উল্লেখ করেন যে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণেই ট্রাম্প প্রশাসন তাঁকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল।

তবে সারসুর বিচারকের সর্বশেষ রায়কে 'অত্যন্ত হতাশাজনক' বলে অভিহিত করেছেন, তবে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

"বাক্স্বাধীনতা রক্ষা এবং তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যে দেশটিকে আমি নিজের ঘর বলে জেনেছি, সেখানে থাকার অধিকার রক্ষার লড়াই আমি চালিয়ে যাব," এক বিবৃতিতে সারসুর এ কথা বলেন।

সরকারি আইনজীবীদের দাবি, ইসরায়েলে কয়েক দশক আগে হওয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনাগুলোর কারণে সারসুর জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন; পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে গ্রিন কার্ডের আবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে। শিকাগো ইমিগ্রেশন কোর্টের বিচারক জেইমি সালিনার্দি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারযোগ্য বলে রায় দিলেও, অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে সারসুর মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন-সরকারের এমন দাবি খারিজ করে দিয়েছেন।

সারসুর বলেছেন, তাকে যদি পশ্চিম তীরে ফেরত পাঠানো হয় তবে তিনি নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কিত।

ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরে জন্মগ্রহণকারী সারসুর ১৯৮৮ সালে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে মলোটভ ককটেল ও পাথর নিক্ষেপের কথা স্বীকার করার পর ইসরায়েলে কারারুদ্ধ হন। ১৯৯৫ সালে তাকে অস্ত্র রাখার চেষ্টার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সারসুর অবশ্য এসব অপরাধ করার কথা অস্বীকার করেছেন। তার আইনজীবীদের দাবি, উভয় ক্ষেত্রেই *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সাল থেকে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের হার ৯৬ শতাংশ কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে অভিবাসন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের দাবির পর রিপাবলিকানদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে।

হোয়াইট হাউসের ‘এক্স’ (ঢ) অ্যাকাউন্টে এ সংক্রান্ত একটি গ্রাফ পোস্ট করার পর রাজনৈতিক ডানপন্থীরা উল্লাস প্রকাশ করেছে; ওই গ্রাফে দেখানো হয়েছে যে, মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসন প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

হোয়াইট হাউসের প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৪ সাল থেকে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের হার ৯৬ শতাংশ কমেছে; এর সমর্থনে ‘কাটো ইনস্টিটিউট’-এর একটি গ্রাফও যুক্ত করা হয়েছে-যে প্রতিষ্ঠানটি অভিবাসন-পন্থী হিসেবে সুপরিচিত।

গ্রাফটিতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় অর্থাৎ ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ওইসব দেশ থেকে অভিবাসীদের প্রবেশের সংখ্যায় ব্যাপক ধস নামে। এছাড়া, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদের শেষ বছর-২০২৪ সালের শেষের দিকেও-এই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আড়াই লাখেরও বেশি আমেরিকান ভিসা বাতিল করা হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আড়াই লাখেরও বেশি আমেরিকান ভিসা বাতিল করা হয়েছে। ভিসা বাতিল হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান, জালিয়াতি, সন্ত্রাসবাদে সহায়তা এবং ‘বার্থ-ট্যুরিজম’ বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের ২,৩০০টি ঘটনা।

গত সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুর্নীতির দায়ে ল্যাটিন আমেরিকার ২৭ জন কর্মকর্তার ভিসা বাতিল করা হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন “আমেরিকার ভিসা একটি বিশেষ সুবিধা, কোনো অধিকার নয়।"

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী-শরণার্থীদের জন্য বড় দুঃসংবাদ, ৮১০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল বাতিলের উদ্যোগ ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: শরণার্থী, অভিবাসী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস অনুমোদিত প্রায় ৮১০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউজের ব্যবস্থাপনা ও বাজেট দপ্তর (ওএমবি) জানিয়েছে, এ অর্থ বাতিলের প্রস্তাব ইতোমধ্যে কংগ্রেসে পাঠানো হয়েছে।

গত শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসনের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এ প্রস্তাব দেয় ট্রাম্প প্রশাসন।

এতে বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, আবাসন ও নগর উন্নয়ন এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা অর্থ বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ‘রিসিশন’ বা বরাদ্দ বাতিল বলতে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট কোনো খাতে অনুমোদিত অর্থ বাতিলের অনুরোধ জানানোকে বোঝায়।

গত শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সিএনএন প্রথম এ চিঠির খবর প্রকাশ করে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হলে ‘অ-আমেরিকান নাগরিকদের সহায়তায় ফেডারেল করদাতাদের অর্থ ব্যবহারের অবসান’ ঘটানোর প্রশাসনের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা আনছে কানাডা, যারা পাবেন অগ্রাধিকার

পরিচয় ডেস্ক: কানাডা সরকার নতুন করে আগামী তিন বছরের জন্য ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে। ২০২৭-২০২৯ সালের নতুন ইমিগ্রেশন লেভেলস প্ল্যান চলতি বছরের শেষভাগে সংসদে উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

নতুন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কানাডার শ্রমবাজারের চাহিদা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আবাসন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য জনসেবার সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

বর্তমানে কার্যকর ২০২৬-২০২৮ সালের অভিবাসন পরিকল্পনায় প্রতি বছর ৩ লাখ ৮০ হাজার নতুন স্থায়ী বাসিন্দা (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট) গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ ২০২৬, ২০২৭ ও ২০২৮-প্রতিটি বছরেই ৩ লাখ ৮০ হাজার স্থায়ী বাসিন্দা নেয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

তবে নতুন পরিকল্পনায় এই সংখ্যা পরিবর্তন হবে কি না, তা এখনো সরকার চূড়ান্তভাবে জানায়নি।

প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনৈতিক অভিবাসনের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেয়া। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৭ সাল থেকে স্থায়ী অভিবাসনের প্রায় ৬৪ শতাংশ অর্থনৈতিক শ্রেণির হবে। দক্ষ কর্মী এবং কানাডার শ্রমবাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে-এমন অভিবাসীদের মাধ্যমে অর্থনীতির চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে অস্থায়ী বিদেশি কর্মী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নতুন আগমন নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি অব্যাহত রয়েছে। ২০২৬ সালে নতুন অস্থায়ী বাসিন্দা আগমনের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৮৫ হাজার। এর মধ্যে ২ লাখ ৩০ হাজার কর্মী এবং ১ লাখ ৫৫ হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশিদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ওপর স্থগিতাদেশ নেই, তবে বি১/বি২-তে ভিসা বন্ড বহাল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রদানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা স্থগিতাদেশ ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আদালতের আদেশের পর গত ২১ আগস্ট থেকে এই স্থগিতাদেশ আর কার্যকর নেই বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

গত ২৮ আগস্ট প্রকাশিত এক হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তবে ওই সময় আবেদন গ্রহণ ও ভিসা সাক্ষাৎকার নেওয়া বন্ধ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরা আবেদন করতে এবং নির্ধারিত সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারতেন। শুধু ভিসা ইস্যু করাটা স্থগিত রাখা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালতের আদেশের পর এখন ওই স্থগিতাদেশ কার্যকর না থাকায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন আগের মতো প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রয়েছে। তবে ভিসা পাওয়া স্বয়ংক্রিয় নয়। আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইমিগ্রেশন আইন, যোগ্যতা, নিরাপত্তা যাচাই ও অন্যান্য নিয়ম আগের মতোই কার্যকর থাকছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, গত জানুয়ারির স্থগিতাদেশের কারণে কোনো বৈধ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বাতিল করা হয়নি। একই সঙ্গে এই স্থগিতাদেশ ট্যুরিস্ট ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ট্যুরিস্ট ভিসা নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা হওয়ায় তা ওই নীতির আওতায় পড়েনি।

তবে বাংলাদেশিদের জন্য আরেকটি পৃথক ভিসা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর গত ২ অক্টোবর ২০২৬-এ হালনাগাদ তালিকায় বাংলাদেশকে ভিসা বন্ডের আওতাভুক্ত দেশ

হিসেবে রাখা হয়েছে। এই নিয়ম গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর রয়েছে।

এই ভিসা বন্ড মূলত নির্দিষ্ট বাংলাদেশি নাগরিকদের ই১/ই২ ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবেদনকারী ভিসার জন্য অন্যথায় যোগ্য হলে কনস্যুলার কর্মকর্তা ১০ হাজার, ১৫ হাজার বা ২০ হাজার ডলারের বন্ড প্রদান করতে বলতে পারেন। বন্ডের পরিমাণ সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিসা বন্ড দিলেই আমেরিকান ভিসা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

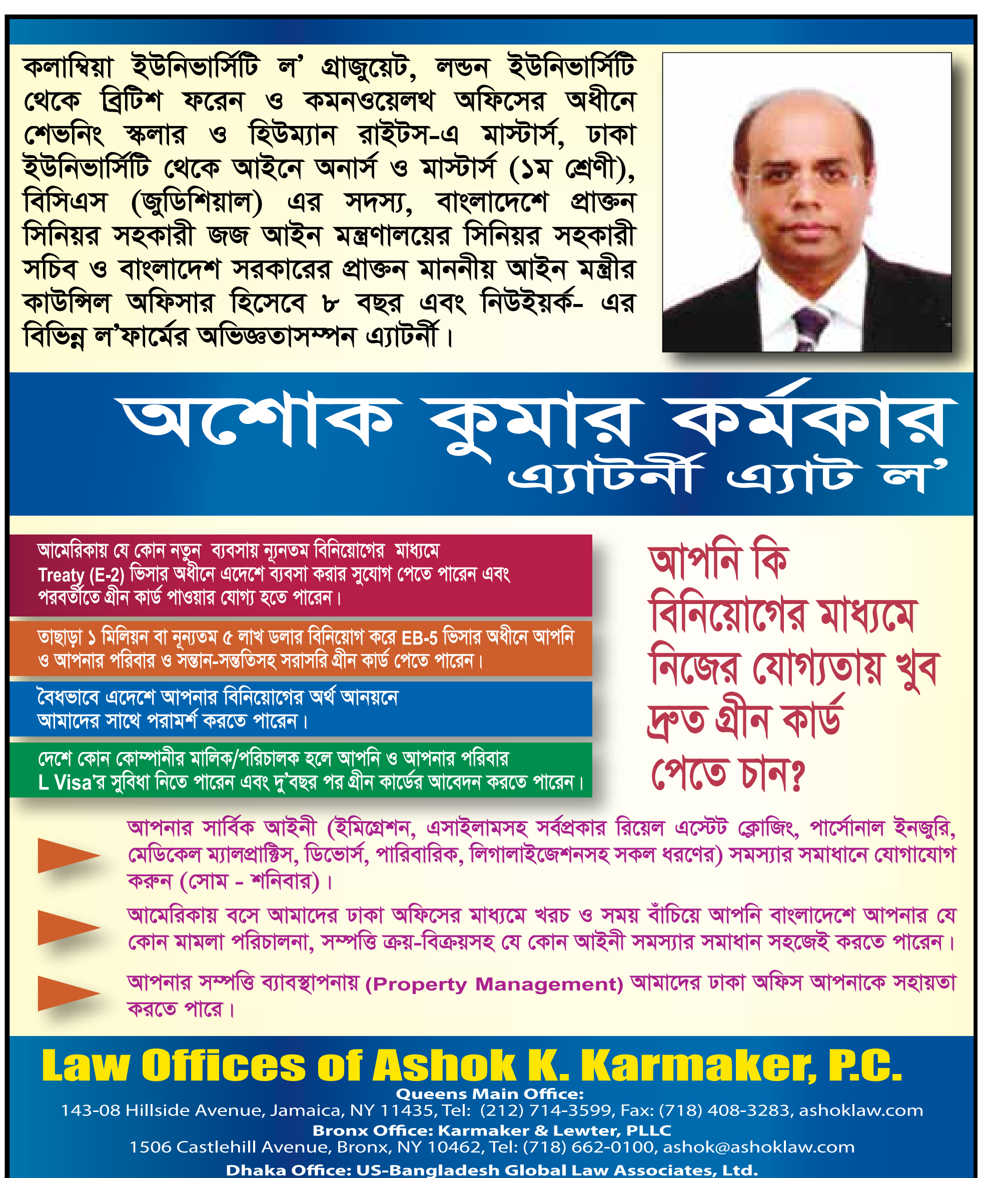

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Secl.
B10
মনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি
A1 to A21
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
DULAL BEHEDO, SR. VICE PRESIDENT
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
ABUL KALAM BHUIYAN, VICE PRESIDENT
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ASST. GENERAL SECRETARY
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI, TREASURER
A7
মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD JAMIL ANSARY, ORGANIZING SECRETARY
A8
রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
RUSHDI AHMED CHOWDHURY (BABU), CULTURAL SECRETARY
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
PUBLIC RELATION & PUBLICITY SECRETARY
A10
কয়েছ আহমদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
KOYES AHMED, SOCIAL WELFARE SECRETARY
A11
মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
MD. AKHTER BABUL, LITERACY SECRETARY
A12
মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
MORSHED ALAM, SPORTS & ENTERTAINMENT SECRETARY
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
MAIN UDDIN (NOTU), SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
A14
বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক
WOMEN & CHILDREN AFFAIRS SECRETARY
A15
কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
KAZI HASAN, YOUTH & IT SECRETARY
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
ABUL BASHAR BHUIYAN, EXECUTIVE MEMBER
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
SIDDEQUE PATWARY, EXECUTIVE MEMBER
A18
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
PROF. MD ABDUL BASIR, EXECUTIVE MEMBER
A19
মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
MASHUDUL HAQUE SANU, EXECUTIVE MEMBER
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
MOHAMED KAWSAR ALAM, EXECUTIVE MEMBER
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
MONIRUL ISLAM MONIR, EXECUTIVE MEMBER
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

যন্ত্রাংশ ও দক্ষ কর্মীর সংকটে ঝুঁকি নিয়ে উড়ছে বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ

পরিচয় ডেস্ক: যন্ত্রাংশের অভাব, দক্ষ কর্মীর সংকট ও ঘন ঘন কারিগরি ত্রুটিতে উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিশ্বজুড়ে বোয়িংয়ের অন্য যেকোনো বহরের চেয়ে বিমানের উড়োজাহাজে কারিগরি ত্রুটি বেশি। আর তা মেরামতেও সময় লাগছে স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ।

যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের ২০২৫ সালের অক্টোবরে তৈরি করা প্রতিবেদনে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব থ াকায় অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ নিয়েই উড়োজাহাজ চালাতে হচ্ছে। এছাড়া পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকা কর্মীরাও নানা সমস্যার কারণ হয়ে উঠছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ অবশ্য মনে করেন, এসব ঘাটতির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে উড়োজাহাজের নিরাপত্তা হুমকিতে পড়েছে, এমনটা বলা যায় না। তবে এসব

তথ্য থেকে প্রশ্ন উঠেছে, আরও বড় উড়োজাহাজের বহর সামলানোর সক্ষমতা বিমানের আছে কি না।

বিমানের চ্যালেঞ্জ শুধু উড়োজাহাজের সংখ্যা বাড়ানো নয়, সেগুলো নিয়মিত সচল রাখাও। এ বছর নতুন করে ২৫টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার আদেশ দিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

বোয়িংয়ের 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৭৭৭/৭৮৭ অনসাইট এনহ্যান্সড সাপোর্ট ক্লোজ-আউট রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিমানের ৭৭৭ ও ৭৮৭ উড়োজাহাজের সঙ্গে বিশ্বজুড়ে বোয়িংয়ের একই মডেলের উড়োজাহাজের কারিগরি সমস্যার তুলনা করা হয়েছে।

বিমানের আমন্ত্রণে বোয়িংয়ের একটি রক্ষণাবেক্ষণ দল গত বছর কয়েক মাস সংস্থাটির সঙ্গে কাজ করে। এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

বিমানের বহরে থাকা ১৯টি উড়োজাহাজের মধ্যে চারটি ৭৭৭-৩০০ইআর, চারটি ৭৮৭-৮ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ডিজিটাল সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

বিডিনিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জনপ্রিয় ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী আর নেই।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে লন্ডনে যান তৌফিক ইমরোজ খালিদী। ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে লন্ডনের একটি হোটেলের কক্ষে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। পরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

শুক্রবার (২ অক্টোবর) চিকিৎসকেরা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান।

তৌফিক ইমরোজ খালিদী ২০০৬ সাল থেকে নিজ মালিকানাধীন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তিনি।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম প্রতিষ্ঠার আগে বাংলাদেশের একটি ব্রডশিট পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন খালিদী। পরে বিবিসিতে উপস্থাপক, প্রযোজক ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ঢাকা, লন্ডনসহ বিভিন্ন স্থানে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন তিনি।

সম্প্রচার, প্রিন্ট ও ডিজিটাল-সাংবাদিকতার তিন মাধ্যমেই কাজের অভিজ্ঞতা ছিল খালিদীর। সাংবাদিকতায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কারে বিশেষ সম্মাননা পান তৌফিক ইমরোজ খালিদী। ডিজিটাল বাংলাদেশে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে অনলাইন সাংবাদিকতার বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, আবদান রেখেছেন খালিদী। তার নেতৃত্বে ২০০৬ সালে বিডিনিউজ নতুন ব্যবস্থাপনায় 'বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম' নামে নতুন রূপে যাত্রা শুরু করে। ২০১৭ সালের একটি প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটিকে ইন্টারনেটে বাংলাদেশের প্রথম সার্বক্ষণিক সংবাদ প্রকাশক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার আর কোনো চান্স নাই বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে আর আসার কোনো চান্স নাই বলে মনে করছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি শেখ হাসিনার ভারতে বসে ভার্চুয়ালি লন্ডনে কথা বলার বিষয়টিকে 'ওয়ার্থলেস অ্যাক্টিভিটিজ' (মূল্যহীন কাজ) বলে মন্তব্য করেছেন।

গত মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কিম জি-জুন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

লন্ডনে একটি প্রেস কনফারেন্সে অনলাইনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এর যুক্ত হওয়ার বিষয়ে যুক্তরাজ্যকে বাংলাদেশ সরকার কোনো বার্তা দেবে কিনা, প্রতিমন্ত্রীর কাছে

জানতে চান এক সাংবাদিক।

জবাবে প্রতিমন্ত্রী কবির বলেন, এটা তো আর ইউকে সরকার করছে না। না, এটা তো আর... তারপরও তো আর... অসুবিধা নাই। যেখানে জানানোর দরকার আমরা জানাবো। কিন্তু একটা পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচার কোথায় বসে, মানে আপনার ভারতে বসে লন্ডনে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সহযোগিতা চায়, অন্যের খেলার দাবার বোর্ড হতে চায় না বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত থাকার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা অন্য খেলোয়াড়দের খেলার দাবার বোর্ড হতে চাই না। আমরা নিজেদের শর্তে খেলতে চাই।'

শনিবার (৩ অক্টোবর) রাজধানী ঢাকায় পঞ্চম বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনের 'নতুন করে লেখা এক বিশ্ব' শীর্ষক এক সেশনে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, 'আমরা

মাথা উঁচু করে বিশ্বের বাকিদের সাথে আলোচনা, সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব করতে প্রস্তুত। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো জনগণের স্বার্থ।'

শামা ওবায়েদ আরও বলেন, 'অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেখানে আমাদের দুটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো অপ্রত্যাশিত জ্বালানি সংকট এবং অন্যটি হলো *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চাপে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার, সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মী যাওয়া কমেছে ২৯ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: আগের মাসের তুলনায় কিছুটা বাড়লেও চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত বড় চাপের মুখে ছিল। এ মাসে বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া কর্মীর সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৯ শতাংশ কমেছে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যানুযায়ী, সেপ্টেম্বরে বিদেশে কাজ করার জন্য মোট ৭০ হাজার ৩০৪ জন কর্মী ছাড়পত্র পেয়েছেন। আর গত বছরের একই মাসে এ সংখ্যা ছিল ৯৯ হাজার ২৪ জন। তথ্য বলছে, বছরওয়ারি হিসাবে সেপ্টেম্বরে বিদেশে কর্মী যাওয়া কমেছে ২৮ হাজার ৭২০ জন, বা ২৯ শতাংশ। তবে এ বছরের আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ১১.৭ শতাংশ বেড়েছে। আগস্টে ছাড়পত্র পাওয়া কর্মীর সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৯২৪ জন। সেই হিসাবে সেপ্টেম্বরে তা ৭ হাজার ৩৮০ জন বেড়েছে।

মালয়েশিয়া, ওমান ও বাহরাইনসহ বেশ কয়েকটি শ্রমবাজার বন্ধ অথবা সীমিত থাকায় চাপে পড়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতও বাংলাদেশ থেকে স্বল্পদক্ষ কর্মী নেওয়া পুরোপুরি শুরু করেনি।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের তথ্যমতে, ইরান যুদ্ধ ও সৌদি আরবে হামলার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এটি সেখানকার শ্রমবাজারের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সরকারি তথ্যমতে, ২০২৬ সালের প্রথম ৯ মাসে বাংলাদেশ থেকে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ৯৭৯ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। ২০২৫ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৩৮ হাজার ৮৯২ জন। অর্থাৎ এই সময়ে কর্মী পাঠানো কমেছে ২ লাখ ৬৮ হাজার ৯১৩ জন বা প্রায় ৩২ শতাংশ।

এত প্রতিকূলতার মাঝেও সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশি কর্মীদের শীর্ষ গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। দেশটিতে যাওয়ার জন্য এ মাসে ৩২ হাজার ৯১৫ জন কর্মী ছাড়পত্র পেয়েছেন, যা আগস্টে ছিল ২৯ হাজার ১৩৫ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরে গেছেন ৮ হাজার ৩০৬ জন কর্মী; আগস্টে এ সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৯৪৪ জন। এছাড়া কাতারের জন্য ৬ হাজার ২৮২ জন ও মালদ্বীপের জন্য ৫ হাজার ১৫ জন কর্মী ছাড়পত্র পেয়েছেন। আর কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেছেন যথাক্রমে ৪ হাজার ৫৩৮ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কী আছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সই হওয়া পারমাণবিক সমঝোতা স্মারকে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকটি (এমওইউ) মূলত দুই দেশের সরকার, নিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসামরিক পারমাণবিক খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার উপায় খুঁজে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে এই খাতে উন্নত দক্ষতা, উপযুক্ত নীতি ও সর্বোত্তম নিরাপত্তা প্রোটোকল গড়ে তোলা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে পারমাণবিক উপাদান আমদানির সম্ভাবনাও তৈরি হবে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকটি কোনো পক্ষের জন্যই বাধ্যতামূলক না। এমনকি এই স্মারকের আওতায় পারমাণবিক উপাদান বিনিময়ও করতে পারবে না দুই দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বর্ণনা মতে, এ ধরনের এমওইউ'র মাধ্যমে তাদের সঙ্গে অন্য দেশের পারমাণবিক উপাদান ও সরঞ্জাম হস্তান্তরের নিয়ম নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই সমঝোতা স্মারকে কী আছে?

সমঝোতা স্মারকটি আসলে '১২৩ চুক্তি'র পূর্বধাপ।

সহজ করে বলতে গেলে, বেসামরিক পারমাণবিক খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো সুযোগ আছে কি না, তা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের কর্মকর্তা, সংস্থা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে খুঁজে দেখার সুযোগ করে দেয় এই সমঝোতা স্মারক।

পাঁচ পৃষ্ঠার নথিটিতে এই খাতে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক আগ্রহের ক্ষেত্র এবং কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মানদণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

'কৌশলগত বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা'র ভূমিকা অংশে স্বীকার করা হয়েছে, 'অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জ্বালানি চাহিদা পূরণ এবং তাদের কৌশলগত সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে পারমাণবিক শক্তি ভূমিকা রাখতে পারে।' এতে 'সরকার, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাতের মধ্যে ভবিষ্যৎ আলোচনা ও চুক্তি'কে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই দেশই সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মকর্তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চায়।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক

শক্তির ব্যবহার' নিয়ে করা সহযোগিতা চুক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এর ভূমিকায়। সেটি একটি '১২৩ চুক্তি' ছিল। ওই চুক্তির মেয়াদ অবশ্য শেষ হয়ে গেছে।

'১২৩ চুক্তি' নামটি এসেছে ১৯৫৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টের ১২৩ নম্বর ধারা থেকে। এতে পারমাণবিক উপাদান ও সরঞ্জামের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে এবং পারমাণবিক উপাদান 'বিস্ফোরক যন্ত্র, তা নিয়ে গবেষণা বা উন্নয়ন, কিংবা অন্য কোনো সামরিক উদ্দেশ্যে' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সমঝোতা স্মারকটির মূল অংশে দেখা যায়, প্রথম ধারায় জাতীয়, জ্বালানি ও সাইবার নিরাপত্তা; সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা; পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; স্বাধীন তদারকির সক্ষমতা গড়ে তোলা; সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, সুরক্ষা মানদণ্ড ও সেফগার্ড বজায় রাখার মতো আগ্রহের ক্ষেত্র ও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সার্বিকভাবে এর অর্থ হলো, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর রিঅ্যাক্টর নির্মাণ কিংবা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরির লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এতে। এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপযুক্ত বিধিমালা ও প্রোটোকল থাকতে হবে, সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত স্থানীয় দক্ষতা থাকতে হবে এবং পারমাণবিক উপাদান যাতে ভুল হাতে না পড়ে, সে জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম ধারার দুটি উপধারা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়।

একটিতে 'অ্যাডভান্সড ও স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টরের মতো' নতুন প্রযুক্তির বিকাশে সহযোগিতার পাশাপাশি 'অর্থায়ন, স্থানীয়করণ ও পারমাণবিক দায়বদ্ধতার মতো বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জ' মোকাবিলার আগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর হলো, আগে থেকেই তৈরি করা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট, যার কিছু অংশ স্থাপনাস্থলে সংযোজন করা যায়। সাধারণত এসব রিঅ্যাক্টর সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সেইসঙ্গে এগুলো অনেক কম জায়গা নেয় এবং স্থাপনাস্থলে বিশেষভাবে তৈরি করতে হয় না বলে বিদ্যুৎ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17 Years Trusted Service
Cancellation ও Reschedule সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

‘এভাবে চলতে পারে না’: স্পেনে তীব্র আবাসন সংকটের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার বিক্ষোভকারী

পরিচয় ডেস্ক: বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতায় সরকারি পদক্ষেপ সংসদীয় বিচারে খারিজ হয়ে যাওয়ার পর স্পেনে তীব্রতর হতে থাকা আবাসন সংকট মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থার দাবিতে মাদ্রিদসহ বিভিন্ন শহরের রাজপথে নেমে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ।

মাদ্রিদে ৮৭ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে উচ্ছেদ এবং অন্যান্য আবাসন কেন্দ্রিক ইস্যু নিয়ে তৈরি হওয়া গণঅসন্তোষ প্রশমনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো শুক্রবার সংসদে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর জেরে শনিবার বিক্ষোভকারীরা একটি সর্বাত্মক ধর্মঘটের দাবি জানিয়ে ব্যানার-পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ প্রর্দশন করেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজপথে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। তবে আয়োজকদের দাবি, এই সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ।

মাদ্রিদে বিক্ষোভে যোগ দেয়া ২৬ বছর বয়সী নান্দো দে আঙ্গুলো বলেন, ‘এটি অত্যন্ত লজ্জার। এ ধেকে কেবল এটাই প্রমাণ হয় যে জনগণকেই রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে হচ্ছে, অথচ রাজনীতিকরা জনগণের চাওয়া অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু এমনটা আর চলতে দেওয়া যায় না।’

শুক্রবার স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সংসদে বিলটি পাস হতে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ আগামী নভেম্বরের মধ্যে একটি আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারেন। তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি শনিবারের বিক্ষোভের মাত্রা ও তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করবেন।

এই বিক্ষোভগুলো এখন পুরো স্পেনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যা পেদ্রো সানচেজের কোনোরকমে টিকে থাকা সরকারকে নতুন রসদ জোগাচ্ছে এবং সেউতায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে মানুষের মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে।

শনিবার স্পেনের ৫০টি শহরে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রেবেকা গ্রিনস্প্যান

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রেবেকা গ্রিনস্প্যান। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের চতুর্থ দফার অনানুষ্ঠানিক ভোটে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়েছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে গোপন ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রিনস্প্যান ১০টি ‘সমর্থন’, তিনটি ‘বিরোধিতা’ এবং দুটি ‘মতামত নেই’ ভোট পেয়েছেন।

গায়ানার জাতিসংঘবিষয়ক রাষ্ট্রদূত ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট পেয়েছেন আটটি ‘সমর্থন’, ছয়টি ‘বিরোধিতা’ এবং একটি ‘মতামত নেই’ ভোট। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি পেয়েছেন আটটি ‘সমর্থন’ এবং সাতটি ‘বিরোধিতা’ ভোট।

এ নিয়ে জুলাই ও সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম ও তৃতীয় দফার ভোটেও গ্রিনস্প্যান সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। তবে আগস্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার ভোটে শীর্ষে ছিলেন রদ্রিগেস-বিরকেট।

চলতি মাসে চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচেলেট প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে এখন সাতজন প্রার্থী রয়েছেন। বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের দুই মেয়াদের দায়িত্বের মেয়াদ এ বছরের শেষ দিকে শেষ হবে।

নতুন মহাসচিবকে একাধিক যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

স্পেনে আবাসন সংকট, রাস্তায় নেমেছে লাখো মানুষ

স্পেনে আবাসন সংকটের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন লাখো মানুষ। শনিবার রাজধানী মাদ্রিদসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। ভাড়ার দাম কমানো, ভাড়াটিয়াদের অধিকার সুরক্ষা এবং সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করার দাবিতে এসব বিক্ষোভ হয়।

আয়োজকদের দাবি, মাদ্রিদে প্রায় ৫ লাখ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। তবে দেশটির কর্তৃপক্ষের হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। বিক্ষোভকারীরা ‘সাধারণ ধর্মঘট’ এবং ভাড়াব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন। বিক্ষোভের সময় তাদের হাতে বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ডও দেখা যায়।

বিক্ষোভটি বেশির ভাগ সময় শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে মাদ্রিদে একপর্যায়ে কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশি ব্যারিকেড সরিয়ে কর্মকর্তাদের দিকে বিভিন্ন বস্তু ছুড়ে দেন। পরে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। কয়েকজন একটি ভবনের ওপরের অংশে পৌঁছান।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মাদ্রিদের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা পুয়ের্তা দেল সোলেও আবাসন আন্দোলনের কর্মীরা অবস্থান করছেন। শনিবার সেখানে অবস্থানের সপ্তম রাত ছিল। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ফ্লাইদুবাইয়ের সহ-পাইলট ‘সন্ত্রাসী হামলার’ চেষ্টা করেছিলেন

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যাকাশে ফ্লাইদুবাইয়ের পাইলটকে ছুরিকাঘাতকারী ওই সহ পাইলটকে নিজ দেশ ওমানে বিমান চালানোয় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে

ফ্লাইদুবাই-এর ফ্লাইট ১০৭৩ চলাকালীন ক্যাপ্টেনকে জানালা ভাঙার কুড়াল দিয়ে আঘাত করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে সহ-পাইলটের বিরুদ্ধে আমিরাতের তদন্তকারীদের বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ডাব্লিউএএম জানিয়েছে, তিনি ‘সন্ত্রাসী হামলা’ চালানোর চেষ্টা করেছিলেন।

জানালা ভাঙার কুড়াল সাধারণত জরুরি পরিস্থিতিতে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

১৫ বিলিয়ন ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা করবে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, রাশিয়ার সঙ্গে আছে গভীর সম্পর্ক

পরিচয় ডেস্ক: গত সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ওভাল অফিসে বসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন আইওয়া-তে ১৫ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশাল ইস্পাত কারখানা নির্মাণের ঘোষণা দিচ্ছিলেন, তখন তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা। তবে সেখানে একজন ব্যতিক্রম ছিলেন: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ডান কাঁধের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভারতীয় ব্যক্তি।

রবি রুইয়া নামক এই ব্যক্তি এসার গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। এই গ্রুপেরই মালিকানাধীন, মিনেসোটা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান "মেসাবি মেটালিকস" ইস্পাত কারখানাটি নির্মাণ করছে। এটি হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় কারখানা। এর এক দশক আগে, ২০১৬ সালের অক্টোবরে, আরেকটি বড় চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তার ভাই শশী রুইয়া আরেকজন প্রেসিডেন্টের সাথে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হয়েছিলেন, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

এসার গ্রুপের কার্যক্রম কেবল ইস্পাত ও ধাতব শিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী অনেক বছর ধরে জ্বালানি তেলের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরপর ২০১৬ সালে তারা ভারতের অন্যতম বৃহৎ একটি বেসরকারি তেল শোধনাগার একটি রুশ-নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের কাছে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারে বেচে দেয়। এসার অয়েল-এর নাম বদলে তখন নতুন নাম রাখা হয় নায়ারা এনার্জি।

নায়ারা এনার্জির অর্ধেক মালিকানা এখন রাশিয়ার বৃহৎ জ্বালানি কোম্পানি রোসনেফটের হাতে। ইউক্রেনে মস্কোর যুদ্ধের জেরে কোম্পানিটির ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমন এক সময়ে নায়ারা রাশিয়ায় পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যখন ইউক্রেনের একাধিক হামলার শিকার হয়ে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস ডিপোগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জ্বালানি সংকটে পড়েছে।

৯৯ বছর মেয়াদি চুক্তির আওতায় নায়ারা ভারতে এখনও এসারের ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করে যাচ্ছে। কোম্পানিটি কয়েক হাজার পেট্রোল পাম্প পরিচালনা করে। নায়ারা এনার্জির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও (ইইউ) নিষেধাজ্ঞা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে আইওয়ার এই ইস্পাত প্রকল্পটির কথা জানানো হলো। হোয়াইট হাউস একে আমেরিকানদের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক বিজয় হিসেবে প্রচার করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: এর ফলে শত শত কর্মসংস্থান তৈরি হবে, আয় হবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব। তাছাড়া এই ইস্পাত প্রকল্প রাশিয়া-কেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করছে-এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রুশ বিনিয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই মেগাপ্রকল্প ঘোষণার বিষয়টি এক ভিন্ন বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট, নজিরবিহীন অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের কর্মসূচির পরও রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে একঘরে করতে যুক্তরাষ্ট্র কতটা হিমশিম খাচ্ছে।

আর এই ইস্পাত কারখানা ঘোষণার সময় নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ ট্রাম্প এমন এক আইনে সই করার মাত্র কয়েকদিন পর এই ঘোষণা এল, যে আইনে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা দেশগুলোর ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কারোপ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। আর ভারত হলো বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ১৬,৬০১ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ১৬ হাজার ৬০১ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৬৩ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় কমে যাওয়া এবং সরকারি ব্যয় বাড়ার কারণে অর্থবছরের শুরুতেই ব্যাংকঋণের ওপর সরকারের নির্ভরতা বেড়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

চলতি অর্থবছরে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ সরকার। এর মধ্যে প্রথম দুই মাসেই ১৬ হাজার ৬০১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস শেষে সরকারের নিট ব্যাংকঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। বিপরীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে নতুন করে নিট ঋণ নেওয়ার পরিবর্তে ৯ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছিল সরকার।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, অর্থবছরের শুরুতে সাধারণত সরকারের রাজস্ব আদায় কম থাকে। অন্যদিকে, এ সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন ও সরকারি ব্যয় তুলনামূলক বেশি থাকায় ঋণের প্রয়োজনও বাড়ে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কম থাকায় ব্যাংকগুলোর হাতে তারল্য থাকছে এবং তারা ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। এতে সরকারের ব্যাংকঋণ কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের 'ব্যুরো অফ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস' (BEA)-এর প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, গভর্নর ক্যাথি হোকুল বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করেছেন যে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রথম প্রান্তিক থেকে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের প্রকৃত জিডিপি (GDP) বার্ষিক ৪.০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; এটি ছিল যেকোনো স্টেট এর তুলনায় সর্বোচ্চ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি ঘুরে দাঁড়ানোয় চলতি বছর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেড়ে ৩ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

গত ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে তারা জানায়, গত বছরের তুলনায় রপ্তানি আয় বাড়লেও বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

মজুত রাখা ডিজেল ছাড়তে ইউরোপিয়ান ইউনিউয়নকে চাপ দিচ্ছে অ্যামেরিকা

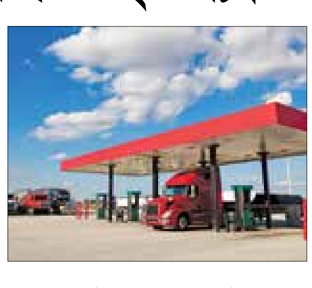

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারে ক্রমাগত বাড়ছে জ্বালানীর দাম। তার উপর লাগাম টানতে বৃহস্পতিবার (০১ অক্টোবর) ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের দেশগুলিকে মজুত রাখা ডিজেল বাজারে ছেড়ে দিতে চাপ দিচ্ছে অ্যামেরিকা। ইউরোপিয়ান ইউনিউয়নের একাধিক দেশ সংকটকালের জন্য জ্বালানী মজুত রেখেছে। বুধবার অ্যামেরিকা থেকে ডিজেল রপ্তানি স্থগিত রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন ডনাল্ড ট্রাম্প।

অ্যামেরিকাতে প্রায় ৭০ শতাংশ বেড়েছে ডিজেলের দাম। এই মুহূর্তে প্রতি গ্যালন ডিজেলের দাম ছয় দশমিক ৩৯ ডলার। লিটার প্রতি দাম প্রায় দেড় ডলার। ইরানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই দাম বাড়তে শুরু হয়েছে। জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি এর ফলে দ্রুত জনপ্রিয়টা হারাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নভেম্বরের মিডটার্ম নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে এবং রিপাবলিকানরা বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স কমে ২.৭৭ বিলিয়ন ডলার, ১১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে ২ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে, যা গত ১১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

এর আগে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে সর্বনিম্ন ২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। গত আগস্টে বাংলাদেশে ২ দশমিক

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

নিউইয়র্কে জলবায়ুর গল্প এবং বাংলাদেশের জলবায়ু ক্ষতির আর্থিক মূল্য

মোছাব্বের হোসেন

জলবায়ু পরিবর্তনের গল্প বলতে গেলে চোখের সামনে সাধারণত ভেসে ওঠে প্লাবিত জনপদ, জ্বলতে থাকা বন, তীব্র দাবদাহ কিংবা দুর্যোগের পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা মানুষের ছবি। কিন্তু এসব দৃশ্যমান ক্ষতির পেছনে আরও একটি গল্প আছে। সেটি অর্থ, বীমা, বিনিয়োগ, ব্যবসা এবং শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতির মূল্য কে দিচ্ছে, সেই গল্প।

নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির স্টার্ন স্কুল অব বিজনেসে দুই দিনব্যাপী '২০২৬ এনওয়াইইউ স্টার্ন ক্লাইমেট ইকোনমিকস জার্নালিজম ফেলোশিপে' অংশ নিয়ে আমার কাছে এই বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশি সাংবাদিক এবং ইনসাইড ক্লাইমেট নিউজের একজন ফেলো হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরও ৩৫ জন সাংবাদিকের সঙ্গে আমি এই ফেলোশিপে অংশ নিই। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের এমন একটি দিক, যা অনেক সময় দুর্যোগের দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতির আড়ালে থেকে যায়-এর অর্থনীতি।

জলবায়ু আলোচনার শহর নিউইয়র্ক

সময়টাও ছিল বিশেষ। আমরা যখন ম্যানহাটানে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করছি, তখন কয়েক মাইল দূরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে চলছে সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের পর্ব। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয় সাধারণ বিতর্ক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা সেখানে নিজেদের অগ্রাধিকার ও বৈশ্বিক সংকট নিয়ে কথা বলেন। এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

একই সময়ে নিউইয়র্কজুড়ে চলে জলবায়ু সপ্তাহ। ২০ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের এই আয়োজনে শহরজুড়ে দেড় হাজারের বেশি সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সরকার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গবেষক, বিনিয়োগকারী, পরিবেশ ও জলবায়ু সংগঠন এবং সাংবাদিকেরা অংশ নেন এসব আয়োজনে। জ্বালানি, অর্থায়ন, পরিচ্ছন্ন প্রবৃদ্ধি, খাদ্য ও কৃষি, জলবায়ু ও স্বাস্থ্য, প্রকৃতি, প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার আলোচনার বিষয়ের পরিধিও বিস্তৃত।

ম্যানহাটানের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাই মনে হচ্ছিল, কয়েকটি দিনের জন্য নিউইয়র্ক যেন বিশ্বের জলবায়ু আলোচনার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরেও জলবায়ু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উদ্যোগে জলবায়ু কার্যক্রম ও ন্যায্য রূপান্তর নিয়ে উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন হয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ, জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশ এবং বড় জ্বালানি উৎপাদক ও ব্যবহারকারী দেশের নেতাদের সেখানে একত্র করাই ছিল লক্ষ্য।

এর পরদিন, ২৪ সেপ্টেম্বর, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অস্তিত্বগত ঝুঁকি নিয়ে জাতিসংঘে আরেকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। নিচু উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জন্য ক্রমবর্ধমান এই ঝুঁকি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কার্যকর সমাধানের বিষয় সেখানে আলোচনা হয়।

জলবায়ু আলোচনার মূল প্রশ্নসমূহ :

বিশ্ব কত দ্রুত গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে পারবে?

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কীভাবে কমবে?

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ কোথা থেকে আসবে?

আর এই পরিবর্তনের আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত কে বহন করবে?

আগুন নেভার পরও দাবানলের গল্প শেষ হয় না

নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির স্টার্ন স্কুলে আমাদের আলোচনায় এসব বৈশ্বিক প্রশ্ন আরও বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

আমরা জলবায়ু অর্থায়ন, বীমা, বিনিয়োগ, জ্বালানি এবং জীববৈচিত্র্য হারানোর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। জলবায়ুজনিত দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ক্ষতি কীভাবে সাধারণ মানুষ ও বীমা খাতকে প্রভাবিত করছে এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীরা কীভাবে নতুন জলবায়ু ঝুঁকির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, সেসব বিষয়ও উঠে এসেছে।

গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে দাবানল নিয়ে প্রতিবেদন *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

জাপান যেভাবে এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রকে সুযোগ করে দিচ্ছে

ডেভিড স্যাক্স ও নিক স্নাইডার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সংবিধান অনুযায়ী শান্তিবাদের নীতিতে চলা জাপান এখন নিজস্ব প্রতিরক্ষা খাতে নজিরবিহীন বিনিয়োগ করছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তায় অকল্পনীয় ভূমিকা রাখছে। জাপান প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করা, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনা, বিদেশে সেনা মোতায়েনের চুক্তি, সামরিক মহড়ায় সরাসরি অংশ নেওয়া এবং মারণাস্ত্র রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মতো নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে।

জাপানের বর্তমান কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই লাভজনক। টোকিও ওয়াশিংটনের সঙ্গে তার মিত্রতা থেকে সরে আসছে না কিংবা সামরিক স্বায়ত্তশাসনও খুঁজছে না; বরং তারা ইন্দো-প্যাসিফিকে মার্কিন শক্তির স্থায়িত্ব বাড়াতে কাজ করছে।

চীনকে ঠেকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাপানের এই সংস্কার ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করা। কারণ, এতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ও ঝুঁকি দুই-ই অনেক কমে যায়।

তবে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে যথাযথ অগ্রাধিকার না দিয়ে এ সুযোগ নষ্ট করার ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি তাইওয়ান রক্ষা নিয়ে একটি মন্তব্য করার পর বেইজিং টোকিওর বিরুদ্ধে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। তারা জাপানে ভারী বিরল মৃত্তিকা খনিজের সরবরাহ সংকুচিত করে এবং জাপানি সামুদ্রিক খাবার আমদানি স্থগিত করে।

তাকাইচির বক্তব্য মার্কিন নীতিমালার অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন প্রকাশ্যে তাঁর পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়নি। এরপর ২০২৬ সালের মে মাসে ওয়াশিংটন টোকিওকে জানায় যে ইরান যুদ্ধের কারণে দুই বছর আগে জাপানের কেনা টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ বিলম্বিত হবে।

আপাতত জাপান এসব ঘটনা উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্বে বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ, ওয়াশিংটন ছাড়া টোকিওর হাতে আর কোনো উন্নত বিকল্প নেই। ওয়াশিংটনের উদাসীনতা ও টোকিওর প্রতি অবহেলা পুরো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমিয়ে দিতে পারে।

একক পাহারা

কয়েক দশক ধরে মার্কিন-জাপান জোটের ভিত্তি ছিল কাজের এক দ্বিপক্ষীয় বণ্টন: যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে, আর জাপান তার জাতীয় শক্তি অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নিয়োজিত করবে। অসম হলেও এই সমঝোতা দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছিল।

স্নায়ুযুদ্ধকালে এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব ঠেকানোর পাশাপাশি জাপানি সামরিকবাদের পুনরুত্থান রোধে আমেরিকা অঞ্চলে স্থায়ী অবস্থান পায়, আর ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পায় জাপান।

কিন্তু গত দুই দশকের একাধিক বাহ্যিক ধাক্কা জাপানি নেতাদের এই যুদ্ধোত্তর সমঝোতা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। ২০১০ সালে বিরোধপূর্ণ সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ (চীনে দিয়াওইউ দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত) নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলে বেইজিং টোকিওতে বিরল খনিজ রপ্তানির ওপর অনানুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

এর মাধ্যমে চীন দেখিয়ে দেয় যে তারা সরবরাহশৃঙ্খলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত, যা টোকিওর দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দেয়।

জাপানি নেতৃত্বও মার্কিন প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন আরও প্রমাণ করে যে পরাশক্তিগুলো জোর খাটিয়ে ভৌগোলিক সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে ইচ্ছুক। একই বছর তৎকালীন মার্কিন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফরের পর চীনের আগ্রাসী সামরিক মহড়া জাপানের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে তাইওয়ান প্রণালির সংঘাত এখন আর কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়। টোকিও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে তাদের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো এবং স্বার্থ রক্ষায় আরও দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন।

২০১৬ সাল থেকে জাপান 'মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক' কৌশল অনুসরণ করছে, যার উদ্দেশ্য হলো ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোকে আইনের শাসন, নৌ চলাচলের স্বাধীনতা এবং মুক্তবাণিজ্যের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করা। *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM

কট্টর অভিবাসনবিরোধী নেতারাই যখন অভিবাসী

স্লাভমির সিয়েরাকোভস্কি

জার্মানির স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যে চলতি মাসের শুরুতে উগ্র ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি ৪৩.৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ ওই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭.৯ শতাংশ বিদেশি নাগরিক, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় আসনের চেয়ে তিনটি আসন কম পাওয়ায় দলটিকে এমন একটি অভিবাসীবিরোধী দলের সমর্থন নিতে হচ্ছে, যার নেতা সাহরা ভাগেনকনেখটের বাবা ইরান থেকে এসেছিলেন।
দুই সপ্তাহ পর মেকলেনবুর্গ-ফোরপোমার্ন রাজ্যেও প্রথম হয় অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি। অথচ ওই রাজ্যের অর্থনীতি প্রায় ৫০ হাজার অভিবাসী পরিবারভুক্ত মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। সুযোগ বুঝে দলের নেতা আলিস ভাইডেল ক্রিসমাসের আগেই কেন্দ্রীয় নির্বাচনের দাবি জানান। অথচ তিনি নিজে সুইজারল্যান্ডে থাকেন। সেখানে তাঁর শ্রীলঙ্কায় জন্ম নেওয়া স্ত্রী ও তাঁদের দুই ছেলে রয়েছে।
পোল্যান্ডে বসে এসব ঘটনা দেখলে উগ্র ডানপন্থীদের রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের কৌশল হলো এমন কিছু বলা বা করা, যা এতটাই চমকপ্রদ, মিথ্যাপূর্ণ বা নৈতিকভাবে আপত্তিকর যে বিরোধীরা তাৎক্ষণিকভাবে তার জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না।
জার্মানিতে যে দল অভিবাসী ও তাঁদের সন্তানদের দেশ ছাড়তে চাপ দেওয়ার নীতি বা 'পুনঃ অভিবাসন'-এর প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই দলই সবচেয়ে বেশি ভোট পাচ্ছে এমন রাজ্যে, যেখানে অভিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। আবার যে রাজ্যের অর্থনীতি পুরোটাই অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানেও তারাই জয়ী হচ্ছে।
পোল্যান্ডেও ঠিক একই ধরনের বৈপরীত্য দেখা যায়। যে সরকার টানা আট বছর ধরে অভিবাসীদের নিয়ে দেশবাসীকে ভয় দেখিয়েছে, সেই সরকারের আমলে ২০২৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি সংখ্যক ইইউবহির্ভূত নাগরিককে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই জার্মানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হলেও তাঁদের কারও কারও পদবি জার্মান বংশোদ্ভূত।
ইউরোপের আরও অনেক অভিবাসীবিরোধী নেতার ক্ষেত্রেও একই স্ববিরোধিতা দেখা যায়। চেক জাতীয়তাবাদী তোমিও ওকামুরা টোকিওতে জন্মেছেন, যাঁর বাবা ছিলেন অর্ধেক জাপানি ও অর্ধেক কোরীয়। নেদারল্যান্ডসের জাতীয়তাবাদী নেতা গিয়ার্ট ভিল্ডার্সের পদবি জার্মান বংশোদ্ভূত। তাঁর মায়ের দিকের বংশের যোগ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এবং স্ত্রী হাঙ্গেরীয়। ব্রিটেনের রিফর্ম ইউকে দলের অভিবাসননীতি দেখভাল করা জিয়া ইউসুফের বাবা-মা ছিলেন শ্রীলঙ্কার মুসলিম অভিবাসী। তিনি 'ডিপোর্টেশন কমান্ড' গঠন করে প্রতিদিন পাঁচটি বিশেষ বিমানে মানুষকে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনার কথা জানান, যা তাঁর মতে 'আগ্রাসন' ঠেকানোর ব্যবস্থা। দলটি ক্ষমতায় এলে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও হতে পারেন।
অন্যদিকে ফ্রান্সে উগ্র ডানপন্থীরা উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অভিবাসনের বিরোধিতাকে রাজনীতির ভিত্তি করলেও 'গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট' নিয়ে কথা বলা নেতা এরিক জেমুরের বাবা ছিলেন আলজেরীয় ইহুদি। ন্যাশনাল র‍্যালির নেতা জর্দান বারদেলার প্রপিতামহ ছিলেন আলজেরীয় এবং দাদা ১৯৬০ সালে ইতালি থেকে ফ্রান্সে আসেন। বারদেলার প্রস্তাবিত অভিবাসননীতি তখন কার্যকর থাকলে হয়তো তাঁর নিজের জন্মই হতো না।
যুক্তরাষ্ট্রেও এই বৈপরীত্য চরম পর্যায়ে। সেখানকার আদিবাসীরাই একমাত্র জনগোষ্ঠী, যাদের ভূমিতে নিঃসন্দেহে আদি অধিকার রয়েছে; অথচ তারা এখন
মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। বাকি সবাই কোনো না কোনোভাবে অভিবাসী বা তাঁদের বংশধর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাদা ১৬ বছর
বয়সে সামরিক প্রশিক্ষণ এড়াতে বাভারিয়া ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পরবর্তী সময়ে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হন। ট্রাম্পের মা স্কটল্যান্ডের এবং তাঁর বর্তমান শ্বশুর-শাশুড়ি স্লোভেনীয়, যাঁরা 'চেইন মাইগ্রেশন' সুবিধা পেয়ে মার্কিন নাগরিকত্ব পান। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স কর্মক্ষেত্রে অভিবাসনের বিরুদ্ধে বললেও তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

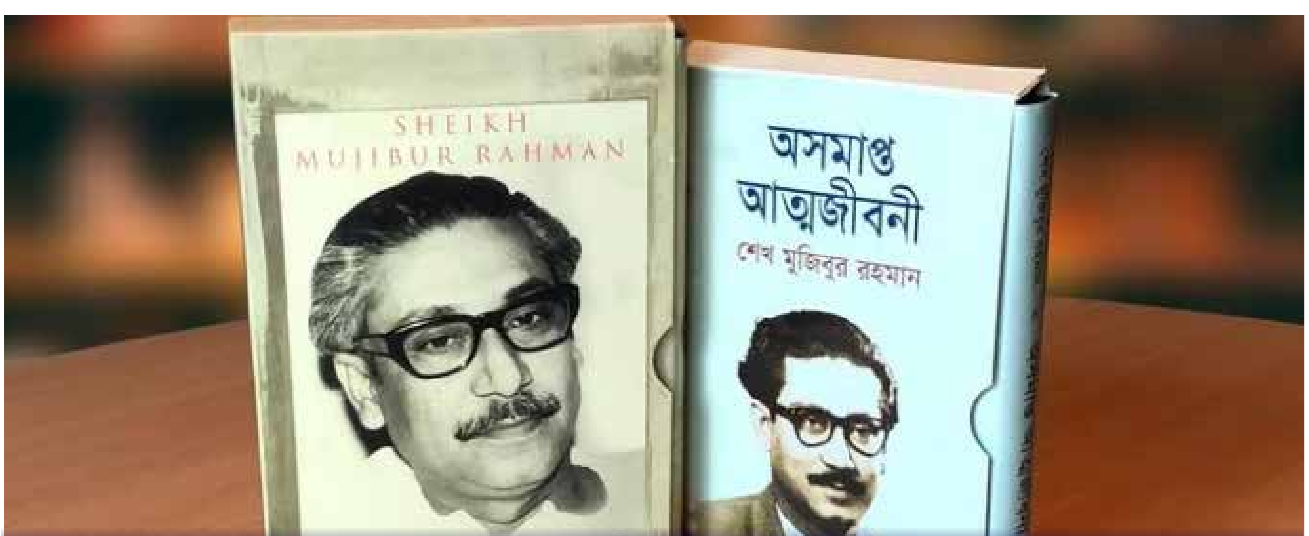

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কি নিষিদ্ধ বই?

নাদিম মাহমুদ

যুগে যুগে এই বাংলায় শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন বই নিষিদ্ধ করেছে। কখনো ক্ষমতা হারানোর ভয়ে, কখনো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর চাপে-সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে বই নিষিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। ব্রিটিশ শাসনামলে যেমন কাজী নজরুল ইসলামের বিষের বাঁশী ও ভাঙার গান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তেমনি পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পরও বিভিন্ন সময়ে আমাদের লেখক-কবিদের বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এমনকি প্রকাশনীও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ক্ষমতায় থাকাকালে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ও অসত্য তথ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতের অভিযোগ জাতীয় সংসদে এ কে খন্দকারের লেখা বই ১৯৭১: ভেতরে বাইরে বইটি নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়। এটি নিয়ে সেই সময় তুলকালাম হয়।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার থেকে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু কিংবা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা বই সরিয়ে নেওয়া হয়। কোথাও পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।
বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ চার শতাধিক বই পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কলেজটির ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে (প্রথম আলো, ১৮ আগস্ট ২০২৫)।
এ কথা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই যে, আওয়ামী লীগ শাসনামলে একুশের বইমেলায় একদল মানুষ শেখ মুজিবকে নিয়ে অদ্ভুত সব বই প্রকাশ করত। শেখ হাসিনার প্রশংসায় ভাসিয়ে বইও লেখা হতো। এসব বইয়ের প্রতি পাঠকদের তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে সুবিধাবাদী পক্ষ এসব বই দেখিয়ে নানা সুবিধা আদায়ে পিছপা হতো না। কখনো কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব 'অসাড়' বই কেনার তাগিদ দেওয়া হতো, যা নিয়ে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে।
সব বইয়ের গুরুত্ব যে সমান নয়, তা পাঠকেরাও ভালো করেই বোঝেন। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা জানার পর নিজের কাছেই প্রশ্ন জেগেছে-বাংলাদেশ সত্যিই কি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে? বাংলাদেশে সত্যিই কি শেখ মুজিবুর রহমানের মতো মানুষের পদচারণ ছিল?
অসমাপ্ত আত্মজীবনী শুধু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছেই নয়, ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে গবেষণা করেন, সারা বিশ্বের এমন গবেষকদের কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই 'আত্মজীবনী'তে মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি কেমন ছিল, তার একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। যে বই ইতিহাসের পাল্লায় অমূল্য রতন, সেই বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ করার তাগিদ দিয়েছেন কিছু যুবক (প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)।
গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর প্রকাশনা সংস্থা দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বলেছে, ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি বাংলাবাজারের শোরুমে গিয়ে আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। তাঁরা অসমাপ্ত আত্মজীবনীকে নিষিদ্ধ বই দাবি করে এর বিপণন বন্ধ করার কথা বলেন। একপর্যায়ে শোরুমের শাটার বন্ধ করে ইউপিএলের দুই বিক্রয়কর্মীকে হয়রানি করা হয়। পরে তাঁদের ফরিদাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আটকে রাখা হয় এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কয়েকজন মানুষ একটি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনীর কাছে গিয়ে বলবে, ওমুক বই 'নিষিদ্ধ' আর পুলিশ কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়ায় বিক্রয়কর্মীদের ধরে রাখবে, সেটা কীভাবে সম্ভব? কারা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'কে বন্ধ করতে চায়? ওই ব্যক্তিরা আদৌও কি সেই বইয়ের কয়েকটা পাতা পড়েছে? ঠিক কোন শব্দ, বাক্যচয়নের জন্য বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাঁদের বিষোদগার?
উল্টো যাঁরা একটি বৈধ ব্যবসায় বাধা দিলেন, তাঁদের পরিচয় কেন জানা গেল না? আইনের রক্ষকেরা যখন আইনবহির্ভূত চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন, তখন সাধারণ নাগরিক কার কাছে আশ্রয় চাইবেন?
সরকারের সঙ্গে সমান্তরালে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

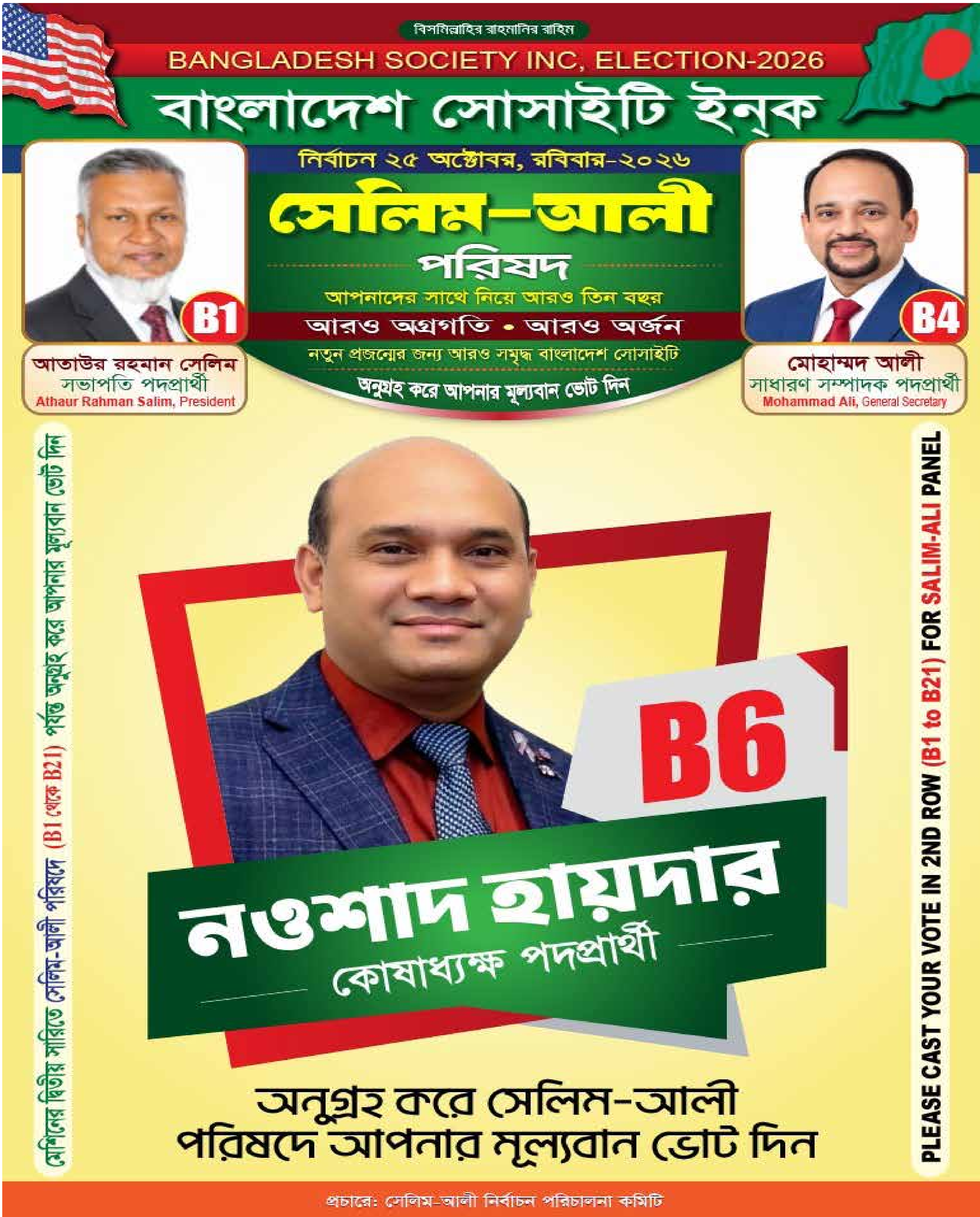
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

টেক্সাসে আরভিং শহরে নিখোঁজের ৪ দিন পর বিয়ানীবাজারের আলী আহমদের লাশ উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের আরভিং শহরে নিখোঁজের চার দিন পর নিজ গাড়ির ভেতর থেকে আলী আহমদ নামে এক বাংলাদেশির মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয় পুলিশ। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নিজের গাড়ির ভেতর স্ট্রোক করে আলী আহমদের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) পুলিশ তার মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। গত মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি পেশায় একজন উবার চালক ছিলেন। তিনি আরভিং সিটিতে বসবাস করতেন। ২০১৭ সালে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। আরো জানা গেছে নিহত আলী আহমদ সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের ঘুঙ্গাদিয়া ত্রিমুখী এলাকার বাসিন্দা মরহুম আছার উদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আব্দুর রহিম ও ইসলাম উদ্দিনের ছোট ভাই। তবে তাদের আদি নিবাস বিয়ানীবাজার পৌরসভার শ্রীধরা গ্রামে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজ ও দুপুরের খাবার শেষে কর্মস্থল উবার চালানোর উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন আলী আহমদ। তবে প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা তার মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে সম্ভাব্য সকল আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কোথাও কোনো সন্ধান না পেয়ে একপর্যায়ে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রথমে একটি মিসিং ডায়েরি করে এবং নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পর ঘটনাটিকে 'হাই অ্যালার্ট' কেস হিসেবে তালিকাভুক্ত করে বিশেষ তদন্ত ও অনুসন্ধান শুরু করে।

নিখোঁজের চার দিন পর মঙ্গলবার ২৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ তার ব্যবহৃত নিজস্ব গাড়ি থেকেই আলী আহমদের মরদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। ময়নাতদন্ত ও পুলিশি তদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই এটি দুর্ঘটনা নাকি হত্যাকাণ্ড-সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও চার সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আলী আহমদের এমন আকস্মিক ও রহস্য জনক মৃত্যুতে টেক্সাসসহ গোটা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিয়ানীবাজারবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত:
পুরনো নামেই চলবে সংগঠন
তিনটি সাব কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ঐক্যবদ্ধ কক্সবাজারবাসীর অ্যাডহক কমিটির প্রথম সভা রোববার, ০৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানির পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। সঞ্চালনা করেন অ্যাডহক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর। সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকলে একমত হন যে, কক্সবাজার এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে যে কর্পোরেশন রয়েছেন সেটির অধীনেই পরিচালিত হবে সংগঠন। এ কর্পোরেশন নিয়ে যেসব জটিলতা ছিল বিবাদমানগ্রুপগুলো সেগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে মিটিয়ে নিবেন। কর্পোরেশনে প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগরের নেতৃত্বে অ্যাডহক কমিটির ১৩ জনকে অন্তর্ভুক্তি এবং তিন জন ব্যাংক হিসেব পরিচালনার দায়িত্ব থাকবেন। এ তিন জন হলেন প্রধান সমন্বয়কারী শাহাব উদ্দিন সাগর, মোরতাজুর রহমান নওশার ও মোহাম্মদ আমিন। এক সপ্তাহের মধ্যে কর্পোরেশেনে ১৩ জনের নাম অর্ন্তভুক্ত করে নিউইয়র্কের কর্পোরেশন ডিপার্টমেন্টে তা প্রেরন এবং ব্যাংক একাউন্ট হস্তান্তর। এছাড়া অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের উপর ধার্য্যকৃত চাঁদা সেই অ্যাকাউন্টে নিজ নিজ দায়িত্ব জমা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় আগামী রমজানের ঈদের পর পুনর্মিলনী ২১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হলো ঈদ পুনর্মিলনী উপ-কমিটি, সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি।

ঈদ পুনমিলনী উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে নুরুল আজিমকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে রফিকুল ইসলাম বাহাদুর ও রফিক উল্লাহ রনিকে। সদস্য সংগ্রহ উপ-কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে সমিরুল ইসলাম বাবলুকে। যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে আক্তার হোসাইন, মনসুর আলম ও শফিউল আজমকে। গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহবায়ক হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আবরার। যুগ্ম আহবায়ক হলেন মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম ও মোরতাজুর রহমান নওশার।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নুরুল আবরার, মোরতাজুর রহমান নওশার, মোহাম্মদ আমিন, মোহাম্মদ শফিউল আজম, আক্তার হোসাইন, সমিরুল ইসলাম বাবলু, রফিক উল্লাহ রনি, মনসুর আলম, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, নুরুল আজিম, শাহাব উদ্দিন সাগর ও মোহাম্মদ ইরফান। সদস্য জহিরুল ইসলাম জরুরী কাজে দেশে অবস্থান করায় তিনি সভায় যোগ দিতে পারেননি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কানাডা কেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য

৬ পৃষ্ঠার পর

সদস্যদেশগুলোকে তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হয়।

এই দুই দেশ নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড)-এর অধীনে যৌথভাবে আর্কটিক অঞ্চলের প্রতিরক্ষা মিশনও পরিচালনা করে এবং প্রায়ই নিজেদের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করে।

এ কারণে কোটস বলেন, তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কানাডায় কোনো হামলা হলে তা সরাসরি সশস্ত্র হামলা দিয়ে শুরু হবে না; বরং সাইবার যুদ্ধের মতো আরও গোপন পদ্ধতিতে শুরু হতে পারে।

দুই দেশ সবসময় একে অন্যের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র ছিল না

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক মিত্রে পরিণত হয়। অর্থনীতি, সামরিক বাহিনী ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই দেশ গভীরভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। তবে পরিস্থিতি সবসময় এমনটা ছিল না।

কানাডিয়ান ওয়ার মিউজিয়ামের গবেষক টিম ফোরান বলেন, ১৮ ও ১৯ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কানাডার জাতীয় পরিচয়ের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রকে ভয় করার বিষয়টি কানাডার রাজনৈতিক প্রকল্পের ভিত্তিগত অংশ।'

আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপনিবেশগুলো যখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার যেসব উপনিবেশ ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রতি অনুগত ছিল, সেগুলো নিয়েই কানাডা গঠিত হয়।

কানাডা গঠনের আগে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। ১৭৭৫ সালে তারা মন্ট্রিয়েল দখল করে এবং প্রায় কুইবেক সিটিও দখল করে ফেলেছিল।

১৮১২ সালের যুদ্ধে আমেরিকানরা তৎকালীন আপার কানাডা, লোয়ার কানাডা ও সামুদ্রিক উপনিবেশগুলোতে বারবার হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। ওই যুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে ব্রিটিশ সেনারা হোয়াইট হাউস পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফোরান বলেন, পরবর্তীতে কানাডায় পরিণত হওয়া উপনিবেশগুলো ওই সময় নিরাপত্তার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ও দেশটির রয়্যাল নেভির ওপর নির্ভর করত।

পাশাপাশি বড় বড় যুদ্ধে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যরাও জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাবের কারণে কানাডা আবারও দেশটির সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়টি বিবেচনা করেছিল।

তখন কানাডা একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। ওই পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহে কানাডীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলরা সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে গোপনে সফর করতেন। পর্যটকের ছদ্মবেশে তারা সেতু ও মহাসড়কের ছবি তুলতেন।

তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলতেন, যাতে সম্ভাব্য শত্রু সম্পর্কে আরও ভালোভাবে ধারণা পাওয়া যায়। তখনও যুদ্ধের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল বলে জানিয়েছেন কানাডিয়ান ওয়ার মিউজিয়ামের গবেষক অ্যান্ড্রু বার্চ। তিনি বিংশ শতাব্দীতে কানাডা নিয়ে গবেষণা করেছেন।

তিনি বলেন, তবে তারপরও কানাডীয়রা প্রস্তুত থাকতে চেয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, 'এটি সামরিক বাহিনীর কাজের অংশ। তারা সব ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করে।'

যুক্তরাষ্ট্র কানাডায় হামলা করলে কী হতে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আশঙ্কা অত্যন্ত কম হলেও কানেকটিকাটের ইউনিভার্সিটি অব নিউ হ্যাভেনের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহযোগী অধ্যাপক ম্যাথিউ শ্যুট বলেন, কানাডীয়রা যে এখন এমন প্রস্তুতি নিচ্ছে, এতে বোঝা যায় যে বিশ্বব্যবস্থা কত বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যেতে চায়, সে বিষয়ে কানাডার নেতাদের এখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায়, যা দেশটির কোনো ধরনের ক্ষতি করতে চাইলে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের সত্যিই ক্ষতি করছে এবং এখানে যৌক্তিক মাত্রার ভয়ও রয়েছে।'

শ্যুট বলেন, কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের বিষয়ে আমেরিকানরা হয়তো গুরুত্ব নাও দিতে পারে। তবে কানাডীয়রা বিষয়টি স্পষ্টতই গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র কানাডায় হামলা চালালে সেই যুদ্ধের প্রথম ধাপ বেশ সংক্ষিপ্ত হতে পারে।

চলতি বছরের শুরুতে সংবাদপত্র গ্লোব অ্যান্ড মেইল-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, কানাডীয় সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত একটি মডেল অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের হামলা হলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কানাডার কৌশলগত অবস্থানগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

কানাডার সামরিক বাহিনী সংখ্যায় দ্রুত পিছিয়ে পড়বে। ফলে কানাডীয় বাহিনীকে গেরিলা ধরনের যুদ্ধ করতে হবে।

জানুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে সংবাদপত্রটি জানায়, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মতো মিত্র দেশগুলোর কাছে কানাডার জন্য সহায়তা ও প্রতিরক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। ধারণাভিত্তিক এই মডেলকে এক শতাব্দীর মধ্যে প্রথমবার কানাডার পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রস্তুতি হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

কোটস বলেন, এই মডেল সামরিক যুদ্ধ পরিকল্পনার তুলনামূলক প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়।

তিনি বলেন, স্থলপথে কোনো হামলা হলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সে বিষয়ে কানাডা তার ন্যাটো মিত্রদের তুলনায় পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। অনিশ্চিত ভূরাজনীতির এই সময়ে দেশটি এখন সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছে।

তিনি আরও বলেন, এর একটি দিক সম্প্রতি কানাডার প্রতিরক্ষা প্রধানের জানানো আহ্বানে স্পষ্ট হয়েছে। তিনি দেশটির সামরিক বাহিনীর আকার ব্যাপকভাবে বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এর মধ্যে ৩ লাখ পর্যন্ত সীমিত প্রশিক্ষণ পাওয়া বেসামরিক নাগরিককে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করার বিষয়টিও রয়েছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও কানাডায় হামলা চালানো সহজ হবে না।

শ্যুট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক শক্তি থাকলেও কানাডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়ে সমর্থন পাওয়া দেশটির জন্য কঠিন হবে।

তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, কানাডায় হামলার নির্দেশ দেওয়া হলে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'তারা এটিকে অবৈধ ও অনৈতিক নির্দেশ হিসেবে মনে করবেন।'

শ্যুট বলেন, কানাডীয় ও মার্কিন সেনারা নিয়মিত একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নেয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

তবে সম্পর্কের অবনতি হয়ে যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছালে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত কানাডার মূল্যবান সম্পদ, যেমন- তেল ও খনিজ সম্পদ দখল এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অকার্যকর করার দিকে নজর দেবে বলে মনে করেন শ্যুট।

তিনি বলেন, 'আপনারা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে এমন অভিযান চালাতে দেখবেন, যার সঙ্গে ভেনেজুয়েলার চিত্রের মিল থাকবে।'

এ সময় তিনি চলতি বছরের শুরুতে ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেন।

তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সক্ষমতা বেশি হলেও, 'সমান অনুপাতে' তুলনা করলে কানাডীয় সেনারাও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। - বিবিসি

নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-র লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পেলেন শরীয়তপুরের হুমায়ুন কবির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলার সন্তান হুমায়ুন কবির নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (এনওয়াইপিডি)-এর লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাঁর এই পদোন্নতি হয়। নিউইয়র্ক সিটির সিভিল সার্ভিসের হালনাগাদ তালিকাতেও হুমায়ুন কবিরকে পুলিশ বিভাগের লেফটেন্যান্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন কবির। তাঁর এই পদোন্নতি বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ কমিউনিটিতে নতুন অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ২০০৫ সালে পুলিশ ক্যাডেট হিসেবে এনওয়াইপিডিতে যোগ দেন হুমায়ুন কবির। ২০০৮ সালে ম্যানহাটনের বারুক কলেজ থেকে আন্তর্জাতিক বিপণনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন।

২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ম্যানহাটন ট্রানজিট পুলিশে গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হুমায়ুন কবির। কর্মক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে টানা তিনবার তিনি 'অফিসার অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন বলে তাঁর কর্মজীবনের তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে।

২০১৭ ও ২০১৮ সালে ১১৩ প্রিসিঙ্কটের ডিটেকটিভ স্কোয়াডে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এরপর সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়ে ৭ম প্রিসিঙ্কটে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে ইইও ইউনিটে যোগ দেন। ২০২২ সালে সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির ও সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এনওয়াইপিডির ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনের মেয়রস সিকিউরিটি ডিভিশনে যোগ দেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেখানে তাঁরা প্রায় চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পান হুমায়ুন কবির। সর্বশেষ গত ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন। পুলিশের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমেও যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন কবির।

২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠনটির পুরোনো নথিতেও হুমায়ুন কবিরকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে সম্মাননা দেওয়ার একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন বলে সংবাদ প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে হুমায়ুন কবির বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী তানজিলা খান। তাঁদের ছেলে তাসিন কবির এবং মেয়ে তাসমিয়া কবির। বর্তমানে তিনি লং আইল্যান্ডে বসবাস করছেন।

হুমায়ুন কবিরের এই পদোন্নতিতে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সংগঠনটির সভাপতি একেএম প্রিন্স আলম এবং সাধারণ সম্পাদক জামিল সরোয়ার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

২৪ অক্টোবর শনিবার বিকেলে নিউ ইয়র্ক সিটির জামাইকা মুসলিম সেন্টার এর ফান্ডরেইজিং ডিনার

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একসাথে এগিয়ে আসার প্রত্যয়ে নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ জামাইকা মুসলিম সেন্টার (JMC)-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প সম্পন্ন করতে কমিউনিটির সকলের আন্তরিক সহযোগিতাপ্রত্যাশা করছে জামাইকা মুসলিম সেন্টার এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও নির্বাহী কমিটি।

এ অনুদান তরুণ প্রজন্ম ও কমিউনিটির জন্য একটি সুন্দর ও আপন পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে-যেখানে সবাই একসাথে শিখবে, বেড়ে উঠবে এবং ইবাদত করবে।

এই মহৎ উদ্যোগে সবাইকে বিশেষ "ফান্ডরেইজিং ডিনার" এ যোগ দেওয়ার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে জামাইকা মুসলিম সেন্টার এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও নির্বাহী কমিটি।

ফান্ডরেইজিং ডিনার এর প্রয়োজনায় তথ্য :

শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫:৩০ মিনিট, স্থান: New York LaGuardia Airport Marriott at, 102-05 Ditmars Blvd., East Elmhurst, NY 11369, অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা: Sheikh Usman bin Farouk, অতিথি বক্তা: Sheikh Dr. Zakir Ahmed, Imam Abu Zafar Beg ও Imam Shamsi Ali

প্রস্তাবিত অনুদান: জনপ্রতি ৳২৫০ অথবা চার সদস্যের পরিবারের জন্য $1,000।

সকলের উপস্থিতি, দোয়া ও সহযোগিতা এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমন প্রত্যাশায় পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগ উক্ত ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং এই আহ্বানটি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে জামাইকা মুসলিম সেন্টার এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও নির্বাহী কমিটি।

১০ অক্টোবর, শনিবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল চার্চ সেন্টারে হবে “ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১০ অক্টোবর, শনিবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল চার্চ সেন্টারে ২৫তম “ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হবে।

“ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ উপলক্ষে উডসাইডের ৫৮ মেনর পার্টি হলে বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় শোটাইম মিউজিক অ্যান্ড প্লে-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান শোটাইম মিউজিক অ্যান্ড প্লে-এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও খাইরুল ইসলাম খোকন এবারের “ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

এছাড়া আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন লায়ন রকি আলিয়ান, বাংলাদেশী আমেরিকান লায়নস ক্লাব এর প্রেসিডেন্ট জেএফএম রাসেল, লায়ন আহসান হাবিব, ইঞ্জিনিয়ার খালেক এবং সংগীত শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন নিউইয়র্কে জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শারমিন সোনিয়া সিরাজ।

এবারের আয়োজনে বিনোদন অঙ্গনের শিল্পী, অতিথি, বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি ও বিনোদনকে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সংগীত ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে শোটাইম মিউজিক অ্যান্ড প্লে। ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ ঘিরেও বড় পরিসরে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। “ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে খাইরুল ইসলাম খোকন (ফোন ৬৪৬-৪২১-৯৪৯৬) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন, AI ও মানবতা: ড. রবীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে হিউস্টনে ট্যাগোর সোসাইটির বিশেষ আলাপচারিতা

পরিচয় ডেস্ক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সহমর্মিতা ও মানবিক সম্পর্ক - এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে “ট্যাগোর সোসাইটি অব হিউস্টন” এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ আলোচনা and Face to Face discussion।

গত রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে হিউস্টনের Ray Miller পার্কের ট্যাগোর গ্রোভে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ, উদ্ভাবক ও লেখক ড. রবীন্দ্র চক্রবর্তী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একাধিক উদ্ভাবনী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ড. চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহু রচনারও একজন সফল লেখক। তাঁর সাম্প্রতিক ও সৃজনশীল উদ্যোগ ‘Tagore AI’ অনুষ্ঠানে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে।

‘Tagore AI’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন ও মানবিক চিন্তাধারা থেকে অনুপ্রাণিত একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা। এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা, সহমর্মিতা এবং মানুষের মধ্যে অর্থবহ যোগাযোগকে আরও সমৃদ্ধ করা। ড. চক্রবর্তীর উপস্থাপনায় বিশেষভাবে উঠে আসে এমন একটি প্রযুক্তির ধারণা, যা মানুষের স্থান দখল করার পরিবর্তে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ট্যাগোর সোসাইটি অব হিউস্টনের কোরাস দলের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের ভাবনা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুটি গান পরিবেশনের মাধ্যমে তারা একটি সুন্দর ও আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরবর্তীতে ট্যাগোর সোসাইটি অব হিউস্টনের সভাপতি শ্রী পার্থ সরকার উপস্থিত সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তিনি ড. রবীন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শন, অও, প্রযুক্তি, সহমর্মিতা ও মানবতা নিয়ে তাঁর অনুপ্রেরণামূলক ও চিন্তাশীল আলোচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

শ্রী সরকার একই সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আয়োজনটিকে সফল করে তোলার জন্য সকল অতিথি, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানটি শুধু প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে ভাবার সুযোগ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শনের আলোকে প্রযুক্তিকে কীভাবে আরও মানবিক ও অর্থবহ করে তোলা যায় - আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে সেই ভাবনাই বিশেষ গুরুত্ব পায়। - সংবাদ সুত্র সুরাঙ্গন নিউজ (হিউস্টন, টেক্সাস)

ত্রিশিতা মওলা ঢাকায় প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইউএস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকান দূতাবাসের ‘চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স’ (ভারপ্রাপ্ত প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র পরিষেবার (ইউএস ফরেন সার্ভিস) একজন পেশাদার কর্মকর্তা হিসেবে মিসেস ত্রিশিতা মওলা সম্প্রতি স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে বিভিন্ন কূটনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স হিসেবে, বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বাংলাদেশের রাজধানীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনের কাছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লাখ ডেঙ্গু এনএস১ (ঘঝ১) র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন মওলা।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত ‘স্ট্রাইডস’ (ঝঞজওউঊঝ) কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে এই কিটগুলো সরবরাহ করা হয়েছে এবং চাহিদার ভিত্তিতে এগুলো জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোতে বিতরণ করা হবে।

মিসেস ত্রিশিতা মওলা ২০০৮ সালে ‘ম্যানেজমেন্ট’ বা ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন সাধারণ ক্যাডার কর্মকর্তা (জেনারেলিস্ট) হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তিনি এর আগে কনসুলার বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশে কাজ করেছেন এবং সুইজারল্যান্ড, উত্তর মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও পডগোরিকায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি তিরানায় অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসে ম্যানেজমেন্ট অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা মওলা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নার্ড কলেজ থেকে অর্থনীতি ও গণিত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

পরবর্তীতে তিনি ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজ থেকেও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে, মিসেস ত্রিশিতা মওলা আমেরিকান দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশে বিশেষায়িত পুলিশিং কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
নির্বাচন ২০২৬
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
A1 to A21
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A14
A15
A16
A17
A19
অনুগ্রহ করে
কুনু-ফিরোজ
A20
A21
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A2
“আপনাদের ভোট ও সমর্থন চাই।
কুনু-ফিরোজ পরিষদকে নির্বাচিত করুন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে
আমাকে A2 ব্যালটে ভোট দিন।”
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
২৫ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার

নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু গ্লোবাল বাংলাদেশি চেম্বার অব কমার্সের, তৈরি হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন সুযোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে গ্লোবাল বাংলাদেশি চেম্বার অব কমার্স (জিবিসিসি)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও পেশাজীবীদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের ম্যারিয়ট মারকুইস হোটেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও 'মিট দ্য প্রেস' আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে জিবিসিসি। অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবী, কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জিবিসিসির প্রতিষ্ঠাতা কাজী এম. আহমেদ, শেখ গালিব রহমান ও রেদওয়ান চৌধুরী সংগঠনটির লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতারা জানান, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসাই এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, ইতালি, জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে কাজ করবে জিবিসিসি।

সংগঠনটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব, বাজার সম্প্রসারণ, পেশাগত যোগাযোগ ও ব্যবসায়িক নেতৃত্ব বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী এম. আহমেদ বলেন, ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে ব্যবসায়িক অংশীদার খোঁজা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ অনুসন্ধানের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেখ গালিব রহমান বলেন, বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে একত্র করা এবং উদ্যোক্তা ও নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়িক নেতৃত্বের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করাই জিবিসিসির অন্যতম লক্ষ্য।

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রেদওয়ান চৌধুরী জানান, শুধু নেটওয়ার্কিং নয়, ব্যবসায়িক সম্পর্ককে বাস্তব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তর করতে কাজ করবে সংগঠনটি।

আয়োজকরা আরও জানান, ব্যবসায়িক ফোরাম, নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ, কৌশলগত অংশীদারত্ব এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জিবিসিসির কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের এক ছাতার নিচে এনে আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন অংশীদারত্ব, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করল গ্লোবাল বাংলাদেশি চেম্বার অব কমার্স।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির একটি ডলারও অপচয় হয়নি বরং বর্তমান কমিটি বিদায়ের সময় তহবিলে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবে - সংবাদ সম্মেলনে কার্যকরী পরিষদ

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির একটি ডলারও অপচয় হয়নি বরং বর্তমান কমিটি বিদায়ের সময় তহবিলে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবে বলে সংবাদ সম্মেলনে আশ্বস্ত করেছেন কার্যকরী পরিষদের বর্তমান নেতৃত্ব।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচন।

নির্বাচনী প্রচারণায় বিদায়ী কমিটির কার্যক্রম এবং সংগঠনের আয়-ব্যয় তথা অর্থের হিসাব ঘিরে কেউ কেউ নানা অভিযোগ তুলেছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বচ্ছতার স্বার্থে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সকল অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেছেন- বর্তমান কার্যকরী কমিটি সোসাইটিরএকটি ডলারও অপচয় করেনি বরং এই কমিটির বিদায়ের সময়সংগঠনের ফান্ডে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশী অর্থ ব্যাংকেগচ্ছিত রেখে যাবে। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ সহ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের কয়েকজন সদস্য, কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ সদস্য। বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি সহ কার্যকরী কমিটির কয়েকজন সদস্য সংবাদ সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির ভবনক্রয় সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির জন্য উপযুক্ত হবেনা - এমন বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও ভবনটি ক্রয় করা হয়নি এবং বায়না হিসেবে দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বায়না দেওয়ার জন্য তিনি যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার সোসাইটিকে প্রদান করেছেন, তা ঋণ নয়, অনুদান। এ অর্থ তিনি কখনো ফেরত নেবেন না এবং ভবিষ্যতে সোসাইটির ভবন ক্রয়ের জন্য আলাদা একাউন্টে রাখা হবে। ভবিষ্যতে যারাই নির্বাচিত হয়ে সোসাইটির দায়িত্ব নেবেন, তাদেরই তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন, প্রয়োজনে ২ মিলিয়ন ডলারও দেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে কার্যকরী কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী কতৃক পঠিত বক্তব্যের শুরুতে বলা হয়: 'আমরা কোনো কাদাছোড়াছুড়ি বা ব্যক্তিগত বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা হিসাব, নথি ওপ্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতে চাই। যারা এই অভিযোগ করছেন, তাদেরপ্রতি আমাদের স্পষ্ট আহ্বান বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ৭ লাখ ২৫ হাজারডলার খরচ বা আত্মসাৎ করেছে, এর পক্ষে ন্যূনতম কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থ াকলে তা সোসাইটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করুন'।

নিউ ইয়র্ক সিটির এলমহার্স্ট এলাকায় বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার বিকেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দীর্ঘ লিখিত বক্তব্যে গত প্রায় দুই বছরে সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় তথা অর্থের হিসাবের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

এরপর সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, আব্দুর রহীম হাওলাদার, মোহাম্মদ আতরাউল আলম, আহসান হাবীব, জুনেদ চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নাঈমটুটুল সহ কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দি , হাছান খান উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী তার ৮ পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যেরশুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির ভালো সময়ে এবং বিভিন্ন কঠিন সময়েপাশে থাকা এবং আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও পাশে থাকার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজ আমাদের এইসংবাদ সম্মেলন আহ্বান করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জনসমাগমে সোসাইটির কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি বর্তমান কার্যকরী পরিষদ এবং এর কর্মকর্তানিয়ে বেশ কিছু মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য দিয়ে আসছেন । এসব বক্তব্য আমাদের ব্যথিত করেছে এবং কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আজ আমরা কোনো পাল্টাঅভিযোগ বা ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য নয়, বরং উত্থাপিত বিষয়গুলোর প্রকৃত তথ্য ও বাস্তবতা আপনাদের মাধ্যমে কমিউনিটির সামনে তুলে ধরতে উপস্থিত হয়েছি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি ৫১ বছরের একটিপ্রতিষ্ঠান। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সোসাইটির কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং সদস্যদের জন্য সহজলভ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে সেই দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ১৬ ডিসেম্বর২০২৪-এর অভিষেক অনুষ্ঠানে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্যে জানানো হয়েছিল যে, সোসাইটির অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার রেখে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকহিসাব ও আর্থিক দায়দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাই, অ্যাকাউন্টে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৩৫ হাজার৬৭৩.৮৯ ডলার। এছাড়াও অভিষেক অনুষ্ঠানসহ পূর্ববর্তী কমিটির দায়িত্ব পালনের সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেবা ও অন্যান্য খাতে প্রায় ২০ হাজার ডলারের বকেয়া দায়ও আমাদের পরিশোধ করতে হয়েছে। অর্থাৎ, সবদায় সমন্বয় করলে কার্যত মাত্র ১ লক্ষ ১৬ হাজার ডলারের নিট আর্থিক অবস্থার নিয়ে আমরা বাংলাদেশ সোসাইটির দায়িত্ব গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, আমরা কার্যত মাত্র ১ লাখ ১৬ হাজার ডলার নিয়ে যাত্রাশুরু করেছিলাম । কিন্তু এই সময়ে অর্থ সঞ্চয় করতে গিয়ে আমরা সোসাইটির কার্যক্রম থামিয়ে রাখিনি গত ২০ মাসে বরং অত্যন্ত জমকালো আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করেছি, পবিত্র রমজানে নিউইয়র্ক সিটির বাঙালি অধ্যুষিত চারটি এলাকায় মোট ৮টি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছি। পাশাপাশি ইমিগ্রেশন সেমিনার, এনআইডি কার্ড সংক্রান্ত সেমিনারসহ বিভিন্নসামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছি। সোসাইটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তাঁর পরিবারের এই কঠিন সময়ে আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি। প্রয়োজন অনুযায়ী ফিউনারেল সহায়তা, সোসাইটির নিজস্ব কবরের ব্যবস্থা অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। এতসব কর্মসূচি, অনুষ্ঠান, সহযোগিতা ওজনকল্যাণমূলক ব্যয় করার পরও গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ন ডলার (৯ লাখ ১৯ হাজার ডলার)। রেকর্ড অনুযায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এ পরিমাণ অর্থ সোসাইটির একাউন্টে গচ্ছিত থাকার নজির নেই।

কমিউনিটির দায়িত্বশীল কারো কারো '৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার ব্যয়ের অভিযোগ ' সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং বিভিন্ন বক্তব্যে বলা হচ্ছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ নাকি বাংলাদেশ সোসাইটির ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার খরচকরেছে, এমনকি 'হরিলুট' করেছে। অত্যন্ত গুরুতর এই আর্থিক অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি বাব্যক্তিগত বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা হিসাব, নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতেকথা বলতে চাই। যারা এই অভিযোগ করছেন, তাদের প্রতি আমাদেরস্পষ্ট আহ্বান বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার খরচ বাআত্মসাৎ করেছে, এর পক্ষে ন্যূনতম কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলেতা সোসাইটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করুন। আমরা সেই প্রমাণকেস্বাগত জানাব এবং প্রকাশ্যেই তার জবাব দেব। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এতবড় আর্থিক অভিযোগ বারবার প্রচার করা কোনোভাবেই দায়িত্বশীলআচরণ হতে পারে না।

তিনি বলেন, সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তির বড় আয়োজন, গত দুই বছরেবাঙালী অধ্যুষিত চারটি এলাকায় ৮টি ইফতার মাহফিল, দুটি একুশেফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান, দুই দুইটি বাংলা স্কুল পরিচালনা খরচ এবং আরওবহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আমরাপরিচালনা করেছি। একই সময়ে অফিস পরিচালনা ও সোসাইটির নিয়মিত কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল। জানুয়ারী ২০২৫ থেকেআগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত আমাদের হিসাব অনুযায়ী, সোসাইটির নিয়মিতঅপারেটিং ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার ৪৭ ডলার এবং বিভিন্নঅনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার ৪১৮ ডলার ।অর্থাৎ সব মিলিয়ে ব্যয়ের হিসাব ৫ লাখ ২৫ হাজার ৪৬৫ ডলার, ৭ লাখ২৫ হাজার ডলার নয়। অথচ ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার 'হরিলুটের' যেঅভিযোগ প্রচার করা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাস্তব হিসাবের মিল কোথায়?

বাংলাদেশ সেন্টার ক্রয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এনিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান কার্যকরী পরিষদের অন্যতম প্রধাননির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গবাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, পূর্ববর্তী দায়দেনা সমন্বয়ের পর আমাদের কার্যকর আর্থিক অবস্থান ছিলমাত্র ১ লাখ ১৬ হাজার ডলার। আমাদের বিশ্বাস ছিল সৎ উদ্দেশ্য, সঠিক পরিকল্পনা এবং কমিউনিটির সহযোগিতা থাকলে এই স্বপ্নবাস্তবায়ন সম্ভব। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জ্যামাইকা এলাকায় একটিভবন আমাদের পছন্দ হয়। *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির একটি ডলারও অপচয় হয়নি বরং বর্তমান কমিটি বিদায়ের সময় তহবিলে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবে - সংবাদ সম্মেলনে কার্যকরী পরিষদ

অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কমিউনিটিরসুবিধাসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পরকার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আলোচনায় ক্রয় প্রক্রিয়াএগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের অ্যাটর্নির মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর২০২৫ শর্তসাপেক্ষ ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সোসাইটির পক্ষ থেকে ২লাখ ডলার ডিপোজিট প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজারডলার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ব্যক্তিগতভাবেঅনুদান হিসেবে প্রদান করেন। চুক্তিটি ছিল শর্তসাপেক্ষ। ভবনটিতেকিছু ভায়োলেশন ও অন্যান্য অসঙ্গতি ছিল এবং সেগুলো সমাধানেরশর্তেই আমরা এগিয়েছিলাম। পরবর্তীতে বিক্রেতা পক্ষ নির্ধারিত শর্তপূরণ করতে না পারায় সোসাইটির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা চুক্তি বাতিলকরি এবং সম্পূর্ণ ২ লাখ ডলার ডিপোজিট ফেরত নিয়ে আসি। তিনিবলেন, আমরা কখনো বলিনি, 'ভবন কিনে ফেলেছি।' আমরাবলেছিলাম 'প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেছি' কারণ শর্তসাপেক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরএবং ২ লাখ ডলার ডিপোজিট প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবেই ক্রয় প্রক্রিয়াশুরু হয়েছিল। আমাদের অনুরোধ একটাই অভিযোগের আগে তথ্যযাচাই করুন। বাংলাদেশ সেন্টার কোনো ব্যক্তি বা একটি পরিষদের স্বপ্ননয়; এটি আমাদের পুরো কমিউনিটির এবং আগামী প্রজন্মের জন্যএকটি স্থায়ী ঠিকানা গড়ার স্বপ্ন।

সোসাইটির ভবনের ভায়োলেশন ও জরিমানা নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যসম্পর্কে তিনি বলেন, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই এইভায়োলেশনগুলো বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সময়ে সৃষ্টি হয়নি এবংএর বিপরীতে আরোপিত জরিমানাও আমাদের মেয়াদকালের নয়।আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় এগুলো পূর্ববর্তী সময় থেকেউত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। এ সংক্রান্ত তথ্য নিউইয়র্ক সিটির সংশ্লিষ্টদপ্তরের পাবলিক রেকর্ডে রয়েছে; যে কেউ চাইলে তা যাচাই করতেপারেন। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেখতে পাই, সোসাইটির ভবনেরওপর পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন ভায়োলেশন বাবদ প্রায় ৮২ হাজারডলারের মত জরিমানা রয়েছে। বছরের পর বছর এক কমিটি থেকেআরেক কমিটির কাছে বিষয়টি চলে এসেছে, কিন্তু এর স্থায়ী সমাধানহয়নি। তিনি বলেন, আমরা চাইলে দায়িত্ব নিয়েই সোসাইটির অর্থ থেকেপুরো জরিমানা পরিশোধ করে বিষয়টি শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তুআমরা মনে করেছি, সেটি সোসাইটির অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে না।যে অর্থ সোসাইটির সদস্যদের, সেই অর্থ থেকে এক ডলার খরচ করারআগেও আমাদের দেখতে হবে আইনসম্মতভাবে সেই ব্যয় কমানোর বাএড়ানোর কোনো সুযোগ আছে কি না। এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরাদায়িত্ব গ্রহণের পর একটি পেশাদার ফার্মকে নিয়োগ দিয়েছি। যেহেতুবাংলাদেশ সোসাইটি একটি নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠান, তাই আইনগতভাবেজরিমানা কমানো, সমন্বয় করা কিংবা সম্ভব হলে সম্পূর্ণ মওকুফেরকোনো সুযোগ রয়েছে কি না সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ ধরনেরপ্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, এবং কাজটি এখনো চলমান। তিনি আরোবলেন, আমাদের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে প্রায় ৮২ হাজার ডলারেরজরিমানার পরিমাণ কমিয়ে প্রায় ৩১ হাজার ডলারে নিয়ে আসা হয়েছে।

বার্ষিক ইফতার মাহফিলের ব্যয় নিয়ে তোলা অভিযোগ-কে 'ভুল ব্যাখ্য ওবিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটিরবার্ষিক ইফতার মাহফিল নতুন কোনো আয়োজন নয়। যুগ যুগ ধরে এটিসোসাইটির একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত সংবেদনশীল ধর্মীয়-সামাজিকআয়োজন। তবে অতীতে এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুষ্ঠিতহতো। সময়ের সঙ্গে বাস্তবতা বদলেছে। আজ নিউইয়র্কের বিভিন্নএলাকায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস। সেই বাস্তবতাকেসামনে রেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সোসাইটি যদি সবার হয়, তাহলে সোসাইটির আয়োজনও সবার দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে। এটিআমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিরও একটি অংশ ছিল। তাই একটিএলাকায় একটি বড় অনুষ্ঠান করে নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধনা রেখে, বাঙালী অধ্যুষিত চারটি এলাকায় ইফতার মাহফিল নিয়েগিয়েছি। গত দুই বছরে আমরা মোট ৮টি ইফতার মাহফিল আয়োজনকরেছি, যাতে সাধারণ সদস্য, পরিবার, শিশু-কিশোর, নতুন প্রজন্মসহকমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ সহজে অংশ নিতে পারেন।

তিনি বলেন, অভিযোগে বলা হচ্ছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ইফতারমাহফিলে প্রায় ৮৯,০০০ হাজান ডলার খরচ করেছে। সংখ্যাটি মোট ব্যয়হিসেবে ঠিক, কিন্তু যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেখানে পুরো চিত্রটিবলা হচ্ছে না। এই ৮৯,০০০ হাজার ডলার একটি ইফতার মাহফিলেরখরচ নয়; এটি দুই বছরে চারটি এলাকায় অনুষ্ঠিত মোট ৮টি ইফতারমাহফিলের সম্মিলিত ব্যয়। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ৪২ হাজার ৫৭০ডলারের বেশি এসেছে স্পন্সর ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতা থেকে। এরএকটি উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়েছেন আমাদের বোর্ড অব ট্রাস্টি এবংকার্যকরী পরিষদেও কর্মকর্তরা। অর্থাৎ সোসাইটির নিজস্ব ফান্ড থেকে৮টি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ৪৬ হাজার ৪৩০ ডলার, গড়ে প্রতিটি ইফতার মাহফিলে মাত্র ৫,৮০৩.৭৫ ডলার।

সোসাইটির কর্মকর্তাদের নামে ইস্যুকৃত চেক সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদকমোহাম্মদ আলী বলেন, এনিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করাহচ্ছে। সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় এমনকিছু জরুরি খরচ আসে, যেখানে নগদ অর্থে পেমেন্ট করতে হয়। অথচসোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ইচ্ছামতো নগদ অর্থ উত্তোলন করেখরচ করার প্রচলিত ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রয়োজনে সভাপতি, সিনিয়রসহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ কিংবা অন্যকোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিজের পকেট থেকে সোসাইটির অনুমোদিতখরচটি পরিশোধ করেন। পরে সেই খরচের যথাযথ রসিদ বা ভাউচারজমা দেওয়ার পর তা যাচাই-বাছাই করা হয় এবং ব্যয়টি সঠিক প্রমাণিতহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তার নিজের খরচ করা অর্থ ফেরত দেওয়ারজন্য তার নামে চেক ইস্যু করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা, হিসাব ও অডিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশসোসাইটি কোনো ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না; এটি পরিচালিত হয়এর গঠনতন্ত্র ও বিধি অনুযায়ী। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সেই নিয়মমেনেই দায়িত্ব পালন করছে এবং মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত সেভাবেইপরিচালনা করবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গত ডিসেম্বর মাসে আমরাবার্ষিক সাধারণ সভা করেছি। সেখানে সিপিএ রিপোর্টসহ সোসাইটিরআয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফিউনারেল সার্ভিস ও কবরের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি'র অভিযোগ সম্পর্কেমোহাম্মদ আলী বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শুনছি, বলা হচ্ছে বর্তমানকার্যকরী পরিষদ নাকি কবর বা ফিউনারেল সার্ভিসের অর্থ শেষ করেফেলেছে কিংবা সেই অর্থের কোনো হিসাব নেই। আমরা অত্যন্ত দায়িত্বেরসঙ্গে পরিষ্কার করে বলতে চাই এটি সঠিক নয়। একটি ডলারও হারিয়েযায়নি। অর্থের হিসাব আছে এবং অর্থ তার নির্ধারিত জায়গায় রয়েছে।বরং স্বচ্ছতা আরও নিশ্চিত করতে ফিউনারেল ও কবর সংক্রান্ত অর্থেরজন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবংকার্যকরী পরিষদে এ বিষয়ে রেজুলেশনও গৃহীত হয়েছে। এই খাতের অর্থএই ফান্ডেই থাকবে এবং ফিউনারেল ও কবরের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হবে।

কবর ক্রয়সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ১৬ ডিসেম্বর২০২৪ শপথ গ্রহণ করি এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০২৫থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পরব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানতে পারি, আমাদের শপথ গ্রহণের দিনই বিদায়ী কার্যকরী পরিষদের সময় একটি প্রতিষ্ঠানের কাছথেকে কবর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার প্রদান করাহয়েছিল। সেই অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়ায় গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন দেখা দেওয়ায়কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটিগঠন করা হয়। আমাদের আহ্বানে বিদায়ী পরিষদের তৎকালীনসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায়তাঁদের প্রক্রিয়াগত এবং সাংবিধানিক ভুলটি বুঝতে পারেন এবং অর্থফেরত আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তীতেবর্তমান কার্যকরী পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গেদফায় দফায় আলোচনা করে। আলোচনার পর তারা সম্পূর্ণ ২ লাখ ৪০হাজার ডলার কয়েকটি কিস্তিতে বাংলাদেশ সোসাইটিকে ফেরত দেওয়ারবিষয়ে সম্মত হন। তাঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য আমরাকৃতজ্ঞ।

অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের বিরুদ্ধেআরও কিছু অভিযোগ, অপবাদ, ভুল ব্যাখ্যা এবং অর্ধসত্য তথ্যবিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পর সেইপ্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, অধিকাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে; কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনোচলমান রয়েছে। বর্তমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, এবং মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ারসর্বোচ্চ চেষ্টা আমরা করে যাব।

লিখিত বক্তব্যেও সবশেষে মোহাম্মদ আলী কমিউনিটির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আসুন, বিভ্রান্তি নয় সত্যকে সামনে রাখি।

বিভাজন নয় ঐক্যকে শক্তিশালী করি। ব্যক্তির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠানকে রাখি, আর আগামী প্রজন্মের জন্য সবাই মিলে একটি সুন্দর বাংলাদেশসোসাইটি গড়ে তুলি'।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমরা গঠনতন্ত্র মেনেই সোসাইটি পরিচালনা করছি। একটি ডলারওতছরুপ হচ্ছে না, হবেও না। সকল আয়-বয়ের হিসাব রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির আগামীনির্বাচনের পর যে বা যারাই বিজয় হন না কেনো আমি তাদেওসহযোগিতা করবো এবং বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা হবেই ইনশাল্লাহ।

সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ সহ কয়েকজন কর্মকর্তার সংবাদ সম্মেলনেঅনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা সবাইকেজানিয়েছি। কে বা কারা কেনো আসলো না এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

সোসাইটি বা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেআইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে সোসাইটিরকর্তকর্তা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি সবার। আমরা সবাই মিলেসোসাইটিকে শক্তিশালী করতে চাই। চাই সত্য প্রকাশ হোক, সবাইসত্যটা জানুক। সবার কাছে তাই আশা করি।

সাংবাদিক সম্মেলন প্রসঙ্গে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়ার বক্তব্য

কার্যকরী কমিটি আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে অনুপস্থিত বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি এক বিবৃতিতে বলেছেন, সদস্যরা যদি বাংলাদেশ সোসাইটির অভ্যন্তরীণ অডিট (Internal Audit) দাবি করেন, তাহলে সেটি সোসাইটির জন্য কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং ৫০১(প)(৩) হিসেবে ফেডারেল ও স্টেট ট্যাক্স-ছাড় পাওয়া একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের হিসাবের স্বচ্ছতা দাবি করা, প্রশ্ন করা এবং অভ্যন্তরীণ অডিট চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের নির্বাহী কমিটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বিরোধ চলছে, সেখানে মূল বিষয় হচ্ছে-শুধু মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হবে, নাকি কোন অর্থ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় খরচ হয়েছে, তার বিস্তারিত হিসাবও দেখানো হবে।

কেন সদস্যরা Internal Audit চাইছেন?

একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে একজন Certified Public Accountant (CPA)-এর রিপোর্ট থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই রিপোর্ট সাধারণত মোট আয়, মোট সম্পদ এবং বিভিন্ন খাতে মোট কত অর্থ খরচ হয়েছে-এসবের একটি সামগ্রিক চিত্র দেয়।

এতে সাধারণত: প্রতিটি লেনদেনের বিস্তারিত তালিকা থাকে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কত অর্থ দিয়েছে, কাকে কত অর্থ দেওয়া হয়েছে, কোন অনুষ্ঠানে ঠিক কত অর্থ খরচ হয়েছে-এসব প্রতিটি লেনদেন আলাদাভাবে দেখা যায় না। বর্তমানে সদস্যরা Internal Audit চাইছে, কারণ গত ২০ মাসের বর্তমান কমিটির খরচ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ উঠেছে। সদস্যরা মূলত: জানতে চাইছেন-বড় বড় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন খাতে ঠিক কে অর্থ দিয়েছে এবং সেই অর্থ কোথ ায় ও কাকে দেওয়া হয়েছে।

যেসব হিসাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

বর্তমান কমিটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কমিউনিটির কিছু সদস্যের মধ্যে যে প্রশ্ন ও অসন্তোষ রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় হলো:

আর্থিক অসঙ্গতি নিয়ে বিতর্ক: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তারা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের জবাব দেন এবং অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেন।

খউউ স্ক্রিনে বিস্তারিত হিসাব দেখানোর বিষয়: সংবাদ সম্মেলনে প্রতিটি লেনদেনের বিস্তারিত হিসাব LED স্ক্রিনে দেখানোর যে দাবি করা হয়েছিল মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি পক্ষ থেকে সেটি গ্রহণ না করায় সমালোচকেরা বলেন যে সাধারণ সদস্যদের সামনে লেনদেনগুলো একে একে যাচাই করার সুযোগ হয়নি।

৳২৪০,০০০ নিয়ে প্রশ্ন: বর্তমান নেতৃত্ব আগের কমিটি থেকে পাওয়া ৳১৩৫,০০০ এর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরছে। কিন্তু সমালোচক ও অভ্যন্তরীণভাবে অভিযোগকারীদের দাবি, বাংলাদেশ সোসাইটির "Bangladesh Cemetery" প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও ৳২৪০,০০০ ফেরত পাওয়া অর্থের বিষয়টি যথেষ্টভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই অর্থও যদি সোসাইটির হাতে এসে থাকে, তাহলে মোট কত ডলার কমিটির কাছে ছিল তা বোঝার জন্য বক্তব্যর মাধ্যমে বলা এবং দেখানো উচিত।

Treasurer-এর দায়িত্ব কী?

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের Treasurer (কোষাধ্যক্ষ)-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো-প্রতিটি চেক বা অর্থপ্রদানের যথাযথ কাগজপত্র থাকা, সেটি অনুমোদিত হওয়া এবং প্রয়োজন হলে তার হিসাব যাচাই করা যায়-এটি নিশ্চিত করা। প্রত্যেকটি লেনদেন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, আহ্বায়ক কমিটির এর মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছে। তাই কোনো সদস্য যদি বিস্তারিত হিসাব দেখতে চান বা Internal Audit দাবি করেন, সেটিকে স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছতার একটি দাবি হিসেবে দেখা যেতে পারে। বর্তমান নির্বাচনকে ঘিরে অডিটের দাবি নিয়ে নির্বাচনী বিতর্ক তৈরি হয়েছে-এমন অভিযোগও রয়েছে। বর্তমান নেতৃত্ব তাদের আর্থিক হিসাব পরিষ্কার ও সঠিক বলে সদস্যদের কাছে তুলে ধরতে চাইছে। অন্যদিকে, সমালোচকেরা বলছেন, সদস্যদের বিস্তারিত হিসাব দেখার সুযোগ থাকা উচিত।

একটি সুস্থ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সঠিক হিসাব রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন থাকলে তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হলে সদস্যদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয় এবং অপ্রয়োজনীয় সন্দেহও কমতে পারে।

সহজ কথায় মূল কথা হলো

সদস্যরা Internal Audit চাইলে সেটি নিজেই কোনো সমস্যা নয়। বরং তারা জানতে চাইছেন, সোসাইটির অর্থ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় খরচ হয়েছে। শুধু মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, প্রয়োজন হলে বড় বড় লেনদেনের বিস্তারিত তথ্যও সদস্যদের সামনে তুলে ধরা-এটাই স্বচ্ছতার মূল উদ্দেশ্য।

আমি মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি যতদিন কোষাধ্যক্ষ থাকব হিসাব কে স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় তুলে ধরব যাতে মানুষ দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ
Happy Durga Puja 2026
Deb Chowdhury
Wahid Azad
Krisna Tithi
Toma
Rituporna Bannerjee
Biplab Mukherjee
Samiran Barua
Udipto
শারদীয় দুর্গোৎসব - ২০২৬
পূজা মন্ডপঃ অঙ্গন পার্টি হল
Puja Venue: Angan Party Hall
89-16 175th Street (Ground Floor), Jamaica, NY 11432
তারিখঃ ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে থাকবে দেবী আরাধনা, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে
দুই বাংলার শিল্পীদের নিবেদিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাথে থাকবে এই প্রজন্মের নিবেদিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।
RITU
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SWAPNIL
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
নৃত্যাঞ্জলি
বিনীত
রীনা সাহা
সভাপতি
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আদাকালো
রতন দাশ
সাধারণ সম্পাদক
347-898-7748
SUNVI, ADRITA, ONINDITA & SUPTI
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), পূর্নচন্দ্র মুখার্জি (অপু) (৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪), তনিমা দাস (৩৪৭-৯৩৩-৯০১৪), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬), অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১), কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), মৌগন্ধা আচার্য্যী (৭১৮-৩০০-০৯৮১), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), তানিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১), সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মিন্টু চৌধুরী (৩৪৭-৫০০-৮৫০৭), দেবশ্রী সাহা (৯১৭-৩৭৮-০০১৪)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক

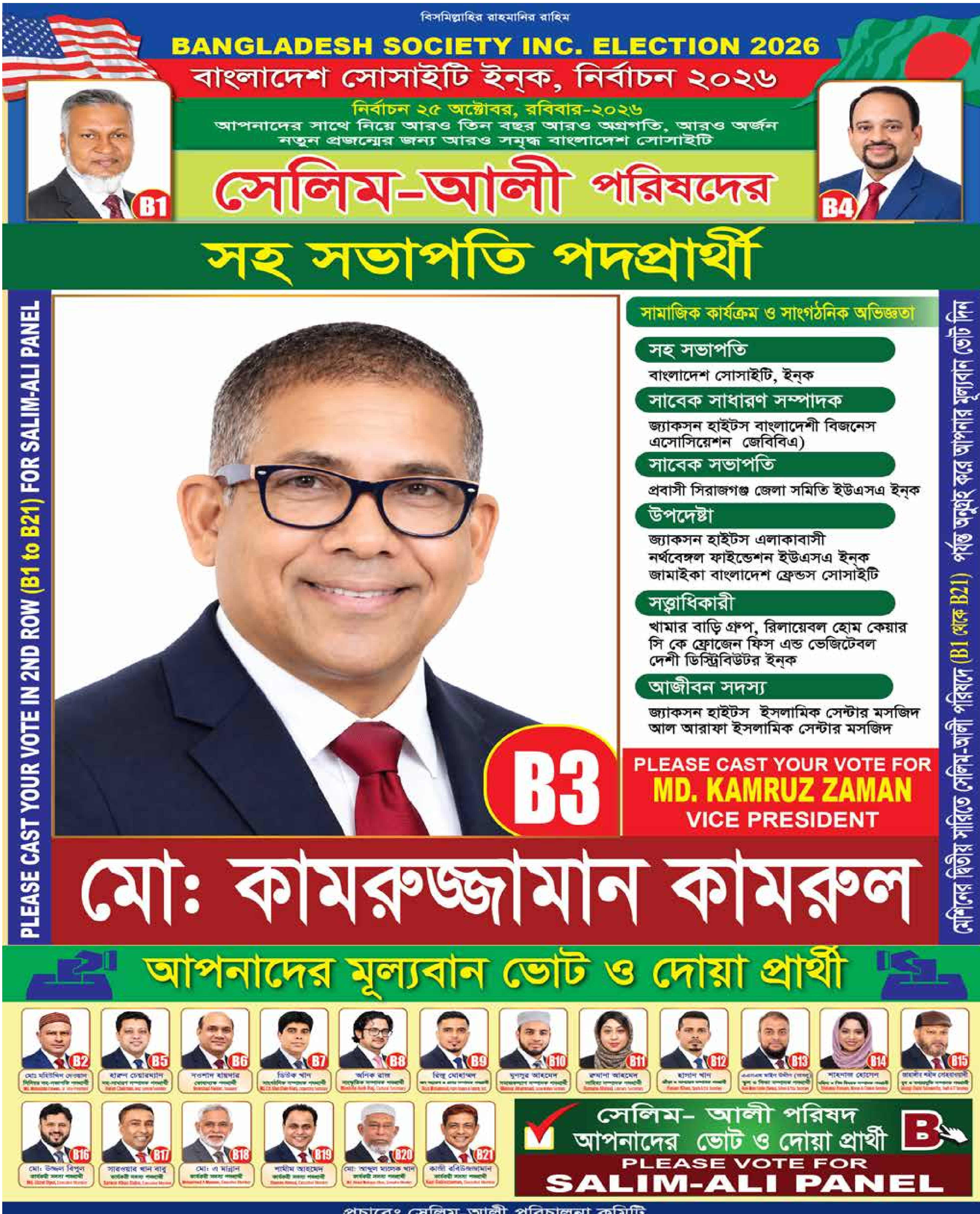
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইনক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্ত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ, রিলায়েবল হোম কেয়ার
সি কে ফ্রোজেন ফিস এন্ড ভেজিটেবল
দেশী ডিস্ট্রিবিউটর ইনক
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
B3
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. KAMRUZ ZAMAN
VICE PRESIDENT
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

টাইম টিভি’ এক যুগ ও বাংলা পত্রিকা’র ৩০ বছর পূর্তিতে কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফ্রিসসহ বক্তারা

যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করছে বাংলাদেশী কমিউনিটি

পরিচয় ডেস্ক: পরিশ্রম, উদ্যোক্তা মনোভাব, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়েনিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। বাংলাদেশী আমেরিকানরা এই দেশেরঅগ্রগতির অংশীদার, তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পাশে থাকতে হবে। টাইম টেলিভিশনের এক যুগ ওবাংলা পত্রিকা’র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান ওপ্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় নেতা হাকিম জেফ্রিস বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদান তুলে ধরেএ অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারাও কমিউনিটির অগ্রযাত্রার টাইম টেলিভিশন ও প্রশংসা করেনাগরিক অংশগ্রহণ, নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এবং স্বাধীন গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরের বলরুমে দিনব্যাপী এইঅনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেলে মূল পর্ব শুরু হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতপরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এর আগে অপরাহ্নে ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের টাইটেলস্পন্সর ও ফ্লোরিডার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির হোসেন। এতে মূলধারার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিরুপপ্রকৃতি উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে ঘিরে ছিল বিজনেসএক্সপো, একাধিক সেমিনার, শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বাংলা পত্রিকা’র তিন দশক এবংটাইম টেলিভিশনের এক যুগের পথচলা উদ্যাপনের পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে প্রবাসীদের অর্জন, বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের করণীয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু, বাংলাদেশব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য জেসিকা গনজালেজ রোহাস ও প্যাট্রিক মার্টিনেজ, অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর ও ফ্লোরিডারবিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক শ্রী শ্রীনিবাসন, নিউজার্সির মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গোলামএম. মাতবর, পার্কচেস্টারের রিয়েল এস্টেট এর কর্ণধার সালেহউদ্দিন সাল, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, এটর্নি মীর মিজানুর রহমান, বাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈনচৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর শওকত আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, ডাক্তার বর্নালী হাসান, আরমান চৌধুরী সিপিএ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুলইসলাম, রিয়েল এস্টেট ইন্সট্রাক্টর আজিজুলহক মুন্না এবং নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তরুণ বক্তা নাবিল এইচ মুহিত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, মঈনুদ্দীন নাসের, মাহমুদ খান তাসের, সাঈদ তারেক, বাংলা পত্রিকা’র সাবেক বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক হককথা ও ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক যুগান্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণসম্পাদক মোহাম্মদ আলী, অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা মাফ মিজবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেকসভাপতি নার্গিস আহমেদ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজীহেলাল আহমেদ, ফার্মাসিস্ট সাহাব আহমেদ ও মোস্তাক আহমেদ, জাকির চৌধুরী সিপিএ, ডাক্তার জুন্নুনচৌধুরী, ডাক্তার ইনামুল হক এম সবুর, মিয়া মোহাম্মদ আবজাল, ব্রায়েন শীল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউররহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাগ-এরসভাপতি জয়নাল আবেদীন ও সাধারণ সম্পাদক শাহানা মাসুম, কবি ও লেখক এবিএম সালেহ উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুস শহীদ, কাজী ফৌজিয়া, মাজেদা উদ্দিন, আমীন মেহেদী, ঢাকা জেলাএসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, মূলধারার রাজনীতিকখোরশেদ খন্দকার, ব্যবসায়ী ও শেফ খলিলুর রহমান, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতিসোহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, ডেভিড সরকার, মীর মোহাম্মদ হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অবদানের স্বীকৃতির সঙ্গে উঠে আসেঅভিবাসীদের অনিশ্চয়তা, জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং কমিউনিটিররাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ।

বাংলা পত্রিকার তিন দশক ও টাইম টেলিভিশনের এক যুগের পথ চলাকে ঘিরে বক্তাদের অভিনন্দনের সঙ্গেউঠে আসে ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও। নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন, মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরা এবংপ্রজন্মের মধ্যে সংযোগ তৈরির কাজে দুই প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশী আমেরিকানদের অবদানের প্রশংসা করে হাকিম জেফ্রিস বলেন, এইকমিউনিটি পরিশ্রমী, উদ্যোগী, পরিবারকেন্দ্রিক, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল এবং দেশপ্রেমিক।ব্যবসা, পেশা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা নিউইয়র্ক সিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করছেন।নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশি আমেরিকানদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকারকরেন তিনি।

হাকিম জেফ্রিস তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশী আমেরিকান কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামেরআত্মত্যাগ স্মরণ করে বলেন, তাঁর জীবন ও আত্মত্যাগ নিউইয়র্কের সেরা মূল্যবোধ এবং বাংলাদেশীঅভিবাসী কমিউনিটির অবদানের প্রতিফলন। বিভিন্ন দেশ ও পটভূমি থেকে আসা মানুষের ঐক্যইযুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অভিবাসন প্রসঙ্গে জেফ্রিস বলেন, আইসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সামগ্রিক অভিবাসন সংস্কারেরজন্য তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভিবাসীদের অবদান কুইন্স, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক সিটি ও যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধকরেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিনিধিপরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।

হাকিম জেফ্রিস বক্তব্যের শুরুতে এই আয়োজনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্টেট অ্যাসেম্বলীর সদস্য হিসেবে তিনি এই অনুষ্ঠানে এসেছেন, কংগ্রেস সদস্য হিসেবেও অংশ নিয়েছেন।এবার উপস্থিত হয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক নেতা হিসেবে। টাইম টেলিভিশন ও বাংলাপত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশ নিতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি প্রতিষ্ঠান দুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকেঅভিনন্দন জানান।

জেফ্রিসের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় স্বাধীন কমিউনিটি সাংবাদিকতা। তিনি বলেন, নিজের কমিউনিটি, সিটি ও দেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত রাখতে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকাকাজ করছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য। জনগণের সরকারনিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বকে সম্মান করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী রক্ষার অঙ্গীকার করে জেফ্রিস বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবিষয়ে যা-ই বলুন, প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটরা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে যাবেন।প্রতিকূলতার মধ্যেও সত্য তুলে ধরার জন্য টাইম টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে জেফ্রিস অভিযোগ করেন, অর্থনীতি, সরকারি শিক্ষা, খাদ্যসহায়তা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আইন মেনে চলা অভিবাসী কমিউনিটিরিপাবলিকানদের নীতির চাপের মুখে রয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও মানুষেরদৈনন্দিন জীবন এখনও ব্যয়বহুল বলে মন্তব্য করেন তিনি। ব্যয় কমানো, স্বাস্থ্যসেবা সাশ্রয়ী করা এবংঅভিবাসী পরিবারগুলোর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এই কংগ্রেস নেতা।

টাইম টেলিভিশনের এ দীর্ঘযাত্রায় সিইও আবু তাহের ও পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরুসহ সকলেরঅবদান স্মরণ করে বিশেষ ধন্যবাদ জানান হাকিম জেফ্রিস।

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেবলেন, এই কমিউনিটি যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে। বহু বাংলাদেশীআমেরিকানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা তাঁর জন্য সম্মানের। টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার অগ্রযাত্রায়আবু তাহের এবং সংশ্লিষ্ট সবার অবদানের প্রশংসা করেন তিনি।

বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন দাবির পক্ষে নিজের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে গ্রেস মেং ঈদের দিনফেডারেল ছুটির স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগের কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের লক্ষ্য ও আদর্শসমর্থন এবং হালাল খাবারের প্রাপ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন। ইসলামবিদ্বেষ মোকাবিলাএবং হুমকি ও আক্রমণ থেকে কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখার কাজে পাশে থাকার অঙ্গীকার জানান তিনি।

গ্রেস মেং অভিযোগ করেন, বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি কমিউনিটির মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবংকর্মজীবী পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা আরও ব্যয়বহুল করেছে। স্ন্যাপ, মেডিকেইডসহ প্রয়োজনীয় কর্মসূচিতেকাটছাঁটের সমালোচনা করেন তিনি। এসব নীতির নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে কাজকরার ওপর জোর দিয়ে বাংলাদেশী আমেরিকানদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য জেসিকা গনজালেজ রোহাস বলেন, কুইন্সের বাংলাদেশী কমিউনিটিরশক্তিশালী কণ্ঠ তুলে ধরতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার মতোগণমাধ্যম মানুষের মতামত, দাবি ও নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসে। কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোগণতান্ত্রিক আলোচনার কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান দুটির ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু এই আয়োজনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে দুই প্রতিষ্ঠানকেঅভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীদের উদযাপন নয়, কমিউনিটিরজন্যও এটি আনন্দের উপলক্ষ। আবু তাহের ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন তিনি।

প্যাট্রিক মার্টিনেজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা কমিউনিটির জন্য স্থানীয় সংবাদ ওতথ্যপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকতা মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।সংবাদমাধ্যমের প্রতি আস্থা নানা চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা অবস্থায় কমিউনিটির নিজস্ব গণমাধ্যমকে সমর্থনঅব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সাংবাদিকতা শিক্ষক শ্রী শ্রীনিবাসন আবুতাহেরের সঙ্গে ১৯৯২ সাল থেকে পরিচয়ের স্মৃতিচারণা করেন। বাংলা পত্রিকা থেকে টাইম টেলিভিশনপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর অগ্রযাত্রা কাছ থেকে দেখার কথা জানান। বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি নিউইয়র্কও বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রের সমাজেও এই উদ্যোগের সেবামূলক ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শ্রীনিবাসনের বক্তব্যে গুরুত্ব পায় ভুল তথ্য ও উদ্দেশ্যমূলক অপতথ্য প্রতিরোধ। তিনি বলেন, এই সমস্যামোকাবিলায় সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্যেরবিপরীতে নির্ভরযোগ্য সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেওয়াএবং টাইম টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিষ্ঠান দুটির পেশাদারত্ব ও কাজেরমানের প্রশংসা করেন তিনি। পাঠক, দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখারআহ্বানও জানান।

বাংলাদেশী আমেরিকানদের নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন অধ্যাপক ড. গোলাম এম. মাতবর। তিনি প্রশ্ন রাখেন, কমিউনিটির ক্ষমতায়ন কি শুধু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক আয়োজন কিংবা জনসংখ্যার আকার দিয়ে পরিমাপ করা যায়? এসব গুরুত্বপূর্ণ হলেও নাগরিকজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নতুন নেতৃত্ব তৈরির বিষয়টিও সমানভাবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রথম প্রজন্মের অবদান স্মরণ করে ড. মাতবর বলেন, তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে ব্যবসা গড়েছেন, পরিবারপ্রতিষ্ঠা করেছেন, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং কমিউনিটির প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড় করিয়েছেন। পরবর্তীপ্রজন্ম সেই ভিত্তি আরও বিস্তৃত করেছে। এখন প্রয়োজন নেতৃত্ব ও জনসেবার সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালীকরা। যোগ্য নাগরিকদের ভোটার নিবন্ধন, প্রার্থী ও নির্বাচনী বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সব পর্যায়ের নির্বাচনেঅংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। তবে নাগরিক সম্পৃক্ততাকে শুধু ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখারপরামর্শ দেন। স্থানীয় সরকারের কাজ বোঝা, জনসভায় অংশ নেওয়া, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গেযোগাযোগ রাখা এবং স্কুল বোর্ড, পরিকল্পনা বোর্ড, বিভিন্ন কমিশন ও কমিউনিটি সংগঠনে দায়িত্ব পালনেরওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

রাজনৈতিক মতভিন্নতা প্রসঙ্গে ড. মাতবর বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান, স্বতন্ত্র এবং কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন, এমন মানুষও রয়েছেন। এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে হবে। মানুষকেকোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা বলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সুযোগ নিশ্চিত করাই দায়িত্ব।

নেতৃত্ব বিকাশে বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিক নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা একই ধরনের কর্মসূচি গড়েতোলার প্রস্তাব দেন ড. মাতবর। তরুণ পেশাজীবী, শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবীদের একত্র করে বক্তৃতা, সরকার পরিচালনা, জননীতি, নৈতিকতা, যোগাযোগ এবংজনসেবার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলেন তিনি। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অভিজ্ঞদের পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন ড. মাতবর। তিনিবলেন, অভিজ্ঞ নেতাদের উচিত নতুনদের সঙ্গে নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, প্রয়োজনীয়মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ভুল এড়িয়ে চলতে সাহায্য করা। সবাইকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে হবেএমন নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজে দায়িত্ব পালন করেও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করাযায়। শিক্ষার্থী থেকে স্বেচ্ছাসেবী, স্বেচ্ছাসেবী থেকে কমিউনিটি সংগঠক এবং সেখান থেকে বৃহত্তর দায়িত্বেএগিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিক সুযোগ তৈরি করা জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সালেহউদ্দিন সাল নিজেকে টাইম টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শক হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবাদের পাশাপাশি সিটি হল থেকে হোয়াইট হাউস, জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে অভিবাসনপরিস্থিতি, স্থানীয় ব্যবসা ও কমিউনিটির ঘটনা তুলে ধরছে চ্যানেলটি। প্রবাসীদের তথ্যসমৃদ্ধ ও পরস্পরেরসঙ্গে যুক্ত রাখতে এই সংবাদসেবা ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফ্লোরিডা থেকে আগত নতুনপ্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী তরুণ বক্তা নাবিল এইচ মুহিত বলেন, সমাজে পরিবর্তন আনতে বড় পদ বাবিপুলসংখ্যক অনুসারী থাকা জরুরি নয়। ছোট উদ্যোগও অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। নেতৃত্বের অর্থশুধু নিজের সাফল্য নয়, অন্যদের এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করাও। বয়স যেন অংশগ্রহণের বাধা না হয়, সেইআহ্বান জানিয়ে ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা ও সমস্যা সমাধানের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথাবলেন তিনি।

টাইম টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এবং বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক আবু তাহের অতিথি, দর্শক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফ্রিসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসম্পর্ক, স্টুডিওতে তাঁর বিভিন্ন সময়ের উপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে অংশ নেওয়ার স্মৃতি তুলেধরেন। ব্যস্ততার মধ্যেও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় হাকিম জেফ্রিস ও গ্রেস মেংসহ অতিথিদের ধন্যবাদ জানানতিনি। এছাড়াও তিনি টাইম টেলিভিশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেন।

অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠান দুটির পথচলার ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশনা, অতিথিদের শুভেচ্ছা এবং মঞ্চে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মিডিয়া দু’টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীরঅনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রবাসী কমিউনিটির মিলনস্থল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনা করেন প্রবাসের জনপ্রিয়শিল্পী করিম হাওলাদার, রন্টি দাস, কৃষ্ণা তিথি, রেশমী মির্জা, টিনা রাসেল, আফজাল, নাহিদ সুলাতানাপ্রমুখ।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, নিউজ প্রেজেন্টারদিমা নেফারতিতি ও সাদিয়া খন্দকার এবং ডাক্তার সৈয়দ আল আমীন রাসেল। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেনমেরী জোবাইদা, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও আবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে অতিথি ও আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনায় ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন এস্টোরিয়া এয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ। - খবর ইউএনএ-র

জ্যামাইকায় ৩ শতাধিক মানুষের মাঝে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের খাদ্য বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে মানবসেবায় নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব।

নিউইয়র্কে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করার ধারাবাহিকতায় 'ফুড ফর এ স্ট্রেংগার কমিউনিটি এবং সার্ভিং আওয়ার কমিউনিটি টুগেদার' স্লোগানকে সামনে রেখে ঐদিন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই মানবিক কার্যক্রমে প্রায় ৩ শতাধিক নারী-পুরুষদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে চাল,ডাল,আলু পেয়াজ,লবন,ভোজ্য তেলসহ নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী। কর্মসূচিটি জ্যামাইকার জনপ্রিয় বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন খামার বাড়ি সুপার মার্কেট প্রাঙ্গণে (১৮৩-১৯ হিলসাইড এভিনিউ,নিউইয়র্ক ১১৪৩২) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানবিক এই প্রকল্পটিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রজেক্ট কমিটি সক্রিয় থেকে কাজ করেছে। কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন লায়ন কাজী এম আর খান সেলিম। বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি এবং আসন্ন সোসাইটির নির্বাচনে একই পদের প্রার্থী ও খামার বাড়ি গ্রুপের অন্যতম পরিচালক লায়ন মো. কামরুজ্জামান কামরুল কনভেনর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য প্রার্থী রিয়েলটর লায়ন সরওয়ার খান বাবু। সমগ্র আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল (এমজেএফ) এবং সাধারণ সম্পাদক লায়ন মাসুদ রানা তপন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট লায়ন এড.মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিব, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলীয়ান, ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি লায়ন মশিউর রহমান, ক্লাব ট্রেজারার লায়ন এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, লায়ন এম. এস. আলম,লায়ন মফিজুর রহমান, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী লায়ন নওশাদ হায়দার, লায়ন জাকির হোসেন জুয়েল, লায়ন তমাল হোসাইন, লায়ন মিজানুর রহমান, লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর, লায়ন আবুল কাশেম চৌধুরী, লায়ন বেলাল আহমেদ, লায়ন আব্দুল খালেক, লায়ন এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু,লায়ন আবদুল খালেক, লায়ন মোঃ মার্ক হাসান,লায়ন হালিম আব্দুল্লাহ কামরুল,লায়ন মোঃ শফিকুল ইসলাম,লায়ন তাসকিন এইচ. বেলাল প্রমূখ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল (এমজেএফ) এবং সাধারণ সম্পাদক লায়ন মাসুদ রানা তপন জানিয়েছেন, লায়ন্স ক্লাবের মূল আদর্শ 'উই সার্ভ' (আমরা সেবা করি) ধারণ করে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এই ফুড ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য। মানবিক এসকল কার্যক্রমে ভবিষ্যতেও সদস্যদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন ক্লাব নেতৃবৃন্দ। কর্মসূচিটি সফল করতে যাঁরা উপস্থিত থেকে সময়, শ্রম ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

KHAN'S TUTORIAL
KT
30 YEARS OF EXCELLENCE
SHSAT Summer
Add-Ons
Boost SHSAT Acceptance Chances
Year Round · 2 Days/Week
Workshop
Friday or Sunday
• Diag/CAT exam retakes (E-H)
• Advanced ELA & Math
• Top test taking strategies
• Highest admissions rate
May to October 2026
2026 Summer · 4 Days/Week
Bootcamp
Tuesday to Thursday
• Diag exam retakes (A-D)
• Intensive summer weekdays
• Best for Class B students to boost Diag scores
Tues June 30 to Thurs August 20, 2026
Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★
Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★
Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!
5,005+
Students placed in Specialized High Schools.
Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

নিউ ইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে "বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: : নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী " সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করাহয়েছে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও প্যানেলের প্রার্থীদের উপস্থিতিতে দোয়ামাহফিলের মধ্যদিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের ১০১ এভিনিউর উপর নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আল আমানমসজিদের ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম। দোয়ায় সোসাইটির সাবেকসভাপতি কামাল আহমেদ সহ পরলোকগত সকল মুসলিমের বিদেহীআত্মার মাগফেরাত কামনা এবং 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জিয় কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী। সভায়কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী, প্রধান উপদেষ্টা ছমির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্মআহ্বায়ক দুলাল মিয়া হাজী এনাম, সদস্য সচিব জে মোল্লা সনি সহ ইঞ্জিনিয়ারএ এম এ খালেক, তাজু মিয়া, এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদপ্রার্থী ও বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্যপ্রার্থীর মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষপদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান , জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি প্রয়াত কামাল আহমেদ এর কন্যা রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদেএএসএম মাইন উদ্দিন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যে মো. উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, মো. এ মান্নান, মোঃ আব্দুল মালেকখান ও কাজী রবিউজ্জামান।

কমিউনিটি নেতা গহর কুনু চৌধুরী, করীম চৌধুরী, রোকন হাকিম, গণেশ কীর্তনীয়া সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলেরওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন ।

সভায় বক্তারা 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে সোসাইটির যোগ্য ও সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিসের মাধ্যমেনির্বাচনী সকল কর্মকান্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে ২৫ অক্টোবরের নির্বচনেবিজয়ী করার অঙ্গীকার করেন।

অপরদিকে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদকমোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীরা তাদের বক্তব্যে কারো কথায় বিভ্রান্তনা হয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরে সেলিম-আলী প্যানেলকে আরোশক্তিশালী করে বিজয়ী করার আহ্বান জানান। সেলিম-আলী বলেন, প্রবাসী সকল বাংলাদেশীর সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। আমরাকারো বিরুদ্ধে বলতে চাই না। কেননা, সবাই আমরা সোসাইটির ভালোচাই। তাই সত্য প্রকাশ করতে হবে। আজ সোসাইটির সংবাদ সম্মেলনেরমধ্য দিয়ে সখর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আয়-ব্যয় তুলে ধরা হয়েছে।সোসাইটির একটি অর্থও নষ্ট করা হয়নি। বরং বর্তমান কমিটির মেয়াদশেষ হওয়ার সময় সোসাইটির ফান্ডে এক মিলিয়ন ডলার গচ্ছিত থাকবেবলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ।

ফ্লাইদুবাইয়ের সহ-পাইলট 'সন্ত্রাসী

১৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারের জন্য বিমানের ককপিটে সংরক্ষণ করা হয়।

পশ্চিমা ও উপসাগরীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং এপি জানিয়েছে, আক্রমণকারী কো-পাইলট ওমানি নাগরিক হামাম আল-হাম্মামি। আমিরাতি কর্তৃপক্ষ তার পরিচয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি।

শুক্রবার (২ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছিল, উগ্র মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার সন্দেহে এর আগে ওমান তাকে বিমান ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

দুবাই থেকে তেল আবিব যাওয়ার ফ্লাইটে হামলার পর কীভাবে ঘটনাটি ঘটে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মীদের অতীত কতটা যাচাই করা হয়, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

বিমানটিতে চারজন পাইলটসহ ১৮২ জন ছিলেন।

এই কো-পাইলট ক্যাপ্টেনকে ছুরিকাঘাত করার পর, কেবিনে থাকা অন্য দুই পাইলট বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেন এবং বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুকে নিরাপদে অবতরণ করান।

ওমানের উদ্বেগ থাকায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল

'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওমানের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ফ্লাইদুবাই ওই কো-পাইলটকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং তাকে আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে সংবেদনশীল রুটে বিমান চালানোর সুযোগ দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে আব্রাহাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।

সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, ওই পাইলটের উগ্রবাদী মতাদর্শে ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে ওমান অন্য কোনো দেশ বা এয়ারলাইনসকে জানিয়েছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তার উগ্রবাদী হয়ে ওঠার ধরন বা প্রকৃতিও স্পষ্ট নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন দুটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, চরমপন্থি মতাদর্শের কারণে গত বছর ওমানের জাতীয় এয়ারলাইন্সের চাকরি থেকে ওই কো-পাইলটকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সৌদি সম্প্রচারমাধ্যম আল আরাবিয়াও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে জানিয়েছে যে, ওমানি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছিল যে ওই কো-পাইলট চরমপন্থি মতাদর্শ পোষণ করতেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) এক ভিডিও বার্তায় বলেন, তারা জানেন যে ওই কো-পাইলট "ইসলামপন্থি উগ্রবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন" এবং বিমানটি বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

নেতানিয়াহু আরও বলেন, ওই কো-পাইলট অন্য কারও নির্দেশে কাজ করেছিলেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এর সঙ্গে যেই জড়িত হোক না কেন, তাকে "কঠিন মাশুল" দিতে হবে।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের এক কূটনীতিক বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ জানার চেষ্টা করছে যে ওমানি ওই কো-পাইলট "একা কাজ করছিলেন নাকি কোনো চরমপন্থি গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল।" - এপি, ডিপিএ, এএফপি

কী আছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের

১৫ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেক কম সময়ের প্রয়োজন হয়।

তবে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আরও পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

যার একটি হলো 'অর্থায়ন'। ধারণা করা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর জন্য ঋণসুবিধা দেবে।

আরেকটি হলো 'স্থানীয়করণ', যার মূল অর্থ হলো স্থানীয়ভাবে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থাপনা ও সরঞ্জাম তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা দেওয়া ও পরিচালনা করার সক্ষমতা।

আর 'পারমাণবিক দায়বদ্ধতা' বলতে, কোনো ভুল হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর দায় কতটুকু হবে তা বোঝায়।

বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হওয়ার পরে এসব নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা করতে হবে।

অন্য উপধারায় 'প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ মার্কিন বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি, জ্বালানি, সরঞ্জাম ও সেবার বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুযোগ খুঁজে দেখার' আগ্রহের কথা বলা হয়েছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, রাশিয়া নির্মিত পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য ইউরেনিয়ামের পেলেট কি যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিনতে হবে?

উত্তর হলো, না। সেটা এখনই করতে হবে না। অন্তত এই এমওইউয়ের জোরে তো নয়ই।

দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, 'এই সমঝোতা স্মারক দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোনো অধিকার বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না।' অর্থাৎ, এই সমঝোতা স্মারকের বিধান মেনে চলা পক্ষগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। একই ধারায় আরও বলা হয়েছে, এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম 'জাতীয় আইন ও বিধিমালা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টাও জোর দিয়ে বলেছেন, এই সমঝোতা স্মারক রূপপুরের কার্যক্রমে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আর পঞ্চম ধারায় বলা হয়েছে, 'এই সমঝোতা স্মারক কোনোভাবেই দুই পক্ষকে অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে একই ধরনের কার্যক্রমে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখে না।'

অর্থাৎ, দুই দেশের সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে, সে জন্য রাজনৈতিক পরিসর তৈরির লক্ষ্যেই এই সমঝোতা স্মারকের কাঠামোটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

২০২২ সালের মার্চে ফিলিপাইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সই হওয়া সমঝোতা স্মারকটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এবং সেটিও বাংলাদেশের সঙ্গে করা সমঝোতা স্মারকের মতোই। তবে, ফিলিপাইনের সমঝোতা স্মারকটিতে স্পষ্টভাবে 'পারমাণবিক শক্তির বেসামরিক ব্যবহারের বিষয়ে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতার জন্য একটি নতুন চুক্তির আলোচনা শুরুর অভিপ্রায়' উল্লেখ ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইন-যুক্তরাষ্ট্রের সেই '১২৩ চুক্তি' ২০২৩ সালে সই হয় এবং ২০২৪ সালের জুলাইয়ে কার্যকর হয়।

তবে, বাংলাদেশের সঙ্গে করা সমঝোতা স্মারকটিতে 'অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে এমন বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও যুক্ত হওয়ার' আগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ পাঁচ বছর এবং কোনো পক্ষ ছয় মাসের নোটিশ দিয়ে এটি বাতিল না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন হতে থাকবে।

এতে উল্লেখযোগ্য একটি গোপনীয়তার শর্তও রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, জাতীয় আইন বা বিধিমালায় ভিন্নভাবে নির্ধারিত না থাকলে 'কোনো পক্ষের লিখিত সম্মতি ছাড়া অন্য পক্ষ তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে এই সমঝোতা স্মারকের বিধান কিংবা এর কাঠামো বা বাস্তবায়নের আওতায় থাকা কোনো তথ্য বা নথি প্রকাশ না করার অভিপ্রায় রাখে'।

২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক সহযোগিতার এই সমঝোতা স্মারক কর্মসূচি চালু করে। ২০২১ সালে জাতিসংঘ এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ততদিনে বুলগেরিয়া, ঘানা, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও স্লোভেনিয়া এই স্মারক সই করে ফেলেছে। সংবাদ সূত্র দ্য ডেইলি স্টার

বাংলাদেশ সহযোগিতা চায়, অন্যের

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি, যারা উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাস ও কাজ করেন।' জ্বালানি সংগ্রহ করতে নতুন উৎস এবং নতুন ক্ষেত্রগুলোর দিকে নজর দিচ্ছি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দেশে আমাদের নিজস্ব গ্যাস এবং এলএনজির উৎস রয়েছে, যা এর আগে বা বিগত সরকারের আমলে কখনো অনুসন্ধান করা হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার আমরা ইতোমধ্যেই এর অনুসন্ধান শুরু করেছি। আমরা সৌরবিদ্যুতের দিকে নজর দিচ্ছি এবং প্রতিটি নাগরিককে জ্বালানির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি।' সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) 'নতুন করে গড়ে ওঠা এক বিশ্বে ক্ষমতা, প্রযুক্তি ও আস্থার পথচলা' স্লোগানে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার আর

১৪ পৃষ্ঠার পর

ভার্চুয়ালি কথা বলবে, মানে এগুলো ওয়ার্লেস অ্যাক্টিভিটিজ।

প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, তার (শেখ হাসিনার) এখন কিছুই নাই। এখন তো তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। নিজেকেও শেষ করে দিয়েছে, দলকেও শেষ করে দিয়েছে, পরিবারকেও শেষ করে দিয়েছে। বাংলাদেশে আর আসার কোনো চান্স নাই। যাদের তাড়িয়ে দেয়, এদের কিন্তু ফেরার চান্স খুব কম থাকে। মানে জিরো।

প্রতিমন্ত্রী কবির আরও বলেন, মানে পালিয়ে গেছে, বিতাড়িত হয়ে গেছে। শেষ, রাজনীতি শেষ। বিতাড়িত হইলে মানুষ ধরে রাখছে যে এদের আর কিছু নাই। এখানেই তাদের ইতি।

'এভাবে চলতে পারে না': স্পেনে

১৮ পৃষ্ঠার পর

কালেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভ্যালেন্সিয়ায় পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে।

শহরের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ভবন 'সিটি অব আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেস'-এর ভেতরে প্রায় ৩০ জন বিক্ষোভকারী ঢুকে পড়তে সক্ষম হলেও পরে পুলিশ তাদের বের করে দেয়। মাদ্রিদের ২৬ বছর বয়সী এক গ্রন্থাগারিক মার্কোস সাঁইজ এএফপি-কে জানান, তিনি আগে বন্ধুদের সাথে ৯০০ ইউরো (প্রায় ১,০০০ ডলার) ভাড়ায় দুই বেডরুমের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। কিন্তু এখন এক বেডরুমের একটি ফ্ল্যাটের ভাড়াই পড়ে ১,০০০ ইউরো-যা এই রাজধানীর গড় মাসিক বেতনের প্রায় অর্ধেক।

তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না কেউ এই লাগামহীন বাসা ভাড়া নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেবে, তত দিন আমি বিক্ষোভ চালিয়ে যাব। তা না হলে আমাদের সবাইকে মাদ্রিদ ছেড়ে চলে যেতে হবে, আর আমি মাদ্রিদের স্থানীয় ছেলে হয়ে সেটা হবে চরম আফসোসের বিষয়।'

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব

১৮ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘে অর্থায়ন কমে যাওয়া এবং বিশ্ব রাজনীতিতে জাতিসংঘের প্রভাব কমে যাওয়ার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। তবে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। তাদের সম্মতি পাওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৩ সদস্যের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে একজন প্রার্থীকে সুপারিশ করবে। এরপর সাধারণ পরিষদ সেই প্রার্থীকে অনুমোদন দেবে বলে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের ৮০ বছরের বেশি ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কোনো নারী মহাসচিবের দায়িত্ব পাননি। প্রার্থীদের নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অনানুষ্ঠানিক ভোট আরও কয়েক দফা চলতে পারে। এসব ভোটে সদস্যদের গোপন ব্যালটে প্রার্থীদের বিষয়ে 'সমর্থন', 'বিরোধিতা' অথবা 'মতামত নেই' এই তিন ধরনের অবস্থান জানাতে বলা হয়। সূত্র: রয়টার্স

স্পেনে আবাসন সংকট, রাস্তায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

আয়োজকদের হিসাবে সেখানে প্রায় ২ হাজার মানুষ ছিলেন।

বিক্ষোভ সমন্বয় করছে টেন্যান্টস ইউনিয়ন। সংগঠনটি ভাড়া ৫০ শতাংশ কমানো, অনির্দিষ্ট মেয়াদের ভাড়াচুক্তি এবং বড় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বাড়ি নিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনটির মুখপাত্র ভ্যালেরিয়া রাকু বলেন, সাধারণ মানুষ যা চায় এবং রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তার মধ্যে বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে।

মাদ্রিদের পাশাপাশি ভ্যালেন্সিয়া, বার্সেলোনা, সান সেবাস্তিয়ান, কাদিজ, লাস পালমাস দে গ্রান কানারিয়া ও দেশটির আরও কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। ভ্যালেন্সিয়ায় বিক্ষোভকারীরা একটি আবাসন বিনিয়োগ সম্মেলনের দিকে মিছিল করেন। সেখানে পুলিশি বাধা ভেঙে কয়েকজন কর্মকর্তা লক্ষ্য করে বস্তু ছুড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

আবাসন সংকট নিয়ে বিক্ষোভের মধ্যে শুক্রবার স্পেনের পার্লামেন্টে সরকারের দুটি আবাসনবিষয়ক প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়। ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রস্তাব দুটি আনা হয়েছিল।

প্রথম প্রস্তাবটি ১৭২ ভোটের বিপরীতে ১৭৮ ভোটে এবং দ্বিতীয়টি ১৬৬ ভোটের বিপরীতে ১৮৪ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। বিরোধী পিপলস পার্টি, ভক্স ও ইউপিএন প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। আর জুনৎস সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

যন্ত্রাংশ ও দক্ষ কর্মীর সংকটে ঝুঁকি

১৪ পৃষ্ঠার পর

এবং দুটি ৭৮৭-৯ মডেলের।

বোয়িংয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বিমানের বোয়িং উড়োজাহাজে কারিগরি ত্রুটির হার অস্বাভাবিক বেশি। এসব ত্রুটির কারণে অনেক ফ্লাইট বিলম্বিত হচ্ছে। এছাড়া উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় তিন গুণ পর্যন্ত বেশি সময় লাগছে।

বিমান ও বিশ্বের বোয়িংয়ের বহরে ১০টি সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়। এর মধ্যে বিমানের ৭৭৭ উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে মাত্র দুটির মিল পাওয়া গেছে। এগুলো হলো বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার শীতলীকরণ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি।

অন্যদিকে, বিমানের ৭৮৭ উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে চারটি সমস্যার মিল পাওয়া গেছে। এগুলো হলো জেনারেল প্রসেসিং মডিউল নামে পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার ইউনিটের ত্রুটি, মোটর চালু করার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সমস্যা এবং উড়োজাহাজের গতি কমাতে সাহায্য করা হাইড্রোলিক স্পয়লারের দুটি মোটর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ত্রুটি।

বোয়িংয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানের উড়োজাহাজে মূলত জটিল কারিগরি ব্যবস্থাগুলোতে বেশি সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজে যন্ত্রাংশের ক্ষয় ও পুরোনো হয়ে যাওয়ার কারণে বেশি সমস্যা দেখা যায়।

বিমানের ৭৮৭ উড়োজাহাজে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে ব্রেক সিস্টেম কন্ট্রোল ইউনিটে। এ ইউনিটে ত্রুটির হার বিশ্বজুড়ে একই মডেলের উড়োজাহাজের গড় হারের চেয়ে ১৪ গুণ বেশি। অথচ বিশ্বজুড়ে বোয়িংয়ের ৭৮৭ উড়োজাহাজের সবচেয়ে বেশি দেখা দেওয়া ১০টি সমস্যার তালিকায় ব্রেকের ত্রুটি নেই।

চাপে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার,

১৫ পৃষ্ঠার পর

ও ৪ হাজার ৪৪২ জন কর্মী।

ইউরোপের কিছু দেশেও কর্মী যাওয়া লক্ষণীয় হারে বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে পর্তুগালে গেছেন ১ হাজার ২৪৯ জন বাংলাদেশি কর্মী, যা আগস্টে ছিল ৬৯৫ জন। অন্যদিকে ইতালিতে গেছেন ১ হাজার ৯৭ জন, আগস্টে যে সংখ্যা ছিল ৮২৮ জন।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব টিপু সুলতান বলেন, চলতি বছর বিদেশে কর্মী যাওয়া কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত।

টিবিএসকে তিনি বলেন, 'তবে মূল সমস্যা হলো, উপসাগরীয় অঞ্চল ও মালয়েশিয়ায় কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়ে এলেও আমরা শ্রমবাজারে বিচিত্রতা আনতে পারিনি।' তিনি জানান, সম্ভাবনাময় কিছু গন্তব্যে এখনও অধিকাংশ বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির প্রবেশের সুযোগ নেই।

টিপু বলেন,ব্রুনাই ও জর্ডানের মতো শ্রমবাজারগুলো পুরোপুরি সরকারি সংস্থা বোয়েসেলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের বাজার মাত্র কয়েকটি এজেন্সির হাতে সীমাবদ্ধ।

'বেসরকারি খাত কাজ করতে না পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বোয়েসেলের সেই সক্ষমতাও নেই।'

তিনি আরও বলেন, কোনো সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে না রেখে সব শ্রমবাজারই যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক নূর জানান, বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি কর্মক্ষম মানুষের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।

তিনি বলেন, 'বর্তমানে বছরে ৮-১০ লাখ কর্মী বিদেশে যাওয়ার যে ধারা আছে, তা পর্যায়ক্রমে আরও বাড়ানো হবে।'

নুরুল হক আরও বলেন, সরকার বিভিন্ন দেশে শ্রমের চাহিদা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের প্রয়োজনীয় ভাষা ও কারিগরি দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বন্ধ থাকা শ্রমবাজারগুলো ফের চালু করতে সরকার ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি দেশে সমঝোতা স্মারকের প্রস্তাবও পাঠিয়েছে।

১১ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে দি অপটিমিস্টস এ বছর ২৫ বছর পূর্তি ও বার্ষিক ফান্ডরেইজিং এবং গেট-টুগেদার ২০২৬

পরিচয় ডেস্ক: মানব কল্যাণের মহান প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা দি অপটিমিস্টস এ বছর ২৫ তম বছর অতিক্রম করেছে। সাফল্যের, গৌরবের এবং সক্রিয়তার রজত-জয়ন্তীর এই মাইলফলক অধ্যায়কে যথাযথ মর্যাদায় ও উৎসব-মুখর পরিবেশে উদযাপন করার জন্য আগামী ১১ অক্টোবর বার্ষিক ফান্ডরেইজিং ও গেট-টুগেদার ২০২৬ আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রতি বছরের মতো অপটিমিস্টসের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়, আলোচনা-পর্যালোচনা, এবং নির্দেশনামূলক সুপারিশ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সম্মানিত দাতা, স্পন্সর, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা এই দিনটিতে সম্মিলিত হচ্ছেন।

এই শুভ আয়োজনে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখা বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

২০০১ সালে একটি অনন্য 'চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে দি অপটিমিস্টসের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যার মূল শক্তি ছিল শুধুই ব্যক্তিগত অনুদান। এই কর্মসূচির অধীনে বার্ষিক মাত্র ১৩৫ ডলার দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ১০ বছরের শিক্ষাজীবন সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পরে এই চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে চাইল্ড স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম শুরু হয় অষ্টম গ্রেড থেকে এবং শেষ হয় দ্বাদশ গ্রেডে। অপর দিকে চালু করা হয় একটি স্পেশাল স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম যা শুরু হয় কলেজ পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষাগত সাফল্য প্রদর্শনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য চিকিৎসা, প্রকৌশল, কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩১০ ডলারে আরও ৪ বছরে আর্থিক সহায়তাদান কার্যক্রম।

বিগত ২৫ বছরে এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী সাফল্যের সাথে শিক্ষা শেষ করে চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পেশায় নিয়োজিত আছে। একদিকে যেমন প্রতি বছর শত শত নতুন শিক্ষার্থী এই মানবিক উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষা সমাপ্ত করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে আরওএকদল তরুণ-তরুণী। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, ফেনী ও নোয়াখালীসহ বাংলাদেশের ১৯টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের এই সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। ২৫ বছরের এই অগ্রযাত্রায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই সাফল্যের অংশীদার হয়ে আরও বেশি সংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

আগামী ১১ অক্টোবর, রবিবার, ২০২৬, দুপুর সাড়ে ১২টায় আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুরু হবে। উল্লেখ্য যে, এটি কেবল একটি তহবিল সংগ্রহের আয়োজন নয়, বরং ২৫ বছরের অর্জনের আনন্দময় উৎসব, মিলনমেলা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়ন, যেখানে আমরা খুঁজে নেবো দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের প্রণোদনা। দারিদ্র্যের কাছে পরাজয় মানতে অস্বীকার করা এসব প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই 'বার্ষিক ফান্ডরেইজিং ও গেট-টুগেদার ২০২৬' আরেকটি মাইলফলকে ভিত্তিতে পরিণত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দি অপটিমিস্টসের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপনের এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের সবাইকে আমাদের সাফল্যের সহযাত্রী হওয়ার বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

ফান্ডরেইজিং ও গেট-টুগেদার ২০২৬ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও রেজিস্ট্রেশন করতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: https://event.haveoptimists.com/annual-fundraising-2026

Event Details:
Sunday, October 11th, 2026
12:00 PM - 4:00 PM
At The Ro–al Palm, 21-43 Boundary Ave., Farmingdale, NY 11735
☐ 718-278-4953 | 917-567-9450 - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

"হলিউড সাহিত্য" পুরস্কার পেলেন ডক্টর মহসিন আলী

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর মো: মহসিন আলী হলিউড থেকে অঁঃযড়ৎ (লেখক) অফ দ্য ইয়ার ২০২৬ ইন্টারন্যাশনাল ইমপ্যাক্ট বুক অ্যাওয়ার্ড এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং আগামী ১০ ই অক্টোবর ২০২৬ তারিখ শনিবার লুজ হলিউড হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই অতীব সম্মানীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর লেখা ইঊজখওঘ ঊঢচজঊঝঝ বই টির জন্য তিনি এই পুরুস্কার লাভ করেন।

ইংরেজী সাহিত্যের সারা বিশ্বের সেরা লেখকদের একজন নির্বাচিত হয়ে সম্মাননা ও পুরুস্কার গ্রহণের জন্য ডক্টর মহসিন আলী আগামী ৭ই অক্টোবর বুধবার সস্ত্রীক হলিউড ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

ইতিমধ্যেই কিছু পুরুস্কার ও ট্রফি ডাকযোগে তার বাসায় পৌঁছে গেছে যা নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। মূল পুরুস্কার আগামী ১০ ই অক্টোবর শনিবার লুজ হলিউড হোটেল বলরুমে রেড কার্পেট গালায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে । বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এই প্রথম একজন বাঙালী লেখক ইংরেজী সাহিত্যে হলিউডের আন্তর্জাতিক সেরা লেখকের স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করলেন যা সকল বাঙালীদের জন্য পরম গর্বের বিষয় । ডক্টর মহসিন আলী সবার দোয়া ও আর্শীবাদ কামনা করেছেন । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে "আমরা ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি দেখতে চাই?"- শীর্ষক টিভি বিতর্ক ৭ অক্টোবর

পরিচয় ডেস্ক : "আমরা ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি দেখতে চাই?'-শীর্ষক ১ম আয়োজন এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সেই আয়োজনে আলোচিত নির্বাচনী টিভি বিতর্কের (Election TV Debate) আয়োজন করা হচ্ছে। বর্তমানে অংশগ্রহণকারী সকল প্যানেল ও দলের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে এবং উভয় প্যানেল টিভি বিতর্কের প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নির্বাচনী টিভি বিতর্কের বিস্তারিত তথ্য:
তারিখ ও সময়: বুধবার, ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট
স্থান: সানাই রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হল (Shanai Restaurant and Party Hall)
অংশগ্রহণকারী প্রার্থী: সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীরা (২টি প্যানেল = ৪ জন) এবং স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী (১ জন)
আমন্ত্রিত অতিথি: সর্বোচ্চ ২৫ জন

অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও অতিথিদের তালিকা-সহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র যথাসময়ে পাঠানো হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র 'গেট পাস' কার্ডধারী এবং যাদের নাম আমন্ত্রণপত্রের তালিকার সাথে মিলবে, তাদেরই অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থাকবে।

এই আয়োজনটি নিউ ইয়র্কের'বাংলাদেশ সোসাইটি'-র জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করবে হলে আয়োজকদের বিশ্বাস।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফোন: ৬৪৬-৩৭১-৩৬১৪ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। - অনুষ্ঠান আয়োজক "ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড (Foundation for Better World)" এর সভাপতি প্রকৌশলী আবদুস সোবহান প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি আইটি ইঞ্জিনিয়ার নিহত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের বাসিন্দা ও আইটি ইঞ্জিনিয়ার শাহ মো. আরদি। তার বয়স হয়েছিল ২৪ বছর।

শনিবার (৩ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার সময় মেজর ডিগান এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার শিকার হন আরদি। এতে গুরুতর আহত হওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

শাহ মো. আরদি চুনারুঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চুনারুঘাট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহ মো. ছাদেক মিয়ার ছোট ভাই শাহ মো. আসাদ মিয়ার বড় ছেলে।

পরিবার ও স্বজনরা জানান, প্রতিদিনের মতো কাজ শেষ করে ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বাসার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন আরদি।

শাহ মো. আরদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোক নেমে আসে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চুনারুঘাটের লোকজনের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা আনছে

১০ পৃষ্ঠার পর

২০২৭ ও ২০২৮ সালে মোট নতুন অস্থায়ী বাসিন্দার লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৭০ হাজার করে নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হলো ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ কানাডার মোট জনসংখ্যার মধ্যে অস্থায়ী বাসিন্দার অংশ ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা। একই সঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা গ্রহণের হারও জনসংখ্যার ১ শতাংশের নিচে রাখার লক্ষ্য রয়েছে। এদিকে কানাডায় ইতোমধ্যে থাকা কিছু অস্থায়ী কর্মীকেও স্থায়ী বাসিন্দার সুযোগ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ ও ২০২৭ সালে সর্বোচ্চ ৩৩ হাজার অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ী বাসিন্দায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হবে। এর মাধ্যমে কানাডার সমাজ ও অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্মীদের ধরে রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ফরাসিভাষী অভিবাসন বাড়ানোর বিষয়টিও নতুন পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। কুইবেকের বাইরে ফরাসিভাষী স্থায়ী বাসিন্দাদের অংশ ২০২৬ সালে ৯ শতাংশ, ২০২৭ সালে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২৮ সালে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে এই হার ১২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। কানাডা সরকারের অভিবাসন নীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো কানাডার শ্রমবাজার ও অর্থনীতির প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য জনসেবার ওপর অতিরিক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা। ফলে চলতি বছরের শেষভাগে ঘোষণা হতে যাওয়া ২০২৭-২০২৯ সালের নতুন পরিকল্পনায় কতজন স্থায়ী অভিবাসী নেয়া হবে এবং কোন শ্রেণির অভিবাসীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে-এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কাছ থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট বড় ধরনের নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে। গভর্নর হোকুল এর কার্যালয় আরও উল্লেখ করেছে যে, এই কোম্পানিগুলো ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কে হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। বিইএ (BEA)-এর তথ্য অনুযায়ী, নিউ ইয়র্কের জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে অর্থ ও বীমা খাত; এরপরই রয়েছে তথ্য (information), আবাসন ও ভাড়া বা ইজারা (real estate and rental leasing) এবং পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সেবা খাত।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

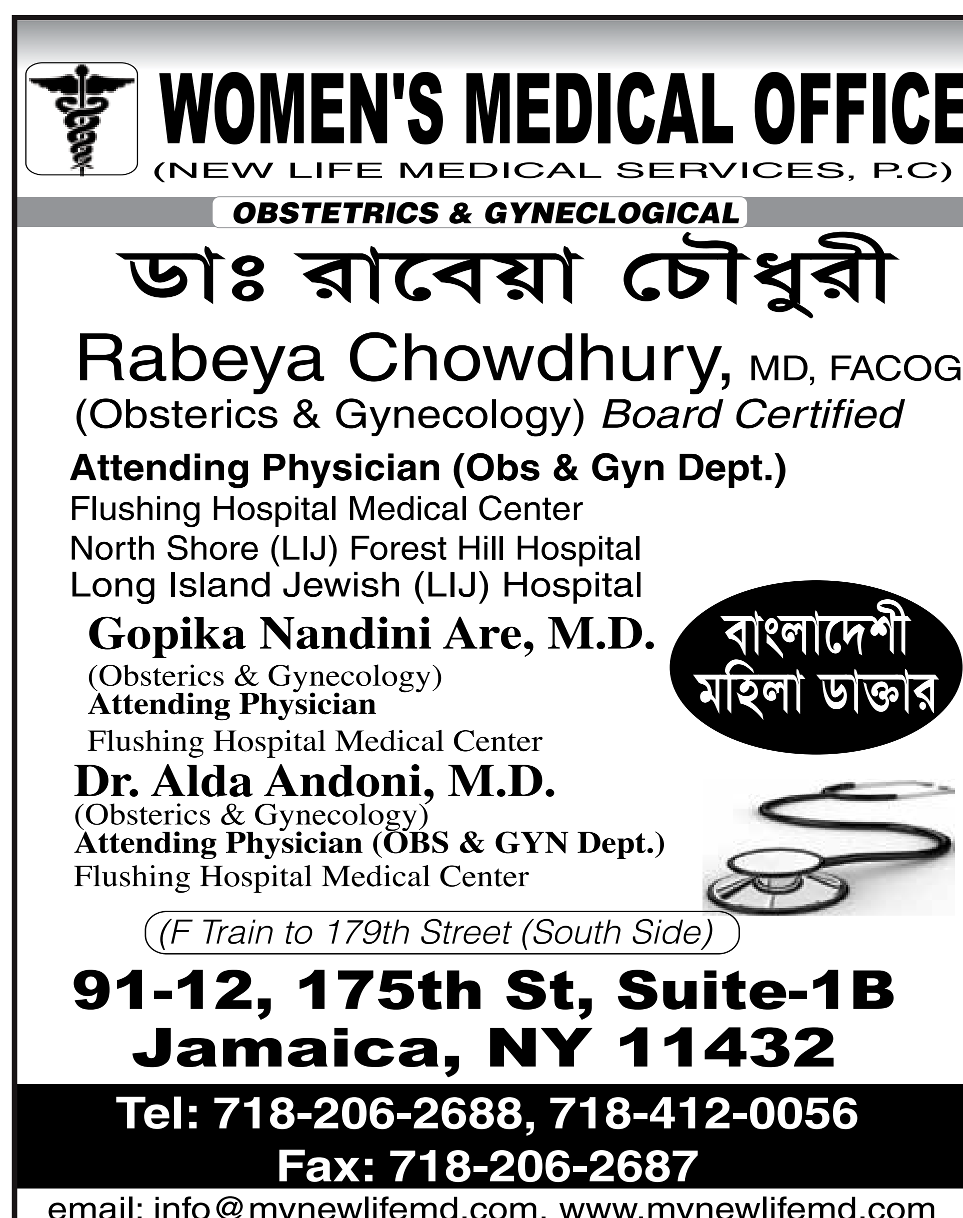
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

চীন মংলায় ১০০ মেগাওয়াট

৫ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে বাংলাদেশ যখন কাজ করছে, ঠিক তখনই এই প্রস্তাবটি এসেছে।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে।

‘স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর’ বা এসএমআর (ঝগজ)-গুলোকে প্রচলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় আকারে ছোট এবং অধিক নমনীয় বা অভিযোজনযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নকশা করা হয়েছে। চীন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র-এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম ‘টাইমস’-কে জানিয়েছেন যে, এসএমআর (ঝগজ) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ নিয়ে কয়েকটি দেশের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এসএমআর (ঝগজ) সম্পর্কে আরও জানতে হবে। এগুলোর প্রতি আমাদের আগ্রহ রয়েছে। তবে ভালোভাবে বোঝার পরই আমরা সিদ্ধান্ত নেব,চ তিনি বললেন।

আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং একটি চীনা প্রতিনিধি দলের মধ্যকার বৈঠকে এই পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের আটজন প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ‘চায়না ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার কো-অপারেশন ওভারসিজ লিমিটেড’-এর আটজন কর্মকর্তা অংশ নেন। চারজন চীনা বিশেষজ্ঞ এসএমআর (ঝগজ) প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এ ধরনের প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চান। বৈঠকে উপস্থিত এক কর্মকর্তা ‘টাইমস’-কে জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশকে বিনামূল্যে জমি প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার এই কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামের ওপর আমদানি শুল্ক মওকুফের বিষয়টিও বিবেচনা করবে। বাংলাদেশ স্থানীয় কর্মীদের কাজে লাগানোর প্রস্তাবও দিয়েছে, যাতে তারা এই প্রযুক্তির বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

পাশাপাশি, মংলা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের জন্যও চীনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করতে পারে। “আমরা সেখানে [চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলে] বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারব না। তাই চীন যদি সেখানে একটি এসএমআর (ঝগজ) স্থাপন করে, তবে তা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক হবে,” ওই কর্মকর্তা বলেন।

এই স্থানটি বিনিয়োগ পরিকল্পনায় পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, ভারতের ঋণ সহায়তায় মোংলা বন্দরের কাছে ১১০ একর জমিতে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। নির্ধারিত দুই বছরের মধ্যে ভারতীয় কোম্পানিটি ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরবর্তীতে সেই চুক্তিটি বাতিল করে দেয়।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের সময় ঢাকা ও বেইজিংয়ের মধ্যে একটি নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সেই চুক্তির আওতায়, একই ১১০ একর জমিতে ‘চীন-বাংলাদেশ মোংলা বন্দর অর্থনৈতিক অঞ্চল’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

মোংলা বিষয়ক এই প্রস্তাবটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত চীনের আরেকটি আর্থিক প্রস্তাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এর আগে জানিয়েছিলেন যে, বেশ কয়েকটি মার্কিন কোম্পানি সরকারের সাথে আলোচনা করলেও কোনো আর্থিক প্রস্তাব জমা দেয়নি। তিনি বলেন, একটি চীনা কোম্পানি আর্থিক প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সরকার সেটিকে অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে মনে করেছিল।

সেই প্রস্তাবটি মোংলার প্রস্তাবিত এসএমআর প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

রূপপুরের জ্বালানি চালান এসে পৌঁছেছে

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শনিবার (০৩ অক্টোবর) পাবনার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম জ্বালানি প্রকল্প এলাকায় এসে পৌঁছেছে।

শুক্রবার (০২ অক্টোবর) রাত ১১টা ৪৪ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই চালানটি পৌঁছায় এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা তা গ্রহণ করেন।

পরদিন সেনাবাহিনীর সুরক্ষায় জ্বালানিবাহী তিনটি লরি বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়ে সড়কপথে রূপপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

পরিবহন কার্যক্রম চলাকালে ঈশ্বরদী ও এর আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল।

সস্ত্রীক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত ছবিটিকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে।’

শনিবার (৩ অক্টোবর) প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আগত বিশ্বনেতা ও তাদের সহধর্মিণীদের সম্মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত রিসেপশনে অংশগ্রহণের (প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের) একটি ছবি হোয়াইট হাউস থেকে পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে ছবিটি জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু রিসেপশনের এই প্রকাশিত ছবি নিয়ে একটি পক্ষ অপপ্রচার শুরু করেছে। মূল ছবিটিকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করতে এর সঙ্গে একটি এআই-জেনারেটেড ছবি যুক্ত করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, ‘এআই-জেনারেটেড ওই ছবিতে কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আলবিন কুর্তির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ছবিকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ট্রাম্পকে একটি কার্ডবোর্ডের কাটআউট হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রকাশিত ছবিটিকে মিথ্যা দাবি করা হচ্ছে এবং ওই এআই-জেনারেটেড ছবিটিকে সত্য হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আলবেনিয়াভিত্তিক সংবাদ ও বিশ্লেষণধর্মী মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম চধসভষবঃর.হবঃ-এর ২ অক্টোবর ২০২৬-এর একটি প্রতিবেদনে কসোভোর প্রধানমন্ত্রী আলবিন কুর্তির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথিত ছবিটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে ছবিটি যাচাই করে সেটিকে এআই-জেনারেটেড/ম্যানিপুলেটেড ছবি হিসেবে প্রমাণিত করে।

সবশেষে বলা হয়, ‘যে ছবিটিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে এআই-জেনারেটেড/ম্যানিপুলেটেড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে সেই ছবিকেই ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের রিসেপশনে অংশগ্রহণের প্রকাশিত ছবিটিকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে।’

বাংলাদেশসহ ১৯ দেশের বিশেষ

৫ পৃষ্ঠার পর

ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োলোজিকস এবং এর সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো আমদানি করলে মূল্যের অনুপাতে ১০০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রেই এসব ওষুধ উৎপাদনে আগ্রহী করতে তিনি শুল্ক আরোপ করেন। শুল্কমুক্তযোগ্য ওষুধ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সব ওষুধ, বন্ধ্যত্বের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ, সেল থেরাপি, জিন থেরাপি, অ্যান্টিবডি ড্রাগ কনজুগেটস এবং প্রাণীদের ওষুধ। এরসঙ্গে এসব ওষুধের উপকরণেও ১৯টি দেশের পণ্য শুল্ক সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশসহ এই সুবিধা পাওয়া অন্য দেশগুলো হলো ভারত, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভেদর, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, গুয়েতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, উত্তর মেসেডোনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, লিশটেনস্টাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং ভিয়েতনাম।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, এসব দেশগুলো এই শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা চুক্তি আছে বা ভবিষ্যতে হবে। সংবাদ সূত্র: বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

“সুপার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স’ কী, কেন

৫ পৃষ্ঠার পর

ধরে রাখতে পারে, তা নিশ্চিত করাই নতুন এই বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে এআই-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও থাকবে এসআইএফের।

ট্রাম্পের ঘোষণায় বলা হয়, ভোক্তা, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ সমন্বয় করবে এই টাস্কফোর্স।

এতে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু ফার্গুসন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও প্রকৌশলবিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি এমিল মাইকেল এবং অফিস অব পারসোনেল ম্যানেজমেন্টের পরিচালক স্কট কুপারও থ াকবেন। টাস্কফোর্সটি সরাসরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলসের কাছে প্রতিবেদন দেবে।

এআই’ থেকে ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’

ট্রাম্পের নতুন উদ্যোগের সঙ্গে এআইয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও যুক্ত রয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক নির্বাহী আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি যোগাযোগে ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ বা ‘এআই’ শব্দের পরিবর্তে ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’ বা ‘এসআই’ ব্যবহারের নির্দেশ দেন তিনি।

সরকারি চিঠিপত্র, ওয়েবসাইট, প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে ‘এআই’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘এসআই’ বা ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আর্টিফিশিয়াল’ শব্দটি প্রযুক্তিটিকে ‘নকল’ বা ‘কৃত্রিম’ বলে মনে করায়। তবে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এ নাম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’ বলতে আরও উন্নত ধরনের প্রযুক্তি বোঝাতে পারে, ফলে এ নাম ব্যবহার বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক অবশ্য ট্রাম্পের নতুন পরিভাষাকে সমর্থন করেছেন। রোববার তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, তার প্রতিষ্ঠানের এআই প্ল্যাটফর্ম ‘স্পেসএক্সএআই’-এর নাম পরিবর্তন করে ‘স্পেসএক্সএসআই’ করা হবে। তিনি বলেন, ‘স্পেসএক্স একটি সুপার ইন্টেলিজেন্স কোম্পানি।’

কে এই জে ক্লেটন?

জে ক্লেটন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়কারী জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন। গত আগস্টে তিনি এ পদে যোগ দেন বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

এর আগে তিনি নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) চেয়ারম্যানও ছিলেন।

সিনেটের শুনানিতে এআই নিয়ে কথা বলার সময় ক্লেটন এটিকে একইসঙ্গে ‘বড় সুযোগ’ ও ‘হুমকি’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ‘যখন কোনো কিছু একইসঙ্গে সুযোগ ও হুমকি-তখন সেটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।’

ট্রাম্পের নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ভার্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর ও সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ভাইস-চেয়ার মার্ক ওয়ার্নার। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, শক্তিশালী হয়ে ওঠা এআই ব্যবস্থার জাতীয় নিরাপত্তাঝুঁকি মোকাবিলায় প্রশাসন এখন পর্যন্ত কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার বিরোধিতা করেছে।

ওয়ার্নার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেন চীন ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকে, উন্নত এআই ব্যবস্থার নিরাপত্তা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো যায় এবং কঠোর পরীক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়-এসব বিষয়ে তিনি ক্লেটনের সঙ্গে কাজ করতে চান।

এআই নিয়ে চাপ বাড়ছে

এআই প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ নিয়ে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। ওপেনএআই ও অ্যানথ্রপিকের মতো প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা প্রযুক্তিটির ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন।

গত ৪ অক্টোবর এক সাক্ষাৎকারে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বলেন, এআইয়ের সম্ভাব্য সুবিধা এত বেশি যে কিছু ঝুঁকি মেনে নেওয়া যেতে পারে। তার মতে, প্রযুক্তিটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

তবে ট্রাম্প এখন পর্যন্ত এআইয়ের ওপর কঠোর সরকারি নজরদারির আহ্বান অনেকটাই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান।

সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প এআইয়ের উন্নয়ন তদারকি ও সম্ভাব্য ক্ষতিকর ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য একজন ‘এআই জার’ এবং একটি আলাদা ‘এআই ফোর্স’ গঠনের কথা জানিয়েছিলেন। পরে এআই নিরাপত্তা নিয়ে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি।

এ ছাড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পসহ শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ছয় নির্বাহী একটি এআই চুক্তিতে সই করেন। এতে প্রযুক্তিটি নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নজরদারি ব্যবস্থা তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের প্রশাসন অবশ্য এআই উন্নয়নকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে এআই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে প্রযুক্তিটির দ্রুত বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসেট্রাম্পের প্রথম দফার মেয়াদে এআই ও ক্রিপ্টোকারেন্সিবিষয়ক ‘জার’ পদটি তৈরি করা হয়েছিল। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ও প্রযুক্তি ব্যবসায়ী ডেভিড স্যাকস ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন। বিশেষ সরকারি কর্মী হিসেবে তার নিয়োগের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ায় তিনি পদটি ছাড়েন।

এরপর থেকেই এআই তদারকিতে নতুন দায়িত্বের জন্য ক্লেটনের নাম আলোচনায় ছিল। সেপ্টেম্বরে অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ক্লেটনকে ‘ভালো মানুষ’ উল্লেখ করে তাকে এআই জার করার সম্ভাবনাকে ‘ভালো ধারণা’ বলেছিলেন।

৪৭০টি আসন, ব্যয় ১২ বিলিয়ন

৫ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যার হিসাবে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরা হলো:

প্রতিনিধি পরিষদ

৪৩৫: কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) প্রতিটি আসনেই দুই বছর পরপর নির্বাচন হয়।

২১৮: ৪৩৫ আসনের এই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ‘ম্যাজিক’ সংখ্যাটি হচ্ছে ২১৮।

৩: প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ পেতে হলে ডেমোক্র্যাটদের ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের চেয়ে এবার ৩টি আসন বাড়াতে হবে। ওই নির্বাচনে রিপাবলিকানরা ২২০-২১৫ ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। তবে এরপর মৃত্যু, পদত্যাগ এবং একজন সদস্যের দলবদলের কারণে বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮ জন রিপাবলিকান, ২১৪ জন ডেমোক্র্যাট ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য রয়েছেন; দুটি আসন শূন্য।

রিপাবলিকানদের জন্য এর অর্থ হলো, দুটি আসন হারালেও দলটির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা সম্ভব। কিন্তু তিনটি আসন হারালে তা সম্ভব হবে না।

সিনেট ও স্টেটগুলো

৩৫: ৩৫টি সিনেট আসনে নির্বাচন হচ্ছে-এর মধ্যে ৩৩টি আসনের নিয়মিত ছয় বছর মেয়াদি নির্বাচনের অংশ। আর ফ্লোরিডা ও ওহাইওতে দুটি আসনে বিশেষ নির্বাচন হচ্ছে।

১০০: আসনের সিনেটে বর্তমানে রিপাবলিকানদের ৫৩-৪৭ ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এ হিসাবে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ভোট দেওয়া দুই স্বতন্ত্র সিনেটরকেও ধরা হয়েছে। ফলে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে ডেমোক্র্যাটদের নিট ৪টি আসন বাড়িয়ে ৫১ আসনে পৌঁছাতে হবে। সিনেটে ৫০-৫০ সমতা হলে রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ভোটে সিদ্ধান্ত হবে।

৩৬: এ ছাড়া ৩৬টি স্টেটে গভর্নর নির্বাচন হবে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের মোট স্টেটগুলোর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ।

৬১৩৯: এটি এবার স্টেট আইনসভার নিয়মিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে-এমন আসনসংখ্যা। দেশের ৯৯টি স্টেট আইনসভার উভয় কক্ষের মধ্যে ৮৮টিতে এসব নির্বাচন হবে।

জনমত জরিপে যা উঠে আসছে

৫৩-৪১%: ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর পরিচালিত পিবিএস নিউজ/এনপিআর/মারিস্টের এক জরিপে নিবন্ধিত ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস নির্বাচনে তাঁরা কোন দলের প্রার্থীকে সমর্থন করবেন। এ প্রশ্নে রিপাবলিকানদের চেয়ে ১২ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন ডেমোক্র্যাটরা। একই জরিপে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যেও ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে ছিলেন-ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ৫৭ শতাংশ এবং রিপাবলিকানদের পক্ষে ৩২ শতাংশ। ৩২-৪১%: সেপ্টেম্বরে পরিচালিত কয়েকটি প্রধান জনমত জরিপে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থনের হার ছিল এই সীমার মধ্যে।

CHAIRMAN
MOHAMMAD ZAHID
CEO
+1(929) 328-5971
PRESENTS
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
Muhammad Kader CIP
CEO
646-444-2266
CHIEF PATRON
Shafiqul Alam
Prominent Businessman and Social Activist
POWERED BY
Honda Of Valley Stream
POWERED BY
NURUL AMIN BABU
President, Bangladesh Club New York
বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৬
GRAND SPONSOR
prem's collections
New York
INDIAN ETHNIC WEAR & BRIDAL WEAR
DHALLYWOOD
AWARD 2026
PROUD SPONSOR
Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM CEO
Ph: 516-451-3748
FILM
MUSIC
FASHION
CULTURE
ENTERTAINMENT
INAUGURATE
SIFA AMIN
CHAIRMAN, ALL COUNTY HOME CARE
NEW YORK GETS BIGGER
HONORARY GUEST
FARIDUR REZA SAGAR
MD, IMPRESS TELEFILM LTD & CHANNEL-I
KONA REZA
ENTREPRENEUR
AFZAL HOSSAIN
ACTOR, DIRECTOR, WRITER
DR MOHAMMED ENAMUL HOQUE
MEMBER OF TRUSTEE BOARD, BANGLADESH SOCIETY INC
ORGANIZED BY
SHOWTIME
MUSIC & PLAY
MEGA STAR
SHAKIB KHAN
MASTER OF THE CEREMONY
SILVER TICKETS $50
GOLD TICKETS $100
DIAMOND TICKETS $200
ELITE TICKETS $500
Oct 10, 2026
Venue: Evangel Church Center
3920 27TH ST, LIC, NY 11101
SHARMINA SHIRAZ SONIA
TICKETS COLLECTION
HOQUE MOBILE, 487 MCDOLAND AVE, BROOKLYN, 917-373-6629
DARUCHINI, 1063 LIBERTY AVE, BROOKLYN, 718-316-6101
KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 HILLSIDE AVE, 718-373-3225
KALAM'S BAZAAR, 69 CHURCH AVE, BROOKLYN, 347-365-9525
KHAMAR BARI, 37-16 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, 718-639-6868
SCAN FOR TICKETS
CONTACT
KHAIRUL ISLAM KHOKAN
646-421-9496
MEDIA PARTNER
CHANNEL i
TICKETS ON eventbrite
www.Dhallywoodaward2026.eventbrite.com

আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের বিজয়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা জেলাবাসীর গণসমর্থন উপলক্ষে

মতবিনিময় সভা

স্থান: কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক।
তারিখ: বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, ২০২৬
সময়: সন্ধ্যা ৭টা

আমন্ত্রনে: ঢাকা জেলাবাসী

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই তফসিলি

১৯ পৃষ্ঠার পর

তারা আরও বলেন, একদিকে জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকারের ভর্তুকি ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের কারণে সরকারের ঋণের চাহিদা কিছুটা বেশি রয়েছে। তবে সামনে রাজস্ব আদায় বাড়লে সরকারের ব্যাংকঋণ স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের আগস্ট শেষে ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণের স্থিতি ৬ লাখ ৮ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণের স্থিতি রয়েছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা।

এ সময়ে ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থেকেও ১ হাজার ৩১ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার। এসব উৎসের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই), বিমা কোম্পানি ও ব্যক্তি আমানতকারীরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, সরকারের বর্তমান ঋণের স্থিতি কোনো নির্দিষ্ট দিন, মাস বা ছয় মাসে তৈরি হওয়া ঋণ নয়; বরং এটি এ যাবৎকালের সামগ্রিক বা পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ।

তিনি বলেন, "উন্নত রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। এ কারণে বাজেট ঘাটতি পূরণে ব্যাংকিং খাত কিংবা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।"

রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধিও বাড়ছে

এদিকে সরকারের ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধিও দ্রুত বাড়ছে, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন উদ্বেগ তৈরি করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের জুনে রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক ০ দশমিক ১২ শতাংশ। এরপর জুলাইয়ে তা বেড়ে ২ দশমিক ৫২ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে ৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৯ দশমিক ২৩ শতাংশে পৌঁছায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তা আরও বেড়ে ১৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ, এপ্রিলে ১৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ, জুনে ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং আগস্টে ১৭ দশমিক ৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

রিজার্ভ মানি বলতে বাজারে থাকা নগদ অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রাখা অর্থকে বোঝায়। এই অর্থ পরবর্তী সময়ে ব্যাংকঋণ ও আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিতে আরও বেশি অর্থপ্রবাহ তৈরি করতে পারে।

ব্যাংকিং খাত থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার কেনার কারণে বাজারে বিপুল পরিমাণ টাকা সরবরাহ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কম থ াকায় রিজার্ভ মানি বাড়ছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অব্যাহত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মধ্যেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উচ্চ নীতি সুদের হারসহ সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হলেও বিভিন্ন উপায়ে বাজারে অর্থপ্রবাহ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ১ থেকে ৫ শতাংশ সুদে বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিচ্ছে। পাশাপাশি সরকার ওয়েজ অ্যান্ড মিনস ও ওভারড্রাফটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ নিচ্ছে। এসব কার্যক্রম রিজার্ভ মানি বাড়াচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা চাপ তৈরি করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. এজাজুল ইসলাম বলেন, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত বছরের ১৩ জুলাই থেকে ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি কিনেছে। এর বিপরীতে বাজারে বিপুল পরিমাণ টাকা প্রবেশ করেছে, যা রিজার্ভ মানি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

তবে বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা কম থাকায় এখনও এর মানি মাল্টিপ্লায়ার প্রভাব খুব বেশি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে বেসরকারি ঋণের চাহিদা বাড়লে এই অতিরিক্ত অর্থ বাজারে বড় ধরনের মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি করতে পারে।

এদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সূত্র অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাই ও আগস্টে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ভ্যাট আদায় প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী-শরণার্থীদের জন্য

৯ পৃষ্ঠার পর

হবে। একই সঙ্গে এতে 'আমেরিকানদের অগ্রাধিকার' দেওয়ার নীতির কথ াও উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের এই উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন কয়েকজন আইনপ্রণেতা। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেসের অনুমোদিত অর্থ একতরফাভাবে বাতিলের চেষ্টা নির্বাহী ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার শামিল।

রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্স বলেছেন, কংগ্রেস অনুমোদিত অর্থ কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া বাতিলের যেকোনো প্রচেষ্টা আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের পদক্ষেপ মোকাবিলায় তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করবেন বলেও জানান।

ডেমোক্র্যাট সিনেটর জেফ মার্কলিও এ উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লেখেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া নির্দিষ্ট খাতের বরাদ্দ বাতিল করা অবৈধ 'লাইন-আইটেম ভেটো'র মতো। তার ভাষ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমনভাবে ব্যয়বিধির পরিবর্তন করছেন, যেন তিনি একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন খাতে অর্থ ব্যয় হবে আর কোন খাতে হবে না।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে প্রশাসন অবৈধ অভিবাসীদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে এসে সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টি বন্ধ করতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নীতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট ৫-৪ ভোটে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। এ ছাড়া নতুন সরকারি নির্দেশনার মাধ্যমে স্থায়ী আবাসনের অনুমোদন না পাওয়া বৈধ শরণার্থীদের আটক করার ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কর্মকর্তাদের বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে ভিসার মর্যাদা পরিবর্তনের আবেদনকারী বিদেশিদের জন্যও নতুন নিয়ম চালু করা হয়। এর আওতায় তাদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার পর বিদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন করার কথা বলা হয়েছে। অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মী ও ইসরায়েলবিরোধী সমালোচকদেরও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মাহমুদ খলিল গাজা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ততার কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সূত্র: মিডল ইস্ট আই

কানাডীয়দের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বর্জন

৭ পৃষ্ঠার পর

পেম্বিনা-এমারসন সীমান্ত পথেও এর প্রভাব স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আগের বছরের তুলনায় ওই সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে যায়। নর্থ ডাকোটার পর্যটন ও ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ম্যানিটোবার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে কানাডীয় ও মার্কিন নাগরিকদের সীমান্তের দুই পাশে ভ্রমণে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে। তবে কানাডীয়দের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কমে যাওয়ায় ম্যানিটোবার নিজস্ব পর্যটন খাত কিছুটা লাভবান হচ্ছে। পর্যটন সংস্থা ট্রাভেল ম্যানিটোবার তথ্যমতে, প্রদেশটির পর্যটন শিল্পের বার্ষিক অর্থনৈতিক মূল্য প্রায় ২০০ কোটি কানাডীয় ডলার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫ হাজার কর্মসংস্থান এই খাতের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে বহু ছোট ও মাঝারি আকারের এবং পারিবারিক ব্যাবসা রয়েছে।

বাণিজ্যিক উত্তেজনার মধ্যেও সীমান্তের দুই পাশের মানুষের দীর্ঘদিনের পারস্পরিক যোগাযোগ ও পর্যটন সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আমেরিকার মেয়রদের সাম্প্রতিক আহ্বানও সেই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ম্যানিটোবার বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা কানাডীয়দের দেশেই ভ্রমণ ও স্থানীয় ব্যবসায় অর্থ ব্যয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

দুবার বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়েও

৬ পৃষ্ঠার পর

সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কঠিন মুহূর্তে টেনেসির নাগরিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তার এই ইচ্ছাকে আমি সম্মান জানাই।'

লি ইতোমধ্যেই ক্রিস্টা পাইকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই ব্যর্থ চেষ্টার ওপর একটি স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং চলতি বছরের জন্য রাজ্যের সমস্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

পাইকের আইনজীবীরা পদত্যাগের এই সিদ্ধান্তকে "যৌক্তিক" বলে অভিহিত করেছেন, তবে তাদের মতে, 'এটি এখন ক্রিস্টাকে কোনো সাহায্য করবে না।'

পাইকের লিগ্যাল টিম এক বিবৃতিতে লেখেন, 'বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) তার সাথে যা ঘটেছে তা একটি পদ্ধতিগত ব্যর্থতার প্রতিফলন, যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর বর্তায় না। আমরা আশা করি গভর্নরের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন তদন্তের আহ্বান টেনেসির পুরো মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থার ভেতরের গভীর সমস্যাগুলোকে সামনে নিয়ে আসবে।'

আইনি নথি অনুযায়ী, পাইককে বর্তমানে টেনেসির ন্যাশভিলের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে চিকিৎসকরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সময় প্রয়োগ করা ওষুধ তার শরীর থেকে অপসারণের চেষ্টা করছেন।

গত বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) তাকে পেন্টোবার্বিটালের দুটি প্রাণঘাতী ডোজ ইনজেকশন দেওয়া হলেও তিনি জীবিত থেকে যান। পরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুটি ডোজ দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে "তাকে কাঁদতে, ফোঁপাতে এবং জোরে শ্বাস নিতে শোনা গেছে" বলে জানান তার আইনজীবীরা।

বৃহস্পতিবার (০১ অক্টোবর) রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিনি অচেতন অবস্থায় ভেন্টিলেটরে কৃত্রিম শ্বাসে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

টেনেসী স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতির পক্ষে বলেন, 'যা সম্পন্ন করা হয়েছে, আমাদের বিধিমালা তার বাইরে অতিরিক্ত কোনো প্রক্রিয়ার অনুমতি দেয় না।'

পাইকের মৃত্যুদণ্ড তারা পুনরায় কার্যকর করার চেষ্টা করবে কি না, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু জানায়নি। ঠিক কী ত্রুটি ঘটেছিল, তারও কোনো ব্যাখ্যা তারা দেয়নি। এদিকে পাইকের আইনজীবীরা গত শুক্রবারে (০২ অক্টোবর) ব্যর্থ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর সম্পর্কিত "যেকোনো এবং সমস্ত প্রমাণ" সংরক্ষণ করতে একটি জরুরি আবেদন দায়ের করেছেন।

পাইকের আইনজীবীরা আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন যে, তার চিকিৎসাগত ইতিহাস ও শারীরিক গঠন-বিশেষ করে থ্রম্বোসাইটোসিস (রক্ত জমাট বাঁধার এক ধরনের সমস্যা) এবং সরু শিরা থাকার কারণে প্রাণঘাতী ইনজেকশন প্রয়োগের সময় তার "অযাচিত" যন্ত্রণা ও কষ্ট পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

পাইকের আইনজীবীদের একাধিক শেষ মুহূর্তের আইনি আবেদন ব্যর্থ হওয়ার পরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার দুটি পৃথক আইনি প্রচেষ্টা বাতিল করে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া টেনেসির একমাত্র মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নারী বন্দি পাইকের ক্ষমার আবেদনটি নাকচ করে দেন স্টেটের গভর্নর।

১৯৯৫ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পাইক এবং তার তৎকালীন প্রেমিক টাডারিল শিপ মিলে ১৯ বছর বয়সী কলিন স্লেমায়ারকে পিটিয়ে ও নির্যাতন করে হত্যা করেন।

টেনেসির নক্সভিলে হওয়া এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলে পরের বছর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এবারও নোবেল 'পাবেন না' ট্রাম্প,

৭ পৃষ্ঠার পর

'কাউকে পুরস্কার দিলে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে পড়বেন কি না, সেটা নিয়ে কমিটির উদ্বেগ থাকতে পারে। আমার মনে হয়, পুরস্কার দেওয়ার ফলে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে কি না, সেটিও তারা বিবেচনা করবে।'

যাদের নাম আলোচনায়

বিশেষজ্ঞদের মতে, সার্বিক দিক বিবেচনায় এবার নোবেল পেতে পারেন এমন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন-

পোপ লিও

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ

যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রথম পোপ লিও বলেছেন, তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে যাবেন। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতের সমালোচনা করায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে 'দুর্বল' আখ্যা দিয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে পোপের ধর্মীয় নির্দেশনা, আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত নিরসনের পক্ষে তার অবস্থান, অভিবাসীদের প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান এবং মানবিক কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন।

অপরদিকে, গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, আগ্রাসন ও পশ্চিম তীর অধিগ্রহণের সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের তোপের মুখে আছেন ইতালির নাগরিক ফ্রান্সেসকা আলবানিজ।

নিরাপদ বিকল্প বেছে নিতে পারে কমিটি

আগামী ৯ অক্টোবর শান্তিতে নোবেল জয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। তবে, গত বছরের ঘটনাপ্রবাহ মাথায় রেখে নোবেল কমিটি এবার একেবারে বিপরীত দিকেও যেতে পারে। ট্রাম্পকে সম্ভাব্য ক্ষোভ থেকে বাঁচতে তারা এমন কাউকে বেছে নিতে পারে, যাকে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কম।

সে ক্ষেত্রে সুদানের 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স রুমস' স্বীকৃতি পেতে পারে। গৃহযুদ্ধের সময় দেশটিতে সহায়তা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক এটি।

আবার সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শিশুদের সহায়তা করায় বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনও নোবেল পুরস্কার পেতে পারে।

ট্রাম্পের চাপ

বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পারস্পরিক সহাবস্থানের যে রীতিনীতি গড়ে তুলেছে, তার প্রতি এক অর্থে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মিত্র দেশের বিরুদ্ধে শুল্ক আরোপ, ন্যাটো জোট ছেড়ে যাওয়ার হুমকি, অভিনব নিরাপত্তানীতিসহ অনেকভাবেই তিনি তার 'আমেরিকা ফার্স্ট' ও 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' মন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

নোবেল কমিটির মূল্যবোধের সঙ্গে ট্রাম্পের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাংঘর্ষিক।

ইতিহাসবিদ ওইভিন্দ স্টেনেরসেন রয়টার্সকে বলেন, 'ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য তাদের (শান্তিতে নোবেল জয়ী নির্বাচক) ওপর একধরনের চাপ রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই সংকটময় সময়ে এমন একটি নোবেল দেওয়া দরকার যা উদার গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলবে।'

এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) পুরস্কার দেওয়া হতে পারে।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক এই আদালতের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। এর প্রতিবাদ হিসেবে সংস্থাটির হাতে নোবেল তুলে দেওয়া হতে পারে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে (আইসিজে) পুরস্কার দেওয়া হলে তা রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নীতিকে সমর্থন করবে।

কিন্তু, নোবেল পাওয়ার আশা ছাড়েননি ট্রাম্প। এবারও কম্বোডিয়া, ইসরায়েল ও পাকিস্তানের নেতারা ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

তবে পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গেরলোভের মতে, ট্রাম্পের পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা 'খুবই কম'।

গত বছর নরওয়ের নোবেল কমিটির ওপর ট্রাম্পের চাপ অনেককেই বিস্মিত করেছে। ফিলিপিনো-আমেরিকান সাংবাদিক ও শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া রেসা গত বছরের ঘটনাপ্রবাহ দেখে 'আতঙ্কিত' হয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন।

সেপ্টেম্বরে অসলো সফরের সময় রয়টার্সকে রেসা বলেন, 'গায়ের জোর দেখিয়ে সবকিছু করা যায় না। কিছু মানদণ্ড রয়েছে, যা মেনে আমরা জীবনযাপন করি। ক্ষমতা থাকলেই কোনো কিছু ন্যায্য হয়ে যায় না।'

বাংলাদেশিদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ওপর

১০ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, কনস্যুলার কর্মকর্তা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আবেদনকারীকে বন্ডের অর্থ পরিশোধ করা উচিত নয়। অন্যদিকে, ৭৫ দেশের ইমিগ্র্যান্ট ভিসা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের অর্থ হলো-শুধু বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার কারণে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু বন্ধ রাখার ২০২৬ এর জানুয়ারির নীতি এখন আর কার্যকর নেই।

বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য তাই দুটি বিষয় আলাদা করে দেখা জরুরি: ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ওপর ৭৫ দেশের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে; কিন্তু ই১/ই২ ভিসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভিসা বন্ডের তালিকায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী, ভিসা আবেদনকারীদের নিজ নিজ ভিসা শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য নিয়ম এবং ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উইসকনসিনের এক মসজিদ নেতাকে

৮ পৃষ্ঠার পর

তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল।

মিলওয়াকির ইসলামিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সারসুরের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই; তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তার আইনজীবীরা জানান, সারসুর যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরায়েলে তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল।

গত মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) সারসুর বলেন, পশ্চিম তীরে ফেরত পাঠানোর অর্থ হলো "আমার জীবনের সমাপ্তি"। তার অন্যতম আইনজীবী প্যাট্রিক টরেল এপি-কে বলেন, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হাতে অতীতে সারসুর যে আচরণের শিকার হয়েছিলেন, তা সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে ফেরত পাঠানো হলে তার ভাগ্যে কী ঘটতে পারে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) মামলার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার শুনানিতে টরেল বিচারকের কাছে জোর দাবি জানান যেন এটি সুনির্দিষ্ট করা হয় যে, সারসুরকে কেবল ইসরায়েল বা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডেই ফেরত পাঠানো যাবে। অথচ তাকে দেশত্যাগের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে জর্ডানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে-যে দেশটির সাথে সারসুরের কোনো সম্পর্কই নেই।

অভিবাসন কর্মকর্তারা সারসুরকে অভিবাসন সংক্রান্ত ফর্মে তার নিজ দেশ হিসেবে জর্ডানের নাম উল্লেখ করতে বলেছিলেন, কারণ তার পছন্দের নাম-"ফিলিস্তিন"-একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয়। কিন্তু টরেল বলেন, "জর্ডানে বসবাসের কোনো অধিকার তার নেই।"

বিচারক সালিনার্দি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে বিষয়টি আপিলের সময় বিবেচনা করা যেতে পারে।

আইনজীবী জানিয়েছেন, সারসুর তাকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।

আইনজীবী প্যাট্রিক টরেল বুধবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বলেছেন যে সারসুরকে অন্যায়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, "ফিলিস্তিনিদের অধিকারের সমর্থনে বক্তব্য রাখার কারণে যদি সালাহকে নির্বাসিত করা যায়, তবে যে কারোরই একই পরিণতি হতে পারে।"

আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ২০২৫ সালের জুন মাসে অভিবাসন সংক্রান্ত একটি বিরল-ব্যবহৃত বিধানের উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি জারি করেন। এতে বলা হয়, মাহমুদ খলিল ও মহসেন মাহদাওয়ির মতো একই কারণে সারসুরকেও নির্বাসিত করা যেতে পারে; উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনি অধিকারের এই দুই প্রবক্তাকেও বহিষ্কারের চেষ্টা করেছিল।

বিচারকের রায়ের আগে টরেল বলেছিলেন যে, আপিলের সময় সারসুরকে প্রমাণ করতে হবে যে নির্বাসিত হলে তিনি আবারও নির্যাতনের শিকার হতে পারেন।

টরেল বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত কঠিন শর্ত বা উচ্চ মানদণ্ড; তবে আমার মনে হয় এই মামলায় আমরা তা পূরণ করতে পারব-বিশেষ করে সালাহ অতীতে যা সহ্য করেছেন এবং ইসরায়েলি সরকার তাঁর মতো অন্যদের সাথে যে আচরণ করেছে, তা বিবেচনায় নিলে।"

৩০ দিনের মধ্যে আপিলের নোটিশ জমা দিতে হবে। স্যালিনার্ডি নতুন কোনো শুনানির দিন ধার্য করেননি; তিনি অবসরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে এখন থেকে বিচারক ক্রেইগ ডেফো এই মামলাটি পরিচালনা করবেন।

সারসুর দাবি করেছেন যে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল।

ইসরায়েলে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সময় সারসুরের পক্ষে আইনি লড়াই করা আইনজীবী জাওয়াদ বুলোস আগস্ট মাসে সাক্ষ্য দেন যে, সারসুরকে জোর করে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। তিনি জানান, ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা 'শিন বেট' সারসুরকে নির্যাতন করেছিল।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে বুলোসকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রশ্ন তোলে যে, তিনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে ওই অভিযোগ সত্য। আইনজীবী টরেল সারসুরের বর্তমান আইনি দল প্রশ্ন তুলেছে, কেন আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটকের জন্য এ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

আইনজীবী টরেল বলেন, ইসরায়েলে সারসুরের কারাবাসের বিষয়টি সরকার কয়েক দশক ধরেই জানে এবং অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি কখনোই বিষয়টি গোপন করেননি।ইসরায়েলি কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দিদের প্রতি আচরণ এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও সারসুরের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অভাব এবং ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে উচ্চ সাজা প্রদানের হারের অভিযোগ নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক আদালতগুলো বারবার সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবে ইসরায়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট জাজ জেমস প্যাট্রিক হ্যানলন সারসুরকে আইসিই (ওঈঊ)-এর হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিচারক বলেন, সারসুর এমন যুক্তি দিয়ে মামলা লড়তে পারেন যে, মতপ্রকাশের অধিকার চর্চার প্রতিশোধ হিসেবেই মার্কিন সরকার তাকে আটক করেছিল। এছাড়া হ্যানলন উল্লেখ করেন, কয়েক দশক ধরে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করার পরও কেন হঠাৎ সারসুরকে 'নিরাপত্তার জন্য হুমকি' হিসেবে গণ্য করা হলো, তার কোনো ব্যাখ্যা সরকারি আইনজীবীরা দিতে পারেননি।

ট্রাম্প প্রশাসন হ্যানলনের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

সারসুরের আইনজীবীরা জানান, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সারসুর আইসিই-র হেফাজতে থাকাকালীন ৩০ পাউন্ডেরও বেশি ওজন হারিয়েছিলেন। এ সময় মাসে মাত্র একবার তার রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা হতো, যা তার অঙ্গ অকার্যকর হয়ে পড়া বা মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করেছিল।

'কেএফএফ হেলথ নিউজ' (কঋঋ ঐবধষঃয ঘবংি) এবং 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অন্তত ৩৩টি স্টেটে শত শত বন্দি চিকিৎসার অবহেলার একই ধরনের অভিযোগ এনে ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে "জাতীয় জনমত"

৬ পৃষ্ঠার পর

সম্ভাব্য দখলের জায়গা। মেইনেও রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্সের আসনটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে মেইনকে সরাসরি ডেমোক্র্যাটদের নিশ্চিত আসন হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কুকের সর্বশেষ মূল্যায়নে মেইনসহ আলাস্কা, আইওয়া, মিশিগান, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ওহাইও এবং টেক্সাসকে সমানভাবে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনের তালিকায় রাখা হয়েছে।

এর ফলে ডেমোক্র্যাটদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে মেইন ও উত্তর ক্যারোলাইনা দখলের পর বাকি দুটি আসন কোথা থেকে আসবে। ওহাইও, টেক্সাস, আলাস্কা ও আইওয়া এই সম্ভাব্য পথের কেন্দ্রে রয়েছে। কুকের আগস্টের মূল্যায়নে টেক্সাস ও আইওয়াকে রিপাবলিকানদের পক্ষে ঝুঁকে থাকা আসন থেকে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসনে নামিয়ে আনা হয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ আরও ডেমোক্র্যাটবান্ধব হলে এমন স্টেটেও প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে, যেগুলো কয়েক বছর আগেও রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হতো।

ওহাইওর লড়াইও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সাবেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর শেরড ব্রাউন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং রিপাবলিকানদের প্রার্থী জন হাস্টেড। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যটি রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকে থাকলেও জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন এই প্রতিযোগিতাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

একইভাবে টেক্সাসের আসনটিও নজরকাড়া। কুক রাজনৈতিক প্রতিবেদন আগস্টে টেক্সাসকে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়ে নিয়ে আসে, যা জাতীয় রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়।

আলাস্কাতেও ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সাবেক প্রতিনিধি মেরি পেলটোলার প্রার্থিতার কারণে। কুকের জানুয়ারির মূল্যায়নে বলা হয়েছিল, পেলটোলার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ডেমোক্র্যাটদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তবে আলাস্কা এখনো সহজ আসন নয় এবং রিপাবলিকান সিনেটর ড্যান সুলিভান সেখানে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন।

এদিকে প্রতিনিধি পরিষদের চিত্র সিনেটের তুলনায় ডেমোক্র্যাটদের জন্য বেশি আশাব্যঞ্জক। কুক রাজনৈতিক প্রতিবেদন ২৫ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে, রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পথে রয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের বর্তমানে ২১৫টি আসন রয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য আরও তিনটি আসন প্রয়োজন। ওই বিশ্লেষণে ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য আসন সংখ্যা ২২০ থেকে ২৩০ পর্যন্ত হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে।

তবে প্রতিনিধি পরিষদ হারালেই যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বা ইরান যুদ্ধের ওপর হোয়াইট হাউসের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি শেষ হয়ে যাবে এমন ধারণাও অতিরঞ্জিত। কংগ্রেস যুদ্ধের অর্থায়ন, আইন, তদারকি এবং যুদ্ধক্ষমতা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। আবার প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ক্ষমতা ধরে রাখেন। ফলে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ বদলালে ইরান-সংক্রান্ত নীতিতে রাজনৈতিক চাপ বাড়তে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল সিনেটের হাতে থাকবে এটি সঠিক নয়।

৫০-৫০ সিনেট হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সমতা ভাঙার ভোট দিতে পারেন। ফলে দুই দলের আসন সমান হলে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দলের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সুবিধা তৈরি হতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কেবল একটি স্টেটের ফল বা একটি সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করবে না; প্রতিনিধি পরিষদ, সিনেট, অর্থায়ন, আদালত, সামরিক পরিস্থিতি এবং মিত্রদেশগুলোর অবস্থানও বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রচারিত দাবিটির মূল বক্তব্য ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় অগ্রগতি থাকলেও সিনেট দখল নিশ্চিত নয় বাস্তবসম্মত। তবে নির্দিষ্ট জাতীয় জরিপের ৯ শতাংশ ব্যবধান এবং মেইনকে প্রায় নিশ্চিত ডেমোক্র্যাট আসন হিসেবে দেখানো অতিরঞ্জিত।

সর্বশেষ নিরপেক্ষ নির্বাচনী মূল্যায়নে সিনেটের লড়াই এখনো অনিশ্চিত, আর ওহাইও, টেক্সাস, আলাস্কা ও আইওয়ার মতো অঙ্গরাজ্যগুলোই ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইরান যুদ্ধের নেপথ্যে 'চীন সমীকরণ':

৭ পৃষ্ঠার পর

এক্ষেত্রে চীনের বেসরকারি তেল শোধনাগারগুলো সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে, কারণ চীনের বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলোর তুলনায় পশ্চিমের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক ছোট এসব রিফাইনারির সম্পৃক্ততা বেশ কম।

এর জবাবে ওয়াশিংটন- ইরানের তেল বাণিজ্য ও দেশটিকে সংবেদনশীল প্রযুক্তি প্রদানের সাথে যুক্ত চীনা কোম্পানি, ব্যবসায়ী এবং লজিস্টিক নেটওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বিস্তৃত করেছে। একই সাথে যেসব চীনা ক্রয়-সংক্রান্ত নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ইরানকে পারমাণবিক গবেষণা ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নে কার্যকর প্রযুক্তি সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন।

এই পরিস্থিতি ওয়াশিংটনকে একটি কঠিন কৌশলগত গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে। কেবল ইরানি কোম্পানিগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এক বিষয়; কিন্তু চীনের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শাস্তি দিতে গেলে-এই ইরান যুদ্ধই সরাসরি চীনের সাথে একটি ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রকাশ্য রূপ নিতে পারে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, চীনা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য (সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য) যন্ত্রাংশ ইরানে পাঠানো হচ্ছে। কথিত আছে, এর মধ্যে এমন সব ইলেকট্রনিক্স ও সামরিক সরঞ্জাম রয়েছে-যা ড্রোন তৈরি এবং সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনার সাথে সংযোগ রেখে, চীনা কোনো প্রতিষ্ঠান উক্ত ঘাঁটির স্যাটেলাইট ছবি তেহরানকে সরবরাহ করেছিল কি না-যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এখন সেই অভিযোগও খতিয়ে দেখছেন। যদিও বেইজিং এসব অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং শ্বির সঙ্গে বৈঠকের সময়ে খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বাণিজ্যিক প্রযুক্তি এবং সামরিক সহায়তার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। আধুনিক যুদ্ধনীতি মূলত নেভিগেশন সিস্টেম, স্যাটেলাইট চিত্র, যোগাযোগ সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

কোনো যুদ্ধের গতিপথ প্রভাবিত করতে বা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে-একটি দেশকে সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র বা সৈন্য পাঠাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং, আক্রমণের মুখে থাকা একটি দেশের সামরিক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করার মতো যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেও-তা করা সম্ভব। আর এ কারণেই ওয়াশিংটন এখন বেইজিংয়ের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রাখছে।

হরমুজ প্রণালী: উভয়ের জন্য যৌথ ঝুঁকির কেন্দ্রবিন্দু

চীনের অর্থনীতি মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল; ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত করার মতো ক্ষমতা ইরানের থ াকায়-তা বেইজিংয়ের জন্য সরাসরি এক বড় ধরনের অর্থনৈতিক উদ্বেগেরও কারণ।

অন্যদিকে ওয়াশিংটনও চায় এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথটি যেন খোলা থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কারণটি আরও বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও কৌশলগত। ইতোপূর্বের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং শি জিনপিং সম্মত হয়েছিলেন যে, জ্বালানির অবাধ প্রবাহ বজায় রাখতে এই প্রণালীটি সবসময় খোলা রাখা উচিত। বেইজিং এই নৌপথের সামরিকীকরণের বিরোধিতা করে আসছে এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

এর ফলে স্বার্থের এক অদ্ভুত ও বিরল মেলবন্ধন দেখা যাচ্ছে। চীন চায় না ইরানের পতন ঘটুক, আবার তারা এটাও চায় না যে দীর্ঘস্থায়ী কোনো যুদ্ধ পুরো পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলুক এবং তাদের জ্বালানি সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলুক। তাই তেহরানের অর্থনৈতিক টিকে থাকা নিশ্চিত করা এবং একই সাথে যুদ্ধের বিস্তার রোধ করা-দুই দিকেই বেইজিংয়ের গভীর স্বার্থ রয়েছে।

অবশ্য বেইজিংয়ের এই সমর্থনেরও কঠোর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারা ইরানের সামরিক মিত্র হিসেবে সরাসরি যুদ্ধে নামেনি; বরং সংঘাত নিরসনে বারবার আলোচনার আহ্বান জানিয়ে আসছে। একইসঙ্গে নিজেদের সম্ভাব্য কূটনৈতিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই সম্প্রতি তাঁর ইরানি সমকক্ষকে নিশ্চিত করেছেন যে, বেইজিং ইরানের "ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ" রক্ষায় প্রস্তুত। তবে একই সাথে তিনি তেহরান ও ওয়াশিংটন উভয় পক্ষকেই সংযম প্রদর্শন এবং কূটনৈতিক আলোচনায় ফিরে আসার জোর তাগিদ দিয়েছেন।

পাশাপাশি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং উপসাগরীয় অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গেও চীনের গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে ইরানের পেছনে নিঃশর্ত বা সীমাছাড়া সমর্থন দেওয়া-বেইজিংয়ের জন্য কৌশলগতভাবে চরম ব্যয়বহুল হতে পারে। তেহরান বেইজিংয়ের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, তবে কেবল ইরানই চীনের জ্বালানি নিরাপত্তা, আঞ্চলিক প্রভাব কিংবা আঞ্চলিক প্রবেশের একমাত্র পথ নয়।

দ্বৈরথের ভেতর আরেক যুদ্ধ

এই বিশাল প্রতিযোগিতাটি কিন্তু কেবল ইরানের সীমান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ওয়াশিংটন বিশ্বকে দেখাতে চাইছে যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ-এখনও যেকোনো শত্রু রাষ্ট্রকে কঠোরভাবে একঘরে করে ফেলতে সক্ষম।

বিপরীতে বেইজিং প্রমাণ করছে যে, অন্য কোনো বৃহৎ পরাশক্তি যদি নিষেধাজ্ঞা পাওয়া দেশের সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সেই শাস্তিমূলক হাতিয়ারগুলোর কার্যকারিতা অনেকটাই ভোতা হয়ে পড়ে। চীন পর্যন্ত পৌঁছানো প্রতি ব্যারেল ইরানি তেল মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ধার কমিয়ে দিচ্ছে, আর ইরানে পাঠানো প্রতিটি চীনা প্রযুক্তিপণ্যের চালান আমেরিকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে হরমুজ প্রণালী কেন্দ্রিক বিরোধ দুটি পরাশক্তিরই একই আঞ্চলিক জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ও ঝুঁকির চিত্র স্পষ্ট তুলে ধরে। এভাবে ইরান যুদ্ধ একই সাথে মার্কিন ক্ষমতার সীমা এবং চীনের অর্থনৈতিক সহনশীলতার বড় পরীক্ষা নিচ্ছে।

অবশ্য একে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার একটি "অঘোষিত যুদ্ধ" বলে দেওয়াটাও হয়তো অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলা হবে। কারণ এই দুই পরাশক্তি ইরানে সরাসরি একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি। তবে এই সংঘাতের ময়দানে চীনকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে উড়িয়ে দেওয়াটাও সমান বিভ্রান্তিকর।

বস্তুত ইরান যুদ্ধ এমন এক নতুন ময়দানে পরিণত হয়েছে, যেখানে নিজেদের সীমান্তের বাইরে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার সক্ষমতা পরখ করছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। ওয়াশিংটন যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সামরিক চাপ ও আর্থিক আধিপত্যের ওপর নির্ভর করছে; বেইজিং সেখানে ব্যবহার করছে বাণিজ্য, জ্বালানি ক্রয়, কূটনৈতিক প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
SMG FUNDING
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে নতুন রেল সংযোগকারী ‘হাডসন টানেল প্রজেক্ট’-এর সুড়ঙ্গ খননকাজ শুরু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আগামী দিনগুলোতে, নতুন টানেল নির্মাণের প্রথম ধাপ হিসেবে প্রথম ‘টানেল বোরিং মেশিনটি’ নিউ জার্সির প্যালিসেডস (চধষরংধফবং) এলাকার মধ্য দিয়ে প্রায় এক মাইল পথ খনন করা শুরু করবে। এর পরপরই দ্বিতীয় আরেকটি বোরিং মেশিন চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুরুতে ব্যবহৃত এক জোড়া মেশিন নর্থ বার্গেন এবং উইহকেনের

মধ্যবর্তী শক্ত পাথরের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫,১০০ ফুট দীর্ঘ টানেল তৈরি করবে। সেই ধাপটি শেষ হওয়ার পর, হাডসন নদীর তলদেশ দিয়ে ম্যানহাটনের দিকে বিস্তৃত অংশটি নির্মাণের জন্য দ্বিতীয় আরেকটি সেট মেশিন কাজে লাগানো হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, টানেল বোরিং মেশিনগুলো প্রতিদিন প্রায় ৩০ ফুট করে অগ্রসর হবে এবং উইহকেনে অবস্থিত ‘হাডসন কাউন্টি অ্যাক্সেস শ্যাফট’-এ পৌঁছাতে এগুলোর প্রায় এক বছর সময় লাগবে। এই কাজটি বৃহত্তর ‘হাডসন টানেল প্রজেক্ট’-এর অংশ;

এই প্রকল্পের আওতায় শতাব্দী-প্রাচীন ‘নর্থ রিভার টানেল’-এর সংস্কারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ‘নর্থইস্ট করিডোর’-এ ট্রেন চলাচলে বিলম্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

এক দশকেরও বেশি সময়ের পরিকল্পনা এবং প্রায় তিন বছরের নির্মাণকাজের পর এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকটি অর্জিত হতে যাচ্ছে। হাডসন টানেল প্রজেক্টটিকে বৃহত্তর ‘গেটওয়ে প্রোগ্রাম’-এর একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়; এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে রেলসেবার মান ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

আগামী ২০৩৫ সালে টানেলটি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

১৫ বিলিয়ন ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম

১৯ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। তবে রাশিয়ার জ্বালানি খাতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী, তারাই এখন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে।

এই ইস্পাত কারখানা প্রকল্প আসলে কী?

নতুন এই প্রকল্পের মাধ্যমে মিনেসোটার মেসাবি আয়রন রেঞ্জে প্রতিষ্ঠানটির আকরিক লোহা উত্তোলন কার্যক্রমকে আইওয়া স্টেটে প্রস্তাবিত নতুন ইস্পাত কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

হোয়াইট হাউস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, আইওয়ার এই ইস্পাত কারখানায় অন্তত ১ হাজার ৭৫০টি স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরি হবে। পাশাপাশি এটি ‘আইওয়া ও মিডওয়েস্ট অঞ্চলজুড়ে বিভিন্ন সরবরাহকারী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখবে’। এছাড়া কারখানাটি নির্মাণকালে প্রায় ৬ হাজার কর্মসংস্থান হবে।

ওয়াশিংটন আরও জানিয়েছে, প্রথম দফায় এ কারখানায় বছরে ৭৫ লাখ টন ইস্পাত উৎপাদন হবে। পরে তা ১ কোটি টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারখানাটিতে ২০৩০ সাল নাগাদ উৎপাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের তথ্যমতে, নির্মাণকালে ও কার্যক্রম শুরুর প্রথম ১০ বছরে সব মিলিয়ে প্রায় ৯৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলবে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক সাংবাদিকদের বলেন,ওঅনুযায়ী ইস্পাত পণ্যের ওপর যে শুল্ক বসানো হয়েছে, এটি মূলত তারই ফলাফল। ওই শুল্কগুলো না থাকলে এই খনি ও ইস্পাত কারখানা কখনোই গড়ে উঠত না।চ

এতে সুর মিলিয়ে ট্রাম্পও বলেন, ‘দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আমি সব ধরনের বিদেশি ইস্পাতের ওপর ৫০ শতাংশ ভারী শুল্কারোপ করেছিলাম। তারই ফল হিসেবে আমাদের ইস্পাত শিল্প এখন আবার দারুণভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সবাই এখন শুল্ক এড়ানোর জন্যই খোদ আমেরিকায় কারখানা তৈরি করছে।’

রাশিয়ার সঙ্গে এসারের সম্পর্ক কেমন?

এসার গ্রুপের জ্বালানি শাখা এসার অয়েল ২০০৮ সালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত ভাদিনার শোধনাগারে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন শুরু করে।

কিন্তু ২০১৬ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানটি বিপুল ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অভ ইন্ডিয়া তাদের ঋণখেলাপির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে তেল ব্যবসা বিক্রির জন্য মরিয়া হয়ে উপযুক্ত ক্রেতা খুঁজছিল তারা। সময়টাও ছিল বেশ অনুকূল। কারণ ঠিক সেই সময়েই বিদেশি পুঁজি টানার জন্য রাশিয়ার শীর্ষ জ্বালানি প্রতিষ্ঠান রোসনেফটের কিছু শেয়ার বিক্রি করার পথ খুঁজছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

এ পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে একের পর এক চুক্তির পথ সুগম করেন তিনি, যা রোসনেফট ও এসার উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক হয়। প্রথমে ভারতের সরকারি তেল কোম্পানিগুলো রোসনেফটের শেয়ার কেনে, যার ফলে রুশ প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের সংস্থান হয়। এরপর রোসনেফট অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জোট বেঁধে ভাদিনার শোধনাগার কিনে নেয়। এর মধ্য দিয়ে বিশাল ঋণ থেকে মুক্তি পায় এসার। এসার অয়েল হয়ে যায় নায়ারা এনার্জি। এই কোম্পানিতে রাশিয়ার রোসনেফটের মালিকানা ৪৯ শতাংশ ও রুশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ক্যাপিটাল পার্টনার্সের রয়েছে আরও ৪৯ শতাংশ শেয়ার। এ চুক্তির জন্য ক্রেতারা এসারকে ১২.৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে। চুক্তির অংশ হিসেবে নায়ারা ভারতে নিজেদের হাজার হাজার পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৯৯ বছরের জন্য এসারের ব্র্যান্ডিং ব্যবহারের স্বত্ব পায়।

নায়ারা কি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আছে?

হ্যাঁ। রুশ তেলের বিরুদ্ধে ইইউ গত বছরের জুলাইয়ে নায়ারার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ফলে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করা পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হয়। সেইসঙ্গে শোধনাগারটির জন্য ইইউর শিপিং ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক ও অন্যান্য সেবার সুযোগও সীমিত করা হয়।

নিষেধাজ্ঞার পর অন্যান্য সরবরাহকারী সরে গেলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত নায়ারার ভাদিনার শোধনাগারটি কেবল রাশিয়ার তেল পরিশোধন শুরু করে। তখন থেকেই অপরিশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধিত জ্বালানি রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করে আসছে নায়ারা।

চলতি বছরের জুলাইয়ে রাশিয়ার বিভিন্ন তেল শোধনাগারে ইউক্রেনের হামলার পর দেশটিতে জ্বালানি সংকট দেখা দিলে রাশিয়ার কাছেই পেট্রোলিয়াম বিক্রি করে নায়ারা এনার্জি।

গত কয়েক মাসে ইউক্রেন রাশিয়ার তেল স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ফলে রাজধানী মস্কোসহ পুরো দেশজুড়ে জ্বালানির জন্য দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়ার জন্য এই সংকট ছিল নজিরবিহীন। এ সংকটের জেরে অনেক অঞ্চলে জ্বালানি রেশনিং করতে হয়েছে।

রাশিয়ার সঙ্গে এমন সম্পর্কের কারণে নায়ারা এনার্জি আরও বৃহত্তর নজরদারির মুখে পড়ে। নিষেধাজ্ঞা ও ইইউর আইনের বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে এসএপি-সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই শোধনাগারকে সেবা দেওয়া স্থগিত করে।

নায়ারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আপিল করলে চলতি মাসের শুরুর দিকে আদালত এসএপি ইন্ডিয়াকে সেবা ফের চালু করার নির্দেশ দেয়।

এসার বা এই ইস্পাত কারখানা কি কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করছে?

নায়ারা ইইউর নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকলেও এসারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বা ইইউর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

২০১৬ সালের অক্টোবরে ভাদিনার শোধনাগার বিক্রির জন্য রোসনেফট ও ইউনাইটেড ক্যাপিটাল পার্টনার্সের সাথে এসার যখন চুক্তি করে, তখন ওবামা প্রশাসনের অধীন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছিল, এই চুক্তি কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি।

মেসাবি-তে এসারের বিনিয়োগ কিংবা আইওয়াতে ইস্পাত কারখানা নির্মাণের প্রস্তাবিত বিনিয়োগে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রমাণ মেলেনি। তবে কিংস কলেজ লন্ডনের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের (সিএসএসএস) নিষেধাজ্ঞাবিষয়ক গবেষক ঋষিকা চৌহান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এসারের এই বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে ‘আমেরিকান চাপের (আর্ম-টুইস্টিং) সামনে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। কারণ এখন যুক্তরাষ্ট্রে এই বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সম্পদ ও বিনিয়োগের ওপর অনায়াসে নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে; তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আইনও প্রয়োগ করা যাবে।’ ঋষিকা চৌহান বলেন, রাশিয়া ও ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় ‘এমন বিধান আছে, যার আওতায় রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনে কিংবা রাশিয়ান তেলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দিতে সহায়তা করে-এমন নির্দিষ্ট দেশ থেকে পণ্য আমদানিকারী রাষ্ট্রগুলোর ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে।’

আল জাজিরাকে তিনি বলেন, ‘এসার নিশ্চিতভাবেই এসব নিয়ম ও যুক্তরাষ্ট্রের আরও বহু নিষেধাজ্ঞা আইন ও নির্বাহী আদেশের আওতায় চলে আসতে পারে। প্রক্রিয়াটি অতটা সহজ নয়, তবে ট্রাম্প নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে প্রায়ই নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ককে ব্যবহার করে থাকেন।’

রাশিয়ার সঙ্গে এসারের এই সম্পর্ক অন্যান্য দেশেও বিশেষ নজরদারির মুখে পড়েছে।

রুশ ক্রেতাদের কাছে ভাদিনার শোধনাগার বিক্রির সময় রাশিয়ার ভিটিবি ব্যাংক ঋণ পুনর্গঠনের জন্য এসারকে ৩.৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পরপরই ব্যাংকটির ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গার্ডিয়ান ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্ল্যাটফর্ম সোর্সম্যাটেরিয়ালের ২০২৬ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ভিটিবি ব্যাংকের সেই ঋণ ট্যাক্স হ্যাভেন মরিশাসে সরিয়ে নেয় এসার।

ইস্পাত কারখানা ঘোষণার সময়টি কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

নভেম্বরে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী নির্বাচনে লড়তে যাচ্ছে। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ও ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগের মুখে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা এযাবৎকালের সর্বনিম্নে নেমে গেছে।

দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প শুল্কারোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাতের পুনরুজ্জীবনকে তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি বানিয়েছেন। তার দাবি, আমদানির ওপর কঠোর বাধা তৈরি করলে বিনিয়োগ আবারও যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসবে। তাছাড়া ওয়াশিংটন এমন একটি আইনও এনেছে, যার মাধ্যমে রাশিয়া বা ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখা দেশগুলোর পণ্য আমদানির ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কারোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার জ্বালানি ক্রেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এর ফলে নয়াদিল্লি বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কারণ ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর ভারতই কম দামে বিক্রি হওয়া রাশিয়ান অপরিশোধিত তেলের অন্যতম বৃহৎ ক্রেতা হয়ে উঠেছিল। এই ইস্যুতে ২০২৫ সালে ভারত থেকে পণ্য আমদানির ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। পরে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি সেই শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তির হুমকি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেল কেনা কিছুটা কমলেও রাশিয়াই ভারতের জন্য অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় উৎস রয়ে গেছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদন অনুসারে, আগস্টে রাশিয়া থেকে প্রতিদিন প্রায় ২১ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে ভারত।

ট্রাম্পের আমেরিকায় বিনিয়োগের কী ধরনের সুবিধা মিলতে পারে, তা বোঝার মতো একটি সাম্প্রতিক উদাহরণও রয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে ভারতীয় ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি জালিয়াতি ও ঘুষের অভিযোগ খারিজ করার উদ্যোগ নেয় ওয়াশিংটন। এর আগে আদানির আইনজীবীরা দেশটির বিচার বিভাগকে জানিয়েছিলেন, তার শিল্পগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। পরে আগস্টে একজন ফেডারেল বিচারক মামলাটি খারিজ করে দেন।

ঋষিকা বলেন, ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রে মূলধনি বিনিয়োগ হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাওয়া কোম্পানিগুলোকে একধরনের সুবিধা দেয়, কিন্তু এটি ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের অস্ত্র প্রয়োগ থেকে কোনো স্থায়ী সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না।

২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র

১৯ পৃষ্ঠার পর

প্রবৃদ্ধির হার ২.২%-এর প্রায় দ্বিগুণ। গভর্নর হোকুলের কার্যালয় জানিয়েছে যে, মাইক্রন (Micron), আইবিএম (IBM), রিজেনরন (Regeneron), চোবানি (Chobani) ও ফেয়ারলাইফ (Fairlife)-এর মতো কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট বড় ধরনের নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে। গভর্নর হোকুল এর কার্যালয় আরও উল্লেখ করেছে যে, এই কোম্পানিগুলো ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কে হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। বিইএ (BEA)-এর তথ্য অনুযায়ী, নিউ ইয়র্কের জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে অর্থ ও বীমা খাত; এরপরই রয়েছে তথ্য (information), আবাসন ও ভাড়া বা ইজারা (real estate and rental leasing) এবং পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সেবা খাত।

নিউইয়র্কে জলবায়ুর গল্প এবং

২১ পৃষ্ঠার পর

করতে গিয়ে আগুনের তাৎক্ষণিক ক্ষতি কাছ থেকে দেখেছি। কত একর বন পুড়ল, কত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কত মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হলো কিংবা দমকলকর্মীরা কীভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন-এসবই একটি দাবানলের গুরুত্বপূর্ণ খবর। কিন্তু নিউইয়র্কের আলোচনা আমাকে সেই গল্পের পরের অধ্যায় নিয়েও ভাবিয়েছে।

আগুন নিভে যাওয়ার পর পুড়ে যাওয়া বাড়ি আবার তৈরির অর্থ কে দেবে? ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষ ভবিষ্যতেও বাড়ির বীমা করতে পারবে কি না? বীমার খরচ কতটা বাড়বে? স্থানীয় ছোট ব্যবসাগুলো কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে? ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বিদ্যুৎব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের অর্থ কোথা থেকে আসবে? আর যেসব পরিবারের সঞ্চয় বা পর্যাপ্ত বীমা নেই, তাদের কী হবে?

একই প্রশ্ন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কিংবা তীব্র দাবদাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটি জলবায়ু দুর্যোগ শুরুতে পরিবেশের গল্প হতে পারে, কিন্তু খুব দ্রুত সেটি অর্থনীতির গল্প হয়ে ওঠে।

নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশের কথা

বাংলাদেশ থেকে আসা একজন সাংবাদিক হিসেবে এসব আলোচনা আমার কাছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তীব্র তাপপ্রবাহ, নদীভাঙন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানা জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এসব ঝুঁকি শুধু পরিবেশের ক্ষতি করে না। মানুষের বাড়িঘর, কৃষি, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও জীবিকাতেও এর প্রভাব পড়ে।

ফলে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন শুধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যবহৃত কোনো কূটনৈতিক শব্দ নয়। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎ সরাসরি জড়িত।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অর্থ কোথা থেকে আসবে? জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো কতটা সহায়তা পাবে? নতুন প্রযুক্তি কতটা সহজে তাদের কাছে পৌঁছাবে? নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগই-বা কে করবে?

এবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জন্যও এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১ তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যান। ২২ সেপ্টেম্বর তিনি সাধারণ বিতর্কের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ভাষণ দেন তিনি। সেই ভাষণে জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

তাঁর নিউইয়র্ক কর্মসূচিতে জলবায়ু কার্যক্রম ও ন্যায্য রূপান্তর এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনাও হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য এসব বৈঠক থেকে শেষপর্যন্ত কী আসে, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য অর্থায়ন, জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে বিনিয়োগ এবং নতুন প্রযুক্তির সুযোগ-এসব বিষয় বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য দূর ভবিষ্যতের কোনো বিমূর্ত আশঙ্কা নয়। উপকূলীয় জনপদ, কৃষি, সুপেয় পানি ও মানুষের জীবিকার সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

তাই নিউইয়র্কের এসব বৈঠকের সাফল্য শুধু কত অর্থের প্রতিশ্রুতি এল, তা দিয়ে বিচার করা যাবে না। সেই অর্থের কতটা বাস্তবে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর কাছে পৌঁছায়, অভিযোজনে কতটা কাজে লাগে এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো কী ধরনের অর্থ ও প্রযুক্তি পায়-সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পরিবর্তনের খরচ কে দেবে

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলার অর্থ জোগাড় করাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণও কমাতে হবে। আর এখানেই অর্থনীতির কঠিন প্রশ্নগুলো সামনে আসে।

বিশ্ব কত দ্রুত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে পারবে? সৌর ও বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ কীভাবে বাড়বে? সরকারের ভর্তুকি কোথায় যাবে-জীবাশ্ম জ্বালানিতে, নাকি পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রসারে?

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রশ্নটি আরও জটিল। তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরকার, শিল্পায়ন দরকার, কর্মসংস্থান দরকার এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদাও পূরণ করতে হবে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সীমিত রাখতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে এগোতে হবে। বাংলাদেশও এই বাস্তবতার বাইরে নয়।

একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে দরকার বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি। কিন্তু এই পরিবর্তনের খরচ কে দেবে? নিউইয়র্কে দুই দিনের আলোচনায় এই প্রশ্নটি নানাভাবে বারবার ফিরে এসেছে।

প্রকৃতির ক্ষতিও অর্থনীতির ক্ষতি

ফেলোশিপে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিকেও আমরা অর্থনীতির দৃষ্টিতে দেখেছি। বন, জলাভূমি, নদী কিংবা অন্য কোনো বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি শুধু প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর প্রভাব পড়ে কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, ব্যবসা এবং এসব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবিকায়। অর্থাৎ প্রকৃতি ও অর্থনীতি আলাদা নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈষম্যও নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে থাকা সবার ঘুরে দাঁড়ানোর আর্থিক সক্ষমতা সমান নয়। সঞ্চয় ও বীমা থাকা একটি পরিবার হয়তো দুর্যোগের পর আবার বাড়ি তৈরি করতে পারবে। আরেকটি পরিবার হয়তো একটি দুর্যোগেই প্রায় সবকিছু হারাবে।

দেশগুলোর ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। ধনী দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর আর্থিক সক্ষমতা এবং একটি উন্নয়নশীল দেশের সক্ষমতা এক নয়। এই বৈষম্যই জলবায়ু ন্যায়বিচারের আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

সাংবাদিক হিসেবে নতুন কিছু প্রশ্ন

ম্যানহাটানে হাঁটতে হাঁটতে এই সংযোগগুলো আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে। একদিকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বিশ্বনেতারা বৈশ্বিক সংকট নিয়ে আলোচনা করছেন। অন্যদিকে নিউইয়র্ক জলবায়ু সপ্তাহের দেড় হাজারের বেশি আয়োজনে ব্যবসা, অর্থনীতি, জ্বালানি, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও জলবায়ু নিয়ে কথা হচ্ছে। আর নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির স্টার্ন স্কুলের একটি কক্ষে আমরা সাংবাদিকেরা বোঝার চেষ্টা করছি-এসব বড় আলোচনা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে কী অর্থ বহন করে।

আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম মূলত আমার দেখা ও প্রতিবেদন করা জলবায়ু দুর্যোগগুলোর কথা মাথায় নিয়ে। ফিরেছি আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে। পরেরবার যখন কোনো দাবানল, বন্যা কিংবা তীব্র দাবদাহ নিয়ে প্রতিবেদন করব, তখন শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির দিকে তাকাতে চাই না।

জানতে চাই-কার বীমা আছে, কার নেই? পুনরুদ্ধারের অর্থ কোথা থেকে আসছে? স্থানীয় শ্রমিক ও ব্যবসার কী হচ্ছে? জলবায়ু বিনিয়োগের অর্থ কোথায় যাচ্ছে? সেই অর্থ কি সত্যিই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে?

একইভাবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের গল্প বলার সময়ও শুধু কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো বা কত ঘরবাড়ি হারাল, সেই সংখ্যার মধ্যে গল্প আটকে রাখতে চাই না। দেখতে চাই ক্ষতির অর্থনৈতিক বোঝা কে বহন করছে এবং পুনরুদ্ধারের অর্থ কার কাছে পৌঁছাচ্ছে।

উপসংহার নিউইয়র্কের অভিজ্ঞতা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর শুধু পরিবেশের গল্প নয়-এটি অর্থনীতির গল্প, স্বাস্থ্যের গল্প, জ্বালানির গল্প, উন্নয়নের গল্প, বৈষম্যের গল্প। আর জলবায়ু অর্থায়ন, বীমার ক্ষতি কিংবা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে শত শত কোটি ডলারের বিনিয়োগের হিসাবের পেছনে রয়েছেন বাস্তব মানুষ-যাঁদের বাড়ি, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

একজন সাংবাদিক হিসেবে তাই দুর্যোগের পাশাপাশি অর্থের গতিপথ অনুসরণ করাও জরুরি। কারণ অর্থ কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত কে এর সুবিধা পাচ্ছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলে হয়তো আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে, পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রকৃত মূল্য শেষ পর্যন্ত কে দিচ্ছে।

মোছাব্বের হোসেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মন্টানায় পরিবেশবিজ্ঞান ও ন্যাচারাল রিসোর্স জার্নালিজমে অধ্যয়নরত

জাপান যেভাবে এশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রকে

২১ পৃষ্ঠার পর

এই কৌশলের অংশ হিসেবে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোয়াড জোট পুনরুজ্জীবিত করে, যা অবৈধ সামুদ্রিক গতিবিধি শনাক্তকরণ এবং সমুদ্রের তলদেশের কেবল সুরক্ষায় কাজ করছে।

২০২২ সাল থেকে জাপান অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা চুক্তি সই করেছে, যা এক দেশের সামরিক বাহিনীকে অন্য দেশের ভূমিতে প্রশিক্ষণ ও অপারেশনের অনুমতি দেয়। এসব চুক্তি গভীর সামরিক সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে জাপান প্রথমবারের মতো মার্কিন-ফিলিপাইন যৌথ সামরিক মহড়ায় কমব্যাট ভূমিকায় অংশ নিতে সেনা পাঠায়।

জাপান তাদের শিল্পশক্তিকেও নিরাপত্তা অংশীদারত্বে রূপান্তর করছে। তারা ইতালি ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ষষ্ঠ প্রজন্মের একটি যুদ্ধবিমান যৌথভাবে তৈরি করছে। ২০২৩ সালে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নিরাপত্তা সহায়তা কর্মসূচি শুরু করে, যার মাধ্যমে অংশীদার দেশগুলোকে সামরিক সরঞ্জাম ও অবকাঠামো দেওয়া হচ্ছে।

২০২৬ সালে টোকিও প্রাণঘাতী অস্ত্র রপ্তানির ওপর বহু দশকের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তাইওয়ানকেন্দ্রিক সংঘাত ঠেকাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন প্রচেষ্টায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের ইঙ্গিত দিয়েছে জাপান।

গত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি বলেন, চীনের তাইওয়ান অবরোধ জাপানের জন্য একটি 'অস্তিত্বের সংকটজনক পরিস্থিতি' তৈরি করতে পারে। জাপানের অধিকাংশ নাগরিক তাকাইচির এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

কথার সঙ্গে কাজের মিল রেখে জাপান তাইওয়ানের সবচেয়ে কাছের অঞ্চল রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জে তাদের সামরিক অবকাঠামো আধুনিকীকরণ করেছে। ২০২৪ সালে জাপানের নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো তাইওয়ান প্রণালি অতিক্রম করে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪০০টি টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করে।

নিজস্ব সামরিক শক্তি বাড়িয়ে মার্কিন সক্ষমতার পরিপূরক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে জাপান এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বজায় রাখা ও চীনের আগ্রাসন রোধ করার লক্ষ্য রাখছে।

আমেরিকার উদাসীনতার ঝুঁকি

যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জাপানের এই ঐতিহাসিক নীতিগত পরিবর্তনকে প্রকাশ্যে তেমন একটা উদ্‌যাপন করেনি; বরং এ অঞ্চলকে আশ্বস্ত করার মতো পদক্ষেপ নিতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। টোকিওতে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ বিলম্বিত করা এবং রণতরী সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া কমিয়ে দিয়েছে বা বাতিল করেছে।

তারা তাইওয়ানের কাছে একটি বড় অস্ত্র বিক্রি স্থগিত রেখেছে এবং ইরান যুদ্ধের কারণে তাইওয়ানের কেনা অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহও পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জাপান এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু ওয়াশিংটনের এতে আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক সমর্থন না পেলে মার্কিন-জাপান সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়বে, যা বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা মিত্রকে দূরে ঠেলে দেবে।

এক অনিশ্চিত টোকিওকে তখন অনেক সম্পর্ক নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। তারা মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী হলেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে পারে।

তাদের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে এবং জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে জাপান ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন কমিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আপস করতে পারে। খনিজ সম্পদের জন্য তারা মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে পারে, এমনকি কম দামে ইরানি তেল কেনার পথও খুঁজতে পারে।

জাপান যদি বুঝতে পারে যে তারা আর মার্কিন পারমাণবিক সুরক্ষার ওপর ভরসা করতে পারছে না, তবে তারা নিজেরাও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির দিকে হাঁটতে পারে। চীন, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া-সবার হাতেই বিশাল পারমাণবিক অস্ত্রাগার রয়েছে; ফলে পারমাণবিক চাপ থেকে বাঁচতে জাপান নিজেকেও পারমাণবিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে বাধ্য মনে করবে।

একই সঙ্গে জাপান ব্যাপক প্রথাগত সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে হাত দেবে। যুক্তরাষ্ট্র পাশে নেই দেখে এবং জাপানের সামরিক শক্তি বাড়ার আগেই সুযোগ নিতে চীন পূর্ব চীন সাগরে তাদের দাবিগুলো জোর খাটিয়ে আদায় করতে চাইতে পারে, যা সংঘাতের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

জাপান যদি মার্কিন ঘাঁটিগুলোর অবস্থান সংকুচিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ওয়াশিংটন এ অঞ্চলে তার সবচেয়ে সেরা সামরিক অবস্থানটি হারাবে। এতে ইন্দো-প্যাসিফিকে ক্ষমতা প্রদর্শন এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোর প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত রাখার মার্কিন সক্ষমতা মারাত্মকভাবে মার খাবে।

টোকিওর লাভ, ওয়াশিংটনের লাভ

যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাপানের এ আস্থাকে অবহেলা না করে তার যথাযথ মূল্যায়ন করা। ওয়াশিংটন এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে, যা জাপানকে এই কৌশলগত পথে থাকতে উৎসাহিত করবে, মার্কিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে তৈরি হওয়া সংশয় দূর করবে এবং চীনকে স্পষ্ট বার্তা দেবে যে টোকিওর ওপর তাদের চাপ প্রয়োগ সফল হবে না।

চীনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে এবং ইন্দো-প্যাসিফিকে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় একটি শক্তিশালী মার্কিন-জাপান জোট অপরিহার্য।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান উন্নত প্রযুক্তির মারণাস্ত্র যৌথভাবে তৈরি করতে পারে। এটি যেমন ওয়াশিংটনের অস্ত্রঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবে, তেমনি টোকিওর প্রতিরক্ষাশিল্পকেও চাঙা করবে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান তাদের সামরিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আরও নিবিড়ভাবে সমন্বিত করতে পারে। তারা জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপগুলোকে সামরিক পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

কূটনৈতিক গোয়েন্দা তথ্যের সমন্বয়ও বাড়ানো যেতে পারে। অতীতে টোকিওর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অভাব এবং সাইবার নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ারিং সীমিত ছিল।

কিন্তু ২০২৬ সালে জাপান একটি ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল ও ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো গঠন করেছে এবং শীর্ষ গোপনীয় ক্লাউড অবকাঠামো তৈরিতে মার্কিন ফার্মগুলোর সঙ্গে কাজ করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। সংকটপূর্ণ খনিজ ও 'রেয়ার আর্থ' উপাদানে চীনের আধিপত্য ওয়াশিংটন ও টোকিও উভয়ের জন্যই বড় দুর্বলতা।

দুই দেশের উন্নয়ন অর্থায়ন সংস্থাগুলো যৌথভাবে একটি 'ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ফান্ড' গঠন করতে পারে, যা চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া শক্তি বা জ্বালানি খাতেও সহযোগিতা বাড়ানো যায়।

ডেভিড স্যাক্স কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের একজন ফেলো। নিক স্লাইডার হাডসন ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফেলো।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

কট্টর অভিবাসনবিরোধী নেতারাই

২৩ পৃষ্ঠার পর

প্রজন্মের অভিবাসী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দাদাকে একসময় অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আটক ও বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইলন মাস্ক শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়েও এখন অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ট্রাম্পের গণহারে বহিষ্কার অভিযানের রূপকার স্টিফেন মিলারের নীতি কার্যকর থাকলে তাঁর নিজের দাদাই যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারতেন না। এসব বৈপরীত্য সত্ত্বেও উগ্র ডানপন্থীদের জনপ্রিয়তা কমেনি; বরং চরম ও চমকপ্রদ বক্তব্যই এখন সফল নির্বাচনী কৌশলে পরিণত হয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদকে সমর্থনকারীদের মনে রাখা উচিত-এমন নীতি শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের পরিবার ও নেতাদেরও বিপদে ফেলতে পারে।

স্লাভমির সিয়েরাকোভস্কি ক্রিতিকা পলিতিচনা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স

১৯ পৃষ্ঠার পর

৯৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮ হাজার ৫৯১ মিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৭ হাজার ৫৮৬ মিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১০ দিনে ১ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। অর্থাৎ মাসের শেষ ১০ দিনে রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমেছে। রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে ব্যাংকাররা কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

কেন রেমিট্যান্স কমেছে, তা নিয়েও তারা নিশ্চিত নন। তবে এর পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তারা।

ব্যাংকারদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে রেমিট্যান্সে প্রভাব পড়তে পারে। সেপ্টেম্বরের শেষ ১৫ দিনে (১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬) সৌদি আরবে হুতিদের হামলার দাবি তুলনামূলকভাবে ঘন ঘন এসেছে।

ভার্জিনিয়ায় মাহফুজ আহমেদের

৪ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা ও হালনাগাদ করতে শুরু করে। বেড়ে যায় দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ও প্রযুক্তিসেবার চাহিদা। এই সময়ই উওঝণঝ বড় গ্রাহক পেতে শুরু করে এবং ব্যবসার গতিও বদলে যেতে থাকে।

এরপর ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে। ২০০৫ সালে উওঝণঝ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারণ শুরু করে এবং ২০০৮ সালে পা রাখে আন্তর্জাতিক বাজারে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মী সরবরাহের পাশাপাশি পরামর্শ ও প্রযুক্তি সমাধানের কাজও বাড়তে থাকে। একটি গ্রাহক থেকে আরেকটি গ্রাহক, একটি শহর থেকে আরেকটি শহর, তারপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম।

আরেকটি বড় পরিবর্তন আসে ২০২১ সালে। উওঝণঝ অধিগ্রহণ করে ফ্লোরিডাভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Signature Consultants। দুই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এক হওয়ার পর ২০২৩ সালে নতুন নাম হয় Dexian। তত দিনে উত্তর ভার্জিনিয়ার একটি বেসমেন্ট থেকে শুরু হওয়া ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটি কর্মী ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিসেবা খাতের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

Virginia Business-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে Dexian-এর রাজস্ব ছিল ১.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের প্রায় ৭০টি স্থানে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ১২ হাজার কর্মী কাজ করছিলেন। একই রাজস্বের হিসাবে Washington Business Journal-এর ওয়াশিংটন ডিসি অঞ্চলের সংখ্যালঘু মালিকানাধীন ৬০টি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের তালিকায় Dexian শীর্ষে ছিল। বর্তমানে উত্তর ও লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম রয়েছে। তাদের গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানিগুলোর বার্ষিক Fortune ৫০০ তালিকায় স্থান পাওয়া বহু প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাইয়ের দায়িত্বও বদলেছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে মাহফুজ প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ভাই মারুফ আহমেদের হাতে তুলে দেন। এর আগে মারুফ প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ছিলেন। মাহফুজ দায়িত্ব নেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে। প্রায় তিন দশক ধরে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পরিচালনা ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। সাফল্যের স্বীকৃতিও এসেছে। ২০১৩ সালে মাহফুজ আহমেদ গ্রেটার ওয়াশিংটন অঞ্চলে Ernst & Young-এর Entrepreneur of the Year পুরস্কার পান। যে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটিতে তাঁর আমেরিকার ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও কম্পিউটিং কলেজে ২০২২ সালে তিনি ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার দান করেন। পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয় মাহফুজ ও মারুফ দুই ভাইকে তাঁদের সাফল্য ও অবদানের জন্য সম্মান জানায়।

সেই সম্মাননার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই ভাইয়ের শুরুর দিনের একটি মজার স্মৃতিও। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মারুফ মাঠ ও প্রাঙ্গণ পরিচর্যার কাজ করতেন। Fenwick Library-এর সামনে গার্বেজ বিন পরিষ্কার করাও ছিল তাঁর কাজের অংশ। বহু বছর পর সফল উদ্যোক্তা হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে দুই ভাই নিজেদের নামে কোনো জমকালো স্থাপনা চাননি। বরং চেয়েছিলেন, লাইব্রেরির কাছের একটি গার্বেজ বিন তাঁদের নামে উৎসর্গ করা হোক। শুনতে রসিকতা মনে হলেও এর মধ্যে ছিল অতীতকে মনে রাখার এক সুন্দর বার্তা। সাফল্যের এতটা পথ পেরিয়েও তাঁরা ভুলে যাননি কোথা থেকে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

তথ্যসূত্রঃ George Mason University, Virginia Business, Dexian, Washington Business Journal Ges Ernst & Young

নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ।

২০৪০ সালের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অঙ্গনে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

পিউ রিসার্চের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টানদের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইহুদি জনগোষ্ঠী, যা দেশটির মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ। তবে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অন্য সব ধর্মীয় গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল।

২০১৭ সালে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৪ লাখ ৫০ হাজার (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.১ শতাংশ), সেখানে প্রক্ষেপণ (চৎড়লবপঃরড়হ) অনুযায়ী ২০৪০ সালের আগেই তা ইহুদিদের সংখ্যাকে অতিক্রম করবে। সংস্থাটির পূর্বাভাসে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৫০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৮১ লাখে পৌঁছাবে, যা সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রায় ২.১ শতাংশে উন্নীত হবে।

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করছে। প্রথমত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে আগমন এবং দ্বিতীয়ত, এই জনগোষ্ঠীর মানুষের গড় বয়স তুলনামূলক কম হওয়ায় জাতীয় গড়ের চেয়ে তাদের জন্মহার বেশি। নিউজার্সিসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ইতিমধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে দৃশ্যমান। বিশ্লেষকদের মতে, সংখ্যাগত এই পরিবর্তন ভবিষ্যৎ আমেরিকার সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভাব ও অংশগ্রহণকে আরও সুদৃঢ় করবে। তথ্য সূত্রঃ Pew Research Center

মজুত রাখা ডিজেল ছাড়তে

১৯ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারে। জার্মানির এডিএসি মোটরিং ক্লাব বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সেদেশে ডিজেলের দাম ১০ দশমিক ২৪ ডলার প্রতি গ্যালন। - এএফপি, রয়টার্স

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে

মাসভিত্তিক হিসাবে আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে আয় কমেছে।

গত মাসের তুলনায় এই আয় ১১ দশমিক ১১ শতাংশ কমেছে বলে জানায় ইপিবি।

ইপিবি জানায়, বিশ্ব বাজারে পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ১০ শতাংশ বেড়ে ১০ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

এক বছরের ব্যবধানে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয় সাড়ে আট শতাংশ বেড়ে ৩ দশমিক ০৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ইপিবি আরও জানিয়েছে, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়ে ১৩ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির বড় অংশ দখল করে রাখা তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত সেপ্টেম্বরেও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। সেপ্টেম্বর মাসে পোশাক খাতের রপ্তানি আয় গত বছরের তুলনায় ৮.৫৬ শতাংশ বেড়ে ৩০৮ কোটি ডলারে (৩.০৮ বিলিয়ন ডলার) পৌঁছেছে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ২৮৪ কোটি ডলার।

পোশাক খাতের পাশাপাশি অন্যান্য প্রধান খাতগুলোতেও রপ্তানির বড় উল্লম্ফন লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্যের চালান বেড়েছে ২২.৭২ শতাংশ।

এছাড়া অন্যান্য খাতের মধ্যে হোম টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি আয় ১৩.৫২ শতাংশ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের পণ্য রপ্তানি ৩.৭৬ শতাংশ বেড়েছে।

তবে সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে ওষুধ খাত। ইপিবির উপাত্ত অনুযায়ী, প্রধান রপ্তানি খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ওষুধ শিল্প; সেপ্টেম্বরে এই খাতের রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এক লাফে ৬৪.৩৩ শতাংশ বেড়েছে।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ কি

২৩ পৃষ্ঠার পর

এই মানুষেরা ঠিক কোন বাংলাদেশকে চাইছে, তা স্পষ্ট নয়। অতি উৎসাহী ওই গোষ্ঠী কাকে খুশি করার জন্য ইউপিএলে গিয়ে নিজেদের ‘দাপট’ দেখিয়ে এসেছে, তা জানি না, তবে যারা তাঁদেরকে সেখানে প্রেরণ করুন না কেন সেটা সঠিক পথের রাজনীতি নয়।

শেখ মুজিবুর রহমান কোনো লেখক, কবি, সাহিত্যিক নন। তিনি একজন রাজনীতিবিদ। আর রাজনীতিবিদেরা ইতিহাসের সুরকি। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী এই দেশের ইতিহাসের সুরকি বটে। একজন মানুষ সাড়ে ৪ হাজার দিন জেল জীবন পার করেছেন, জেলের ভিতর থেকে তিনি একটি রাষ্ট্রের জন্মের স্বপ্ন বুনন করেছেন, এর চেয়ে পবিত্র সত্য আর কি হতে পারে?

আমরা হাজার চেষ্টা করেও কি আর একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ার সুযোগ পাব? নিশ্চয় না। কারণ, বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে, সেই জন্মের দাগে মিশে আছে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন, শহীদ নজরুল ইসলামরা। ‘আত্মজীবনী’ কোনো উপন্যাস নয়, নাটক নয় যে সেখানে সাহিত্যিক উপাদানে পাঠকদের পুলকিত করবে। এটি সরেশ উপাদান, যা একজন ব্যক্তির আচার ও সময়ের নির্ভেজাল ছবিমাত্র।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তাঁর মেয়ের শাসনব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ থাকতে পারে, সেই ক্ষোভ গিয়ে বইয়ের ওপর পড়বে, তা যুক্তিনির্ভর নয়। বরং সত্যটা জানতে বই আমাদের পড়তে হবে, সংবাদপত্র পাঠ করতে হবে, এরপর নিজেদের ভালো লাগা মন্দ লাগার মূল্যায়ন করতে হবে। সারা পৃথিবীতে বায়োগ্রাফিক বইগুলো বেশ গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে এসব বইয়ে লুকিয়ে থাকা একজন মানুষের বেড়ে ওঠা, সংগ্রাম তা পড়ে অনেকেই অনুপ্রাণিত হতে পারে, অনেকেই আগামীর সময়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার রসদ খুঁজে পেতে পারে। যে কারণে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় থিয়েটারকেন্দ্রিক পড়াশোনায় বায়োগ্রাফিক সিনেমা কীভাবে তৈরি করা হয়, তার বিশদ একাডেমিক পড়ানো হয়। অসংখ্য জগতখ্যাত মানুষের আত্মজীবনী নিয়ে সিনেমা-গল্প তৈরি হয়েছে। এখন সেই সময় মানুষদের আত্মজীবনী যদি ‘নিষিদ্ধ’ করা হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে ইতিহাসের সোপান তৈরি হতো না। মানুষ জ্ঞানের বিতরণের পথ সন্ধান করতে পারত না।

আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ প্রত্যেক নাগরিককে চিন্তা, বিবেক ও বাক্স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। সেই স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপের এখতিয়ার আছে কেবল আইনের, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই। কোনো বই যদি সত্যিই রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করে, তার প্রতিকারের পথও আইনেই আছে: সরকার প্রজ্ঞাপন দিতে পারে, সংক্ষুব্ধ কেউ আদালতে যেতে পারেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবার আপিলও করা যায়।

নীরবতা এখানে সম্মতিরই নামান্তর। তাই সরকারকে বলতে হবে অসমাপ্ত আত্মজীবনী যদি নিষিদ্ধ না হয় তাহলে কারা ইউপিএলের কর্মীদের হয়রানি করেছেন, তাঁদের শনাক্ত করা হোক। কোন ক্ষমতাবলে পুলিশ বিক্রি বন্ধের শর্ত দিল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হোক।

কেউ বইটির সঙ্গে দ্বিমত করতেই পারেন, এর সম্পাদনা বা প্রকাশনা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। সেই সমালোচনার জায়গা গবেষণা, আলোচনা আর পাল্টা লেখা। বই নিয়ে আপত্তি থাকলে তার জবাব হোক আরেকটি বই, যুক্তির জবাব হোক যুক্তি দিয়ে। দোকানের শাটার নামিয়ে ইতিহাস মোছা যায় না।

দোকান বন্ধ করে অসমাপ্ত আত্মজীবনীকে কি পাঠকের কাছ থেকে সরানো যাবে? এর লাখো কপি ইতিমধ্যে মানুষের ঘরে ঘরে আছে, ডিজিটাল প্লাটফর্মগুলোতে ছড়িয়ে আছে, ই-বুক তৈরি হয়েছে, বইয়ের রিভিউ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, জাতীয় লাইব্রেরিগুলোতে তা সংরক্ষণও করা হয়েছে। এসব কাজ করে অসমাপ্ত আত্মজীবনী হারল না, হারল আমাদের আইনের শাসন।

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

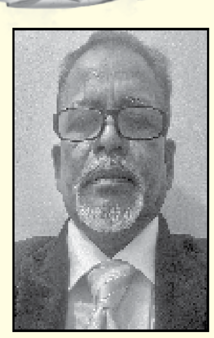

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

নিউ ইয়র্ক স্টেটে ন্যূনতম মজুরি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ঘটতে যাচ্ছে। তবে স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপনের পরিকল্পনা করছেন, যার মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

এই পরিকল্পনাটির জন্য আগামী বছরের কোনো এক সময়ে অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে; আইনসভার উভয় কক্ষেই ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঐতিহাসিকভাবেই অঙ্গরাজ্যের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। হোকুল প্রশাসনের মতে, অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ বছর রাজ্যে হাজার হাজার বেসরকারি খাতের চাকরি হারিয়ে যাওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা ও আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) খাত এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রবণতাটি রাজ্যের আইনের একটি বিশেষ ধারাকে কার্যকর করেছে, যার ফলে নিউ ইয়র্কের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে ২০২৭ সালের শুরুতে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর পরিবর্তে তা অপরিবর্তিত (ফ্রিজ) রাখতে হবে। একই সময়ে ভোক্তাদের জন্যও খরচ বেড়েছে: ইউ.এস. ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিক্স-এর তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে শেষ হওয়া বছরে মুদ্রাস্ফীতি ৩.৪% বেড়েছে এবং সারা দেশে পেট্রোলের দাম ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর পুনর্নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকা হোকুল বুধবার এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের "ভুল নীতিগুলোকে" দায়ী করেছেন-যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক (ট্যারিফ) আরোপ এবং ইরানের সাথে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি, যা জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ডানপন্থী সংগঠন 'ন্যাশনাল ট্যাক্সপেয়ার্স ইউনিয়ন ফাউন্ডেশন'-এর হিসাব অনুযায়ী, শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কেই শুল্ক আরোপের ফলে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে প্রতিটি গড় পরিবারকে অতিরিক্ত ১,৮৫৬ ডলার খরচ করতে হয়েছে। বুধবার 'টাইমস ইউনিয়ন'-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোকুল জানিয়েছেন যে, তিনি ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন একটি নতুন পদ্ধতি বা পরিমাপক খুঁজছেন যা এই বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করবে। তিনি বলেন, "এই পরিবর্তনটি কর্মী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-উভয়ের জন্যই ভালো। কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে, ট্রাম্পের সৃষ্ট জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট বা ক্রয়ক্ষমতা-সংকটে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা যেন জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন, নিজেদের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখতে পারেন, রাজ্যের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারেন এবং আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে পারেন।" সেই গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপকটি-অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে কর্মসংস্থান কমে যাওয়া-হলো এমন তিনটি শর্তের মধ্যে একটি, যার ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়লেও রাজ্যের শ্রম বিভাগকে ন্যূনতম মজুরি অপরিবর্তিত রাখতে হয়। এই পদ্ধতিটি রাজ্যের আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতি বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুলাই মাসে রাজ্যে নথিভুক্ত কর্মসংস্থানের সংখ্যা (ঋতুভিত্তিক সমন্বয় বা 'সিজনালি অ্যাডজাস্টেড' পরিসংখ্যান) ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয় যে পরবর্তী জানুয়ারি মাসে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হবে কি না।

রান্নাবান্না

চিংড়ির রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক : বাড়ীতে দাওয়াতের সময় মাছের একটা পদ থাকেই সাধারনত। চিংড়ি মাছ দিয়ে বানাতে পারেন চিংড়ির রোস্ট।

উপকরণ : বড় আকারের চিংড়ি ১ কেজি, নারকেল দুধ ২ কাপ, পোস্তদানাবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, শুকনা মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ বা পরিমাণমতো, হলুদগুঁড়া সামান্য, গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, টমেটো সস আধা কাপ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল ১ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : চিংড়ি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। লেবুর রস মাখিয়ে নিন। তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি ভেজে নিন। সব বাটা মসলা ও গুঁড়া মসলা কষিয়ে নিন। চিংড়ি মাছ, লবণ, টমেটো সস দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। ঝোল কমে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিংড়ির রোস্ট।

মটরশুঁটি পোলাও

পরিচয় ডেস্ক : পোলাওয়ের মধ্যে মটরশুঁটি দিলেই পোলাওয়ের চেহারা আর স্বাদে আসে ভিন্নতা।

উপকরণ : ঘি ২ টেবিল চামচ, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, মটরশুঁটি ২ কাপ, তেল আধা কাপ, ঘি আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরা, এলাচি ৬টি, লবঙ্গ ৮টি, তেজপাতা ২টি, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৮-১০টি, লবণ পরিমাণমতো, গরম পানি ৬ বা ৭ কাপ।

প্রণালি : চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সামান্য লবণ দিয়ে মটরশুঁটি হালকা ভেজে নিতে হবে। তেল আর ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদাবাটা, রসুনবাটা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চাল দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ ভেজে গরম পানি, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। পানি কমে এলে দুধ ও চিনি দিয়ে দমে দিন। কয়েক মিনিট পর মটরশুঁটি, কাঁচা মরিচ ও কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দমে রেখে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

হাতে মাখা ইলিশ ভুনা

পরিচয় ডেস্ক : বাঙালির প্রিয় মাছ অবশ্যই ইলিশ আর এই ইলিশ দিয়ে মজাদার রসিপি হাতে মাখা ভুনা ইলিশ।

উপকরণ : ইলিশ মাছ আট টুকরা, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পেঁয়াজবাটা দুই টেবিল চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া এক চা-চামচ, মরিচগুঁড়া এক চা-চামচ বা পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, টমেটোকুচি দুই টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, তেল আধা কাপ, পানি দেড় কাপ।

প্রণালি : মাছ ও কাঁচা মরিচ বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। মাছ ও দেড় কাপ পানি দিয়ে চুলায় ঢেকে কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। পানি কমে এলে কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন।

গরুর মাংসের কালিয়া

পরিচয় ডেস্ক : বাড়ীতে অতিথি আপ্যায়নে পোলাওয়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য গরুর মাংসের কালিয়া থাকেই।

উপকরণ : গরুর মাংস দেড় কেজি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্তদানাবাটা ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচের গুঁড়া ২ চা-চামচ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, মৌরিগুঁড়া আধা চা-চামচ, রাঁধুনিগুঁড়া আধা চা-চামচ,
ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, জায়ফলগুঁড়া আধা চা-চামচ, জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৪ টুকরা, ছোট এলাচি ৪টি, বড় এলাচি ২টি, লবঙ্গ ৭-৮টি, তেজপাতা ২টি, স্টার অ্যানিস ১টি, লবণ পরিমাণমতো, তেল পৌনে এক কাপ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, টমেটো সস ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৭-৮টি।

প্রণালি : মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে। আধা কাপ বেরেস্তা, গরমমসলার গুঁড়া, ঘি, কাঁচা মরিচ বাদে অন্য সব উপকরণ দিয়ে মাংস মাখিয়ে দুই ঘণ্টা রেখে দিন। পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। মাংসের ঝোল কমে এলে বাকি উপকরণ দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামিয়ে নিন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

ভিসা সাক্ষাৎকারে মিথ্যা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

শনিবার (৩ অক্টোবর) সকালে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ‘কনস্যুলার কর্মকর্তারা আপনার অতীতের যেকোনো ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘনের তথ্য সম্পর্কে অবগত।’

এ কারণে ভিসার সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীদের সত্য তথ্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস। সতর্ক করে বলা হয়েছে, ‘তাই সাক্ষাৎকারে সত্য বলুন-মিথ্যা বললে আপনার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে পারে।

দুই বছর আগের দলবদ্ধ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাঙ্গনের ওপর এক ‘কালো মেঘের ছায়া’ ফেলেছে বলে মনে করছেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ছাত্রসংগঠনগুলোর ভেতরের অনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ক্যাম্পাসের ভেতরের বিষাক্ত সংস্কৃতি এবং পুরো ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে সামলেছে, তা নিয়ে চারদিকে সমালোচনার ঝড় বইছে।

বৃহস্পতিবারের ওই ছাত্র সমাবেশে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ওই ধর্ষণের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা ও কথিত বিচারহীনতাকে ‘লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক গাফিলতির তীব্র সমালোচনা করেন।

সমাবেশে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী সোফিয়া রাইলি সিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাদের জানার অধিকার রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠান নিজের সুখ্যাতি ও সুনাম বাঁচানোর চেয়ে আমাদের নিরাপত্তাকে বেশি মূল্য দেয় কি না।’ তিনি আরও বলেন, এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় তিনি এতটাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, এক সপ্তাহ ধরে কোনো ক্লাসেও উপস্থিত থাকতে পারেননি।

বছরের এই সময়ে নিউইয়র্কে অবস্থিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি সাধারণত তুষার ও রঙিন শরৎকালীন পাতায় সেজে এক অতুলনীয় রূপ ধারণ করে। তবে এই শান্ত শিক্ষাঙ্গনটি এখন পুরোপুরি অশান্ত ও উত্তপ্ত।

২০২৪ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রসংগঠনের কার্যালয়ে এক শিক্ষার্থীকে মাদক সেবন করিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। দুই বছর পর সেই অভিযোগ নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে।

বিবিসির সঙ্গে কথা বলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও অনুষদ সদস্য নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, ২০২৪ সালের ওই ঘটনা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আবার নতুন করে সামনে আসায় ক্যাম্পাস প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার সেই ভুক্তভোগী ছাত্রী আইনি সুরক্ষার স্বার্থে জেন ডো ছদ্মনামে পরিচিত। তিনি গত ১৬ সেপ্টেম্বর এ ঘটনায় একটি দেওয়ানি মামলা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, দুই বছর আগে একটি ছাত্রসংগঠনের কার্যালয়ে (ফ্র্যাটার্নিটি হাউস) নিয়ে তাঁকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছিল।

জেন ডোর অভিযোগ, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে এবং ধর্ষণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এই তীব্র সমালোচনার মুখে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অবশ্য নিজেদের নেওয়া পদক্ষেপের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে একই সঙ্গে তারা ধর্ষণের এই গুরুতর অভিযোগের একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করতেও রাজি হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিষয়টি যেভাবে সামলানো হয়েছে, তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষ বলেছে, ঘটনার খবর পাওয়ার পর কয়েক মাস ধরে তারা নিজস্ব ‘টাইটেল নাইন’ আইনের অধীন একটি ‘বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ তদন্ত’ চালিয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

শুনানির পর প্যানেল দোষীদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল, যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী ও সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের সেই সুনির্দিষ্ট শাস্তির তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে কর্নেল কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘আমরা বুঝি, এই আইনি বাধ্যবাধকতা শিক্ষার্থীদের জন্য হতাশাজনক হতে পারে।’

কিন্তু প্রশাসনের এই জবাবে ক্যাম্পাসের ক্ষোভ কমেনি; বরং আরও তীব্র হয়েছে। এক শিক্ষার্থী স্মৃতিচারণা করে বলেন, ২০২৪ সালে ঘটনার পর ভুক্তভোগী জেন ডোকে নিয়ে নানা কুরুচিপূর্ণ গুজব ছড়াতে থাকায় ক্যাম্পাসের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল।

ঘটনার দুই বছর পর ওই শিক্ষার্থী বিবিসির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তিনি ও তাঁর বন্ধুরা এখন চরম হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে আছেন। ক্যাম্পাসের এই থমথমে পরিবেশকে একটি ‘কালো মেঘের’ সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থিতি সামলাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এটি অত্যন্ত হতাশাজনক।

একই সঙ্গে অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা ‘চি ফি’ ফ্র্যাটার্নিটির গ্রুপ চ্যাটে যুক্ত থাকা একাধিক পুরুষ সদস্য কেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

২০২৪ সালেই এই বিতর্কিত ছাত্রসংগঠনের শাখাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং এখনো ক্যাম্পাসে সেটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার ছাত্র সংসদের সভায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাঁদের তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী এলিয়ানা ডলভেন-মিলার বলেন, ‘এই প্রতিষ্ঠানে এত অর্থ ব্যয় করে পড়াটা এখন আমার কাছে ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক মনে হচ্ছে।’ সভায় সবাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন।

ছাত্র সংসদের সভাপতি ঈশান চৌধুরী সভার শুরুতে বলেন, পুরো ক্যাম্পাস যৌন সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীদের পাশে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা এই অপরাধ বরদাশত করব না। আমাদের ক্যাম্পাসে যা ঘটেছে, তার জন্য আমরা লজ্জিত।’

একই সঙ্গে ছাত্র সংসদ একটি প্রস্তাব পাস করে এই ঘটনার তদন্ত ও পুলিশকে জানানোর খুঁটিনাটি সব তথ্য লিখিত আকারে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত ‘হতাশাজনক’। শিক্ষকেরা পেশাদার থেরাপিস্ট না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কীভাবে ক্লাসরুমে আলোচনা করা উচিত, তা বুঝে ওঠা তাঁদের জন্য কঠিন হচ্ছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৫ অক্টোবর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জাস্টিস ফর সারভাইভারস’ (নিপীড়িতদের জন্য ন্যায়বিচার) শিরোনামে বড় ধরনের এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে, যার প্রচারপত্র ও পোস্টারে এখন পুরো ক্যাম্পাস ছেয়ে গেছে।

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ‘ধর্ষণ সংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থায়ী বহিষ্কার ও তাঁদের শিক্ষাগত ডিগ্রি বাতিল, যৌন নিপীড়নের শাস্তিবিষয়ক নীতিমালা সংশোধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত এবং ক্যাম্পাস পুলিশের জন্য বাধ্যতামূলক অপরাধ প্রতিরোধমূলক প্রশিক্ষণের দাবি তুলেছেন।

শুধু বর্তমান ছাত্ররাই নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি সাবেক শিক্ষার্থীও (অ্যালামনাই) এক খোলাচিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ‘ছাত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত ওই চিঠিতে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় কি নিজেদের ভাবমূর্তি বাঁচাতে সংস্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নাকি এ ঘটনাকে ক্যাম্পাসে যৌন সহিংসতা বন্ধের সুযোগ হিসেবে দেখবে? এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সমাবেশের কিছুক্ষণ পর নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল এক বড় ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, তিনি এই ধর্ষণ মামলায় অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিসিয়া জেমসকে বিশেষ কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

ক্যাথি হোকুল স্পষ্ট করে বলেন, আগে এই তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়া টম্পকিন্স কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যাথিউ ভ্যান হিউটেনের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন। তাই এখন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছ থেকে মামলাটির দায়িত্ব পুরোপুরি চলে যাবে লেটিসিয়া জেমসের হাতে। ভ্যান হিউটেনের কার্যালয় শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ফৌজদারি মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত আইনি তথ্যপ্রমাণ নেই।

তবে গত সপ্তাহে দায়ের হওয়া নতুন দেওয়ানি মামলার প্রেক্ষাপটে তারা আবারও এই ঘটনার ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে। প্রসিকিউটরের এই পুনঃ তদন্তের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

- সংবাদ সুত্র বিবিসি

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আদা, কমায় ওজন

পরিচয় ডেস্ক : আদিকাল থেকেই ওষুধের বিকল্প হিসেবে আদা ব্যবহার করা হয়। আদা ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আদা দিয়ে তৈরি পানীয় পান করলে অনেক উপকার পাবেন আপনি। আদা কেবল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকেই শক্তিশালী করে না, সেই সঙ্গে ওজন ও রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে। এটি হজমে সহায়তা করে, বমি বমি ভাব দূর করে এবং সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।

১. শরীরের ওজন কমাতে আদা

আপনার শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে আদা। ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৯ সালে মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ওপর করা এক গবেষণা অনুসারে, আদার পরিপূরক আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কোমর-নিতম্বের অনুপাত এবং অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিতম্বের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

২. শরীর ব্যথা

আদা শরীরের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয়ে থাকে। আর এ ব্যথা কমাতে সাহায্য করে আদা। গবেষণা অনুসারে, আদা ব্যথা ও অক্ষমতা কমাতে সাহায্য করে। এ গবেষণায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা সবাই ৩ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন ০.৫-১ গ্রাম আদা গ্রহণ করেছিলেন। আর এদের অনেকেরই হাঁটুর ব্যথাও কমে গেছে।

৩. হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি

আদা হজম ক্ষমতার উন্নতি করে। আমাদের অস্বাস্থ্যকর পাচনতন্ত্র পেটের সমস্যা সৃষ্টি করে। আর এ সমস্যা থেকে বাঁচতে বেশ কয়েকটি প্রাকতিক প্রতিকার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো আদা। আদায় থাকে জিঞ্জেরল নামক একটি উপাদান, যা হজম প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে সহায়তা করে। যারা প্রায়ই বদহজম, পেট ফাঁপা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন, তাদের জন্য আদা দুর্দান্ত।

ঘুমের ঋণ: ব্যস্ততার গৌরব, নাকি শরীরের নীরব ক্ষতি?

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান

“ঘুমানোর সময় কোথায়?”-ব্যস্ত মানুষদের মুখে কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। কেউ রাত জেগে কাজ করেন, কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় কাটান, কেউ আবার চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েও গর্ব করে বলেন, “আমার এতেই চলে।”

কিন্তু শরীরের হিসাব একটু ভিন্ন। প্রতিদিন প্রয়োজনের তুলনায় কম ঘুম হলে সেই ঘাটতি ধীরে ধীরে জমতে থাকে। এটিকেই সহজভাবে ‘ঘুমের ঋণ’ বলা যায়। ব্যাংকের ঋণের মতো এটি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর সুদ দিতে হয় মনোযোগ, স্মৃতি, মেজাজ, বিপাক, হৃদ্‌স্বাস্থ্য এবং কখনো দুর্ঘটনার ঝুঁকির মাধ্যমে। ঘুম অলসতার লক্ষণ নয়। খাওয়া, পানি পান ও শ্বাস নেওয়ার মতোই এটি শরীরের মৌলিক প্রয়োজন।

কত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন?

সব মানুষের ঘুমের প্রয়োজন এক নয়। বয়স, শারীরিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার কারণে কিছু পার্থক্য হতে পারে। তবে সাধারণভাবে ১৮-৬০ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুম দরকার। ৬১-৬৪ বছর বয়সীদের সাধারণত ৭-৯ ঘণ্টা এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাফল্যের জন্য কখনো কখনো রাত জাগতে হতে পারে, কিন্তু রাত জাগাকেই জীবনযাত্রায় পরিণত করা সাফল্যের কৌশল নয়। ঘুম থেকে সময় কেটে আমরা হয়তো কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা ধার নিই; পরে শরীর সেই ঋণ আদায় করে ক্লান্তি, ভুল সিদ্ধান্ত, অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার ঝুঁকির মাধ্যমে। ভালো ঘুম বিলাসিতা নয়, দুর্বলতাও নয়।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি এড়াতে কফি খান, সাথে বাড়বে আয়ুও

পরিচয় ডেস্ক : অনেকেই নিয়মিত কফি খান। কাজের ফাঁকে নিজেকে তরতাজা রাখার জন্য অনেকেই বারবার কফির কাপে চুমুক দেন।আবার কারও দিন শুরুই হয় কফি খেয়ে।কফি খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে ঠিকই, কিন্তু আপনি যদি দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় বসে কাজ করে যান, তাহলে কফি পান করার উপকার থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে পারেন।

সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে ১০ হাজার প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে একটি গবেষণা করা হয়, যা প্রকাশিত হয় বায়োমেড সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ জার্নালে। যে সমস্ত মানুষ কফি পান করার পাশাপাশি শারীরিক ক্রিয়াকলাপ করেন, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার কিন্তু অনেকটা কম থাকে। কিন্তু আপনি যদি কফি পান করেন এবং সারাদিন একই জায়গায় ৮ ঘন্টার বেশি বসে থাকেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাবে প্রায় ৬০ শতাংশ। কফি খেলে মেটাবলিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। এর মধ্যে ডায়াবিটিস রয়েছে এবং হার্ট সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকিও ৪০-৫০ শতাংশ কমে যায়।

পর্তুগালের কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রোগের ঝুঁকি কমাতে এবং আয়ু বাড়াতে কফি ভীষণ উপযোগী। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্টেলিয়া ও এশিয়া জুড়ে করা প্রায় ৮৫টি গবেষণাকে বিবেচনা করেন গবেষকেরা। কোয়েমব্রার করা গবেষণায় দেখা গিয়েছে,নিয়মিত কফি খেলে জীবনের আয়ু ১.৮৪ বছর বেড়ে যেতে পারে। এর আগেও একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে ৩ কাপ কফি স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

পর্তুগালের কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রোগের ঝুঁকি কমাতে এবং আয়ু বাড়াতে কফি

ভীষণ উপযোগী। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্টেলিয়া ও এশিয়া জুড়ে করা প্রায় ৮৫টি গবেষণাকে বিবেচনা করেন গবেষকেরা। কোয়েমব্রার করা গবেষণায় দেখা গিয়েছে,নিয়মিত কফি খেলে জীবনের আয়ু ১.৮৪ বছর বেড়ে যেতে পারে। এর আগেও একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে ৩ কাপ কফি স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

২) দিনে কফি খাওয়ার ফলে দেহে ২০০-৩০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন শরীরে প্রবেশ করে। এটি মেটাবলিক সিন্ড্রোমের ঝুঁকি এড়াতে সাহায্য করে। ওবেসিটির সমস্যা এড়াতে কফি খেতে পারেন।

৩) মদ্যপান ও ধূমপান ছেড়ে দিয়ে যদি কফি খান, তবেই উপকার পাবেন। দিনে ৩ কাপ কফি খেলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। পাশাপাশি, হার্ট ফেলিওরের আশঙ্কাও কমে যায়। এমনকী হৃদস্পন্দনের সমস্যা প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমে।

৪) ক্যাফেইনের পাশাপাশি কফির মধ্যে একাধিক বায়োলজিক্যাল অ্যাকটিভ কম্পাউন্ড রয়েছে। এগুলো দেহে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমায় এবং শরীরের ওজন বাড়ায় ও পাশাপাশি মানসিক চাপ কমায়।

পাকা চুল কেবল বয়সের ছাপ নয়, বরং ক্যানসার প্রতিরোধে শরীরের নিজস্ব প্রক্রিয়া: গবেষণা

চুলে পাক ধরা মানেই বয়স বেড়ে যাওয়া- এমনটাই আমরা সাধারণত ধরে নিই। বয়সের সঙ্গে শরীরে নানা পরিবর্তনের মতো সাদা চুলও তার একটি স্বাভাবিক অংশ।

তবে নতুন গবেষণা বলছে, চুল পাকার পেছনে শুধু বয়সের ভূমিকা নয়, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সাদা হয়ে যাওয়া চুল শরীরের ক্যানসারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিরোধব্যবস্থার ইঙ্গিতও হতে পারে।

ইঁদুরের ওপর পরিচালিত এক নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, শরীর কীভাবে কোষের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে-যা বয়স বৃদ্ধি এবং ক্যানসার উভয়ের নিয়ন্ত্রণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক প্রক্রিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোষের ক্ষতি ধীরে ধীরে এর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতাকে দুর্বল ও ব্যাহত করে। অন্যদিকে ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ কোষগুলোই অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন ঘটিয়ে টিউমার সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে। গবেষণায় চুলের রঙের ঘাটতি বা চুল পাকার সঙ্গে মারাত্মক ক্যানসার প্রতিহত করার প্রক্রিয়ার এক চমকপ্রদ সংযোগ উন্মোচিত হয়েছে।

এই আবিষ্কারের কেন্দ্রে রয়েছে মেলানোসাইট স্টেম সেল। চুলের ফলিকলের গভীরে অবস্থান করা এই কোষগুলো মূলত মেলানোসাইটের আধার হিসেবে কাজ করে। এই মেলানোসাইটই আমাদের চুল ও ত্বকের রঙের জন্য দায়ী রঞ্জক বা পিগমেন্ট তৈরি করে।

পুষ্টিগুণে অতুলনীয় সবজি শালগম

পরিচয় ডেস্ক : শীতকালীন সবজির মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হলো শালগম। যদিও অনেকের কাছে বেশ অপছন্দের এই সবজি। তবে এতে রয়েছে ভিটামিন সি, ই আর কে।

এ ছাড়া শালগমে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম থাকে। তাই নিয়মিত শালগম খাওয়া শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

মানবদেহে কী কী উপকারে আসে এই শালগম, চলুন জেনে নিই:

রোগ প্রতিরোধে শালগম খুব ভালো কাজ করে শালগম। এ ছাড়া রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে। এ সবজিটি পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, ফলে রক্তের প্রয়োজনীয় উপাদানের সমতা বজায় থাকে।

ভিটামিন ও পটাশিয়াম ছাড়াও শালগমে রয়েছে ক্যালসিয়াম। তাই এটি হাড়ের জন্যও খুব উপকারী।

শালগমে আছে প্রচুর ফাইবার। তাই এটি পরিপাকের উন্নতিতে সাহায্য করে।

হজমেও ভালো কাজ করে। যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে শালগম কিন্তু বেশ উপকারী।

শালগমের মধ্যে থাকা ভিটামিন কে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে কাজ করবে শালগম। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লুটেইন থাকে প্রচুর।

যে কারণে শালগম খেলে ছানি পড়া, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এইসব চোখের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান যারা তাদের জন্য কার্যকরী একটি উপায় হলো শালগম খাওয়া। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত লিপিড, যা মেটাবোলিজম ঘাটতি দূর করে। এর ফলে শরীরে ফ্যাটের মাত্রা কমে, নিয়ন্ত্রণে থাকে ব্লাড সুগার।

শালগম ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এতে থাকা গ্লুকোসিনোলেটস নামক প্রাকৃতিক কেমিক্যাল সব রকমের ক্যান্সার রোধ করতে সাহায্য করে। তাই ক্যান্সার থেকে দূরে থাকতে চাইলে শীতের এই সবজি খাওয়ার অভ্যাস করুন।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়: চোখের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের চোখেও দেখবেন ভারী পাওয়ারের চশমা। সবজিসহ পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ার ফল এটি। তাই নিয়মিত সবজি খেতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে কাজ করবে শালগম। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লুটেইন থাকে প্রচুর।

যে কারণে শালগম খেলে ছানি পড়া, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এইসব চোখের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

কোন বয়সে কতটুকু হাঁটলে সুস্থ থাকবেন?

পরিচয় ডেস্ক : বয়স অনুযায়ী হাঁটার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে, তবে সাধারণত কিছু গাইডলাইন রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বয়সভেদে কতটুকু হাঁটতে হবে তার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরাও। দেখে নিন কোন বয়সে কতটুকু হাঁটলে আপনি সুস্থ থাকবেন-

১. শিশু (৫-১৭ বছর): প্রতিদিন কমপক্ষে ৬০ মিনিট হাঁটলে ভালো। তবে এই সময়ের মধ্যে থাকলে উপকার পাওয়া যাবে। শারীরিক সক্রিয়তা তাদের হাড়, পেশি এবং সামগ্রিক মানসিক বিকাশের জন্য জরুরি। হাঁটার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং অন্যান্য শারীরিক কার্যকলাপও গুরুত্বপূর্ণ।

২. তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৬৪ বছর): এই বয়সীদের জন্য প্রতিদিন ৩০-৬০ মিনিট (মাঝারি তীব্রতায়), সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন হাঁটতে হবে। এটি হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্য, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং মানসিক চাপ কমানোর জন্য সহায়ক।

৩. বয়স্ক (৬৫ বছর ও তার বেশি): প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট, মাঝারি গতিতে। পেশি শক্তি বজায় রাখা, ভারসাম্য উন্নত করা এবং ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়ক। ধীরে হাঁটলেও নিয়মিত হাঁটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ:

১. ওজন কমানোর জন্য হাঁটা: প্রতিদিন ১০,০০০ পা হাঁটার লক্ষ্য রাখুন। এটি প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার সমান।

২. স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে: চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী হাঁটার মাত্রা ঠিক করুন।

৩. তীব্রতা বাড়ানোর জন্য: ধীরে ধীরে গতি বাড়ান বা হালকা জগিং যোগ করুন।

গুরুত্বপূর্ণ টিপস:

১. আরামদায়ক জুতা ব্যবহার করুন।

২. হাঁটার সময় যথেষ্ট পানি পান করুন।

৩. হাঁটার সঠিক সময় সকালে বা বিকেলে রাখুন, বিশেষ করে গরমের দিনে।

আপনার জীবনযাত্রা বা শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রয়োজন হলে একজন পেশাদার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1700
Saturday, October 03, 2026

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের আটকে বিমানবন্দর সমুহে টিএসএ- আইসিই সহযোগিতা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দর সমুহে ফেডারেল সংস্থা ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা টিএসএ (TSA) এখন অপর ফেডারেল সংস্থা ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই (ICE)-কে বিমান যাত্রীদের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে যাত্রীদের তালিকা যাচাই করার সুযোগ দিচ্ছে এবং সংস্থার এজেন্টরা গেটে অপেক্ষা করে।

একটি চুক্তির আওতায় "আইসিই" যাত্রীদের তালিকাটি তাদের নিজস্ব নথিপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পায়। যদি কোনো যাত্রীর নাম এমন কারো সাথে মিলে যায় যিনি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, তবে চেকপয়েন্ট বা গেটে এজেন্টরা আগে থেকেই অপেক্ষা করতে থাকে তাকে আটক করার জন্য।

টিএসএ-র ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক কংগ্রেসকে জানিয়েছেন যে, সংস্থাটি সব যাত্রীর তথ্য বা নথি আইসিই-র কাছে হস্তান্তর করে না; বরং তারা আইসিই-কে এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের পর্যালোচনায় উঠে আসা অভ্যন্তরীণ তথ্যে দেখা যায়, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ৩১,০০০-এরও বেশি যাত্রীর তথ্য হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর সূত্র ধরে ৮০০-র বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ত্রিশিতা মওলা ঢাকায় প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইউএস চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনরত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন নয়াদিল্লি সফরে থাকায়, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কূটনীতিক ত্রিশিতা মওলা ঢাকার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

দুই বছর আগের দলবদ্ধ ধর্ষণ ঘিরে এত দিন পর কেন উত্তপ্ত নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর এবার

অপরাধীদের কঠোর শাস্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার বড় ধরনের পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার (০১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সমাবেশে এক শিক্ষার্থী অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'আমাদের ক্যাম্পাসে যা ঘটেছে, তা নিয়ে আমরা ভীষণভাবে লজ্জিত।' মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া এই নৃশংস ঘটনা এবং এর ধীরগতির তদন্ত পুরো *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

ভিসা সাক্ষাৎকারে মিথ্যা বললে কী হতে পারে, জানাল ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: ভিসার সাক্ষাৎকারের সময় কোনো ধরনের মিথ্যা তথ্য না দিতে ভিসাপ্রার্থীদের সতর্ক করেছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। মিথ্যা তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের 'ব্যুরো অফ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস' (BEA)-এর প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, গভর্নর ক্যাথি হোকুল বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করেছেন যে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রথম প্রান্তিক থেকে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের প্রকৃত জিডিপি (GDP) বার্ষিক ৪.০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; এটি ছিল যেকোনো স্টেট এর তুলনায় সর্বোচ্চ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ২.২%-এর প্রায় দ্বিগুণ।

গভর্নর হোকুলের কার্যালয় জানিয়েছে যে, মাইক্রন (Micron), আইবিএম (IBM), রিজেনরন (Regeneron), চোবানি (Chobani) ও ফেয়ারলাইফ (Fairlife)-এর মতো কোম্পানিগুলোর *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক স্টেটে ন্যূনতম মজুরি বাড়াতে গভর্নর হোকুলের নতুন প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক স্টেট কতৃপক্ষ স্টেটে ন্যূনতম মজুরি বাড়াতে পারছে না। গভর্নর হোকুল এর একটি সমাধানের প্রস্তাব দিচ্ছেন।

এই পরিকল্পনার জন্য অবশ্য আইনপ্রণেতাদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে; তবে নিউ ইয়র্ক স্টেটে ঐতিহাসিকভাবেই উভয় কক্ষের ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর পক্ষে অবস্থান নিয়ে এসেছে। নিউ ইয়র্কে ন্যূনতম মজুরি আসছে জানুয়ারি মাসে আর বাড়ছে না- ২০২৪ সালে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে একে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে এই প্রথম এমনটা *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা

২০৪০ সালের মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের পর ইসলামই হবে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০৪০ সালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের পর ইসলামই হবে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও জনমিতিক পরিবর্তনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে নতুন রেল সংযোগকারী 'হাডসন টানেল প্রজেক্ট'-এর সুড়ঙ্গ খননকাজ শুরু

পরিচয় ডেস্ক: হাডসন টানেল প্রকল্পের আওতায় টানেল খননের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে নতুন রেল সংযোগ স্থাপন এবং দেশের অন্যতম ব্যস্ত রেল করিডোরে যাত্রী ও ট্রেন চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রকল্পের টানেল খনন পর্বের সূচনা উদযাপন করতে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা একত্রিত হন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গত ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথ মবারের মতো হাডসন নদীর তলদেশে নতুন একটি রেল টানেল নির্মিত হবে। নতুন এই টানেলটি নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে যাতায়াতকারী দৈনিক ২ লাখেরও বেশি যাত্রীর সেবায় নিয়োজিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*